শিখিপুচ্ছ

(মহানাটক)

——০:(*:৹:০— —

রচয়িত্রী—বিমলা দেবী

প্রকাশক—

শ্রীফণীন্দ্র নাথ পাল

মূল্য ১৷০ সিকা

প্রাপ্তিস্থান—

সকল প্রধান প্রধান লাইব্রেরী ও

২৩২নং আপার চিৎপুর রোড

প্রিণ্টার—

শ্রীচিন্তাহরণ মুখার্জী

দি কালী গঙ্গা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

২৩।১বি আপার চিৎপুর রোড বাগবাজার

দিব্য ধামবাসী অমৃতময়ী "মা!"

'মা' আমার!

কি ক'রে ভুলি মা তোরে?

তবু ভুলিতে হইল হায়!

কি দারুণ বিধিলিপি!

মা মা মা ব'লে সহসা ছুটে আসে যবে

গভীর অন্তর ব্যথা—কি করে পরাণ!

কেমনে জানাব? কারে বা জানাই?

সে মনঃপীড়া—দহে অন্তরে বাহিরে,

তপ্তশ্বাসে দগ্ধ করে হৃদয় পিঞ্জর,

ধু ধু জ্বলে উঠে মরমেতে মোর।

মা! মা! মা! তাই সে বেদনায়

তোর আশীষ বাণী সৃজিল হেথায়

সজল প্রেম অভিষেকে—চিরস্মৃতি তোর

এ নবীন কাব্য—ভাবে, রসে,

নাট্যাকারে রূপকের ছলে—

এ প্রাণে—তোরই দেওয়া দান।

শুধু নহে মোর তরে—সারা বিশ্ব চরাচরে

গাইবে মা তোরই গৌরব গান

শুনে জুড়াবে এ তৃষিত পরাণ।

ইতি—

অধম্মা।

পরিচয়

পাণ্ডুলিপি অবস্থায় নাটকখানি বহুদিন ছিল। প্রথমবার পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম রচয়িত্রী সাহিত্যক্ষেত্রে নবীনা হইলেও নাটকীয় ভাব ও ভাষা সম্পদে প্রবীনা পদ বাচ্যা। ইহা পক্ষপাত করিয়া বলিতেছি না। নাটকের অন্তর্গত সত্য বস্তুর সহজ বিকাশ, জীবন পথে হিন্দোলে গতি, জাতীয় জীবনে তাড়িৎছন্দ, এইগুলি এমনই রূপকের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে—তাহা শুধু প্রণিধান যোগ্য নহে, বস্তুতঃ ভাবিবার বিষয়। নাটকখানি অনেকের হয়ত ভাল লাগিবে, অনেকের লাগিবে না। তাহারও প্রধান কারণ বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চে প্রচলিত আধুনিক নাটক হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য এই যে ইহা একখানি বস্তুতান্ত্রিক নাটক। যেরূপ ভাবে ঘাত প্রতিঘাত পাইয়া আমাদের জাতীয় জীবন বিকাশের পথে একটি বিশিষ্টরূপ লইতে চলিয়াছে, তাহার মূলে সত্যকার প্রেরণা যে কি ও তাহার অনাগত ভবিষ্যগর্ভ যে কি? সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে তাহাই লেখিকা অতি সুনিপুণ ভাবে নাটকচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতীয় রাজনীতি যে ভারতীয় ধর্ম্মনীতির অন্তর্গত ও বিদ্রোহ শুধু যে ধ্বংশের নহে—ইহাই এ নাটকের মূলসূত্র। অভিনয়ের দিক দিয়া নাটকখানি ষ্টেজফিটিং হইয়াছে। ইহাও নবীন লেখিকার প্রতিভার পরিচয়। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে নাটকের নামটা। অধ্যাত্মতায় গভীরতায় ও জাতীয়তায় ব্যাপকতা— শিখিপুচ্ছ নামটী অতি সহজেই তাহা বুঝাইয়া দেয়। আমি যতদূর রস গ্রহণে সমর্থ হইয়াছি, সেই শক্তি অনুযায়ী এই পরিচয়টুকু লিখিলাম। সমালোচনা করিতে বসি নাই, শুধু পরিচয়। অলমতিবিস্তারেণ—

প্রবর্ত্তক আশ্রম
চন্দন নগর
১লা শ্রাবণ ১৩৩৭

শ্রীমণি ভূষণ বাগচি

চরিত্র সূচী

শ্রীকৃষ্ণ, হর, মনীষি, দেবকুমারগণ, কিন্নরগণ,
গৌরী, রাধা, দেবকুমারীগণ, কিন্নরীগণ।

পুরুষগণ

মাধবানন্দ—পূর্ব্ব নাম (মাধব প্রতাপ ঘোষ)			রাজ্যত্যাগী ভগবানের কৃপাপাত্র ভক্ত
কৃষ্ণচন্দ্র	...	...	মাধবানন্দের দেবপুত্র
জ্ঞানানন্দ	...	...	কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় সখা (পরে সেনানায়ক ও মন্ত্রী)
বিজয়ানন্দ	...	...	ঐ সখা ও দূত
বিজয় সিংহ	...	...	রাজস্থানের বৃদ্ধ রাজা
সুভাসচন্দ্র	...	...	(ঐ পুত্র) যুবরাজ
দেবপাল	...	...	ঐ মন্ত্রী
কিংজন	...	...	দিগ্বিজয়ী সম্রাট
ক্লারিসন	...	...	ঐ প্রধান মন্ত্রী
কালাপাহাড়	...	...	ঐ মন্ত্রী (পরে রাজা)
মানসিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি
হরশঙ্কর রায়	...	...	বিন্ধ্যাচলরাজ

গুরুদেব, পুরোহিত, দাদামশায়, গাঁয়ের মোড়ল, রামদাদা, বিধুখুড়ো, যদুবাবু, ভুঁদোমামা, ভদ্রলোক, পার্শ্বরক্ষীগণ, দূতগণ, সেনাগণ, প্রহরীগণ।

— — —

স্ত্রীগণ

যশীমাতা—পূর্ব্বনাম (রাণী যশোরমা)			মাধবানন্দের স্ত্রী
বিমলা	...	...	প্রভাসচন্দ্রের স্ত্রী
মেরীহার্ট	...	...	কিংস্তনের স্ত্রী
দুর্গাবতী	...	...	বিন্ধ্যাচলের রাণী
রাধাসুন্দরী	...	...	ঐ কন্যা
পাগলিনী	...	...	

বীরাবৃন্দা, সখীবৃন্দা, সহচরীগণ, ভদ্রমহিলাগণ, বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ।

———

শিখিপুচ্ছ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৈলাস—তুষারমণ্ডিত পার্ব্বত্য পথ

দেবকুমারগণ ও দেববালাগণ—নৃত্যের ভঙ্গীতে গমনশীল

(গীত)

দেববালা। পলকের আগে বিবশ বিরাগে।
সুন্দর মন্থর পরশ রাগে॥

দেবকুমার। আলোকে বিলোকে নব নব লোকে।
বিহগ কল কল পুণ্যশ্লোকে॥

দেববালা। এ মধু মাধুরীতে সমীরণ সাথে।

দেবকুমার। প্রাণ শুধু নিরবে তোমারে ডাকে॥

দেববালা। আমার প্রাণ এ চাঁদিনী রাতে।
ডাকে গো তোমারে জীবন প্রভাতে॥

দেবকুমার। এস এস ওগো সুভাস হাসিনী।
পারিজাত নন্দন কানন বাসিনী॥

দেববালা। শতদল ভারে শুভ্রহারে।
জোছ্না পুলকিত সুদূর ওপারে॥

উভয়ে। এস যাই দুজনায় অকুল সাগরে।
ভাসিব ডুবিব প্রেম পাথারে॥

প্রস্থান।

পর্ব্বতগাত্রে ভ্রমণকারী হিমাদ্রিবাসী মণীষি

অতি দুর্ব্বোদ্ধ রহস্যজালে
নিত্য কাল খেলিতেছে জগৎ দোলায়,
কিন্তু কর্ত্তৃ-কেবা তার সন্ধান না পাই—
শাস্ত্র করে উপদেশ—
পিতা নৈব চ মাতা ন জন্ম,
সম্ভব কেমনে? আশ্চর্য্য!

সৌরভের মত্ততায়, সুরের ঝঙ্কারে,, রূপের মোহ মদিরায়—ভাবের প্রেরণায়, রসের অফুরন্ত উৎস্তে কি এক সুচতুর সুণিপুণ সুক্ষ্মতার কারি-গিরি। এ বিরোধ অনন্ত, বিচিত্রতা অদ্ভূত, বিভিন্না প্রকৃতির বৈচিত্রময়ীরূপ হেরে মন প্রাণ স্তব্ধ—। নিজেরে হেরে নিজেই চম্‌কে উঠে—নিজের খেলায় নিজেই বিহ্বল হয়ে যাই? কিন্তু কেন? কেমনে? কোথা হতে আসে সব—কোথা চলে যায়, কেবা এত বিরোধ ঘটায়, বুদ্ধি না জুয়ায়—যাই পুনঃ তত্ত্বানুসন্ধানে।

প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ—বংশীধ্বনি করিতে করিতে আগমণ

ইচ্ছাময়! লীলাময়! আমি—
সনক সনন্দ আদি মুণি ঋষি দেবগণ—
সবে রহস্য বুঝিতে নারে!
নাগর শেখর কৃষ্ণ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি—

কহে সবে গোলক বিহারী ! জানে না—
"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম সূত্রে মণিগনাইব"।
দেবলোক, সত্যলোক ঊর্দ্ধঃ অধঃ
সর্ব্বলোক ব্যাপী খেলিছে অনন্তকাল—
কল্পনায় প্রকট বিহার - ইচ্ছায় আমার।
মায়াধীশ ! মায়ারে ক'রে সে আশ্রয়
করে মর্ত্তে মর্ত্তবাসী জন সনে
মমতার বিপুল বিলাস—
ঐশ্বর্য্যের মাধুর্য্যের অদ্ভূত প্রকাশ।
লীলা মোর নিত্য বর্ত্তমান
ভার হরণ—সামান্য কারণ—
যে কালে যেমন,
স্বাভাবিক বোধে আমি হই সে তেমন
আমি আছি নিত্য—নিত্যই রহিব।

দূরে অন্যমনে রাধা গানে ও ভাবে বিভোর

আপন ভোলা পথের মাঝে,
ভাস্‌তেছিলাম কি যে খোজে,
প্রবল বায়ুর ভরে।

চম্‌কি চকিৎ উঠল ফুটি
ফুট্‌ল হৃদয় কমল টুটি,
ছুটল রে আজ ছুট্‌ল রে।
লুটল হৃদয় লুট্‌ল রে॥

আজ পরাণের বিলিয়ে দেওয়া,
প্রাণের অধীর ভাবের খেয়া,
ঐ (তার) হাসি সুধাধারে,
(তায়) অজানা এক কি সে পরশ,
এলো আমার প্রাণে কত হরষ,
প্রাণের তাবে তারে।
ওগো আমার হৃদয় ফাঁকে
বিঁধলো প্রাণের আঁকে যাঁকে
প্রিয়ার পরশ শরে
ছিন্ন হ'ল সকল গ্রন্থি পুলক মাঝারে
হলেম আমি পূর্ণ-তন্ত্রি অমিয় মধুরে ॥

চমকিত হইয়া রাধা ও কৃষ্ণের মিলন ও উভয়ের কথোপকথন

কৃষ্ণ। শতদল বাসিনী মঞ্জুর সিঞ্চন
আঁখিছল মিলে পল জুড়ায় জীবন।
রাধা। বহুক অমৃত পীযুষ পুরিত সিন্ধু উথলি উজানে গো !
কৃষ্ণ। তব হৃদয় যমুনা সলিলে গো।
রাধা। অমৃত সিঞ্চিত বিপীন বিহারী।
কৃষ্ণ। তব সাথে মোর আজি কেলীগো। (পলায়ন)
রাধা। কোন দিকে লুকালে সখা—ঐ ঐ দূরে।

পুনরাবির্ভাব দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের গান

কৃষ্ণ। (রাধার প্রতি)—
যাবো ওগো নবীন প্রাতে তরুণ কিরণ আলোর সাথে
হাওয়ায় মাতা হওয়ার আগে ফুটব ফুলের পাতে ॥

বদ্ধ-মুকুল পাপড়ি বউল রইতে আপন ঘরে।
সন্ধ্যা সকাল দিনে দিনে চাইব বাহির পরে॥
ফোটা যখন হবে না তখন কুন্দ কুটীল হারে।
চম্‌কে দেবো ভেল্‌কি খেলে পরান কেমন করে॥
এই দিনেতে বাতাস এসে কয়ে গেল কাণে।
সময় এবার এলরে তোর দুয়ারে কর হাণে॥

রাধা। (কৃষ্ণের প্রতি)—
লুকিয়ে রইলে ভবের বাহির সুধাস্বর্গ ছানি।
বাহির কখন হবেরে মন পূরবে সকল বাণী॥
ভাব ভাসা ভাসিয়ে নূতন খেলবে প্রাণের ধ্বনি।
ধ্বনি ধাক্কা লয়ে ঝঙ্কারেতে ঝর্‌বে পরশমনি॥
সেই পরশে সুধার আশে দেখব জগৎ ত্রাসে ভাসে।
সবে আস্‌বে ছুটে কেঁদে হেসে।
গলবে পরাণ খানি॥

উভয়ের প্রস্থান

পর্ব্বত শিখরে উর্ব্বশীর গীত—(বীণাযোগে)

অজানা বেদনা সুরের লহর
থেকে থেকে ভুবন ব্যেপে
ওঠে ঝেঁপে কেঁপে কেঁপে।
মর্ম্মরিয়া আজি তানে, নূতন প্রাণে
তরুণ অরুণ শিশির সিঞ্চিত
অলিকুল গুঞ্জিত, গুঞ্জর গানে
নব নব প্রাণ এলো প্রাণে॥
যে বাঁশী সৃজিল, সে বাঁশী বাজিল

পূর্ণ ভাব রস ভাসি উন্মনে
স্রোতে ছুটীল ভারতী পানে
নব নব প্রাণ এল প্রাণে ॥
গানে তানে সুদিনে নবীনে
নব নব প্রাণ এলো প্রাণে ॥
পর্ব্বত পাদ দেশে

কিন্নরগণ। কাজ্ কিলো সই বাস্‌না ভাল
ভাবনা কিসের আর।
পরাণ ধরা সয়না নে আর
মোরা মরি লাজে ও কার!
মারামারি ফাটাফাটি কেনরে সব আজ কাটাকাটি
চৌদিকেতে লাটালাটি দেখনা জগৎ ছার
মনের মত আছিস্ তোরা
আয়না সোহাগ ভার
তোদের গলে দিব হার।

কিন্নরীগণ। তোদের গলে যে বাঁধা তার
ও কিসের শিকল কার
কে পরাল! কে বাঁধিল
উড়ো ফাঁদে কে ধরিল,
কুকুর শেয়াল কে বনাল
ওরে ও তোরা কাদের
পায়ের তলার সার ॥
অপমানে প্রাণ লুকান
ছি! ছি! মোরা—লাজেই মরি

তোদের মুখ দেখান ভার;
কস্‌নে কথা আর ॥

কিন্নর ও কিন্নরীগণের প্রস্থান।

পর্ব্বতশিখরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে
হর গৌরীর কথোপকথন

হর। মর্ত্ত হতে উচ্ছ্বসি আসিছে ভাসি
তুমুল নিনাদ মহাঘোর কোলাহল,
দেবী, বিভব প্রলয়—!
কাল আসি গ্রাসিছে তাঁহারে
যোগ মগ্ন কালে হেরিলাম যবে
হা হা রব বিকট চিৎকার
খর তর তরবার ঝণ ঝণ খেলে অনিবার
দিক দিশা ধূমে ধূমাকার।
লণ্ড ভণ্ড সব ছারখার
রাজা!—অত্যাচারী, শোষক, বিলাসী! স্বার্থান্ধ!
দুর্ভিক্ষে প্রপীড়ীত দেশ
জলস্রোতে ভেসে যায় কোটী প্রাণ
ফিরে না তাকায়!—না করে উপায়
কি বিধান দেবী!

গৌরী। ভক্ত সবে হেরেছ কি দেব দিগম্বর
সবে কেমনে কাটাইছে কাল—
পাপে পূর্ণ, ভক্তি শূন্য হেরে ত্রিভুবন,—
ছাড়ি রাজ্য ধন,

শান্তি তরে মাগিছে আশ্বাস প্রিয় শিষ্য মোর
বহু আছে অনশনে জাগরণে—
দেব মূর্ত্তি গড়ি নদীকূলে নির্জ্জন প্রান্তরে
দিবা রাতি সাধনে মগন।
গঙ্গাজল বিল্বদলে পূজারতি ভারে
পূজিছে আমারে সদা প্রেম ভক্তি ভরে
বিশ্বের কল্যাণ কারণে
দেখে প্রাণ ফাটে—
ভক্তের আর্ত্তনাদ বাজিছে অন্তরে !
চল যাই দেখা দিই গিয়া
তারা পূজিছে একান্ত প্রাণে।

অন্তর্ধ্যান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন প্রান্তে নর্ম্মদা তীর সংলগ্ন কালী মন্দির

স্তব

হর হর শঙ্কর শশাঙ্ক শেখর
ভব ভয় হর হর
পিনাক বাজে শিঙ্গা ডমরু ড্রিমিকি ড্রিমা
তাথিয়া তাথিয়া ভোলা নাচে

তাদৃক তাদৃক থৈয়া তা তা থৈয়া
তাতা থৈয়া ভোলা নাচে
রজত ভূধর প্রেম কলেবর
ফণী বিভূষিত ত্রিনয়নে
জাহ্নবী কল কল জটাজালে
ভোলা নাচে ভাবে প্রেমে ঢলে।

মাধবানন্দ। যাগ, যজ্ঞ, হোম, জপ, তপ, সব সাধনাই কি বিফল যাবে মা। রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হলেম, প্রাণ ঢেলে একমন করে কতকাল ধরে তোর সাধনা করলাম্—কিন্তু কৈ? করুণা কতদিনে হবে মা? দেশ যে একেবারে ডুবে গেল—অবিচার অত্যাচার আর সহ্য হয় না—অশান্তি! যে দিকে তাকাই অশান্তি—দেশকে বাঁচা মা, রক্ষা কর মা। আজ তোর ছেলেরা পূর্ণ যৌবনেও লেশমাত্র ভোগের স্পর্শ নেয় না, অবিবাহিত জীবনে অত্যাচারী রাজার সকল অবিচার, সকল অনাচার, অসহনীয় পাশবিক পীড়ন নতমুখে সহ্য করছে, কারারুদ্ধ হয়ে সুন্দর সুঠাম দেব দেহকে অনশনে জাগরণে পুড়িয়ে পুড়িয়ে তোর পূজায় উৎসর্গ কর্‌ছে—দেহের শোণিত ধারায় তোর শুষ্ক ধূলিকে রক্ত ছটায় ফেণিয়ে তুলছে, কি নিষ্ঠুর নির্ম্মম তুই—পাষাণী! আজ মাসাবধি উপবাসে, রাত্রি জাগরণে সন্ধী খসে আসে, রক্ত বিন্দু বিন্দু করে তোর লহ লহ জিহ্বায় তুলে দিয়েছি—প্রাণটুকু আছে তাও দেব দেখি তুই কত বড় পাষাণী।

ধূ ধূ জ্বলিছে ঐ অগ্নিকুণ্ড ঐ হোমকুণ্ডে দিব জলাঞ্জলী জ্বালাময় এ জীবন। দেশের কি করলাম্—ভায়েরা কাঁদে, বোনেরা ছিন্ন নগ্ন বস্ত্রে ধূলায় লুটাপুটী খায়, দেশের গ্রামের লোকের পেটে অন্ন নাই, চাষারা দুর্ভিক্ষে শুকিয়ে মরছে। রাজা ধানের ক্ষেত লুট করে একেবারে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছে—আগ্নেয় অস্ত্রে প্রতিকারীদের মৃত্যুর করাল বদনে

মুহূর্ত্তে পাঠিয়ে দিচ্ছে। অত্যাচারী শোষক রাজা সব শোষণ করে নিয়ে গেল নিজের ভোগ বিলাস মিটাবে বলে। না-না কেউ নেই, আজ প্রজাকে রক্ষা করে এমন কেউ নেই—ভগবান নেই—সব মিথ্যা। যাক সব গিয়েছে যখন আমি আর কেন—জগতের ইতিহাসে যে জাতি অক্ষুণ্ণ গৌরবে নিজ বিজয় পতাকা শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে উড়িয়ে এসেছিল, তার ম্লান ছবি—তার শুষ্ক ক্ষণ ভঙ্গুর ধূলীশয্যা—প্রাণে আর সহ্য হয় না—উপায়ও দেখি না, সত্য সত্য যদি দেশের আপনার বলতে কেউ থাকে দেখতে চাই সে কে? যে দেশ যুগ যুগান্তর ধরে ভগবানের বাণী, আত্মার কাহিনী, ধর্ম্মের সত্য উপলব্ধি করে জগতে প্রচার করে গেছে সে দেশের সে মণিষীগণ, সে দেবগণ, সে আত্মারামগণ, সেই মহাত্যাগী জ্যোতীর্ম্ময় দিব্য দেহধারী মহাপ্রাণ মহামুণীগণ আজ কোথায় তারা তাদের সুজলা সুফলা মাতৃভূমি যে আজ পদ দলিত,লাঞ্ছিত, পর হস্তগত, প্রপীড়িত, লুণ্ঠিত—কোথা তারা।

যশীমাতা। সবে করি আবাহণ
রক্ষা কর প্রজার জীবন—
প্রাণ কাঁদে অহরহঃ
কোথা তারা কোথা তারা
মুহূর্ত্তে লয় সৃষ্টি করিত যাহারা।
ভারতের উজ্জলমণি মহামুণিগণ
করি আবাহণ—! কোথা দুর্ব্বাসা ঋষি
দম্ভে যার কাঁপিত ইন্দ্রপুরী
ছার মোরা! হারা ধন কেমনে
পাইব ফিরে—কেমনে আঁকিয়া দিব
ভারত ললাটে উজ্জ্বল সিমন্তের

সিঁন্দুর রেখা। হেন বৈধব্য দশা

কে ঘটাল তার

শক্তি হারা—তারা শক্তিময়ী

ঘুচা মা দেশের কালীমা।

গীত

প্রাণের পূজা হ'ল সারা হ'ল সারা

এল কারা ওরা কারা

দীপ জ্বালা কে ও প্রাণ আলা

মরি মরি সুখময় হেরী (একি হেরি)

অনিল আনিছে সুধা ধারা

পিক কুহু কুহু কুজন সারা

ঐ এল তারা প্রাণ হারা

আঁখি তারা ওরা কারা ॥

হর গৌরির আবির্ভাব

দৈববাণী—

আছি মোরা বিশ্বের নিধান

বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বভর্ত্তা বিশ্ব বিমোহন

ভয় নাই আসিয়াছে কাল

শীঘ্রই পাইবে প্রকাশ

তব বাৎসল্যে দিব্য জন্ম লভি

দুষ্টেরে দমিব আমি শিষ্টেরে পালিব

অধর্ম্ম উচ্ছেদি ধর্ম্ম স্থাপন করিব।   [অন্তর্দ্ধান]

যশীমাতা। কৈ! কৈ! কোথায় গেল?

মাধবানন্দ। কি হেরিলাম! কি শুনিলাম

শুনিয়াছি লক্ষ্মী মোর হৃদয় বান্ধব।

কিবা সে সাক্ষাৎ প্রেমধন দ্যুতি বিশ্ব মূর্তিমান

ইষ্ট হেরি জুড়ায় নয়ন।

যশীমাতা। কিবা সে মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিনী

পুলকিছে অন্তর আমার

ভাল কিছু লাগে না মোর পুনঃ পাই দরশন

প্রাণ মোর হতেছে ব্যাকুল

তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি

কিবা সুধা দিয়ে গড়া তনু

কেমনে পাইব বল সে প্রাণারাম প্রাণেশে।

গীত

সুদূরের পার হতে আসে ঐ আসে ঐ

মন্দ মলয় পবনে আসে ঐ

মৃদু মন্দ মধু ধ্বনি আধ আধ প্রেম বাণী

প্রেমময় তুমি এস, প্রিয়তম প্রাণেশ

তৃতীয় দৃশ্য

নর্ম্মদা তীর—কালী মন্দির

(পূর্ব্ব ঘটনার দশ বৎসরের পরে)

যশীমাতা। বনের মাঝে কি জানি কখন কি হয়। অনেকক্ষণ গিয়েছে বাছা—প্রাণটা যে অস্থির হয়ে উঠেছে! এখনও এল না কেন? তুমি কাকেও খোজ করতে পাঠাও!

মাধবানন্দ। অত অধীর হও না সঙ্গে সখারা আছে সে নিশ্চয়ই এখনি এল বলে।

গীত (কীর্ত্তন সুর)

যশীমাতা। একবার নাচিয়ে নাচিয়ে আমার আয়রে নীলমণি
পা খানি নাচাইয়া নুপুর বাজাইয়া মায়ের কোলেতে আয় মণি
আমার অঞ্চল নিধি হৃদয় রতন হেরি না কেন?
আমার দুলালিয়া আয় আয় (দুলালচাঁদ)
আমার নয়নমণি আমি লুকায়ে থোব
(নীলমণি) আমার হিয়ার মাঝে লুকায়ে থোব
অন্তরের অন্তর ধনে আমি প্রাণের মাঝে লুকায়ে রাখি
বাপ আয় তুই বিনে যে রইতে নারি
(সকল দিক আধার দেখি তুই বিনে যে রইতে নারি)

কৃষ্ণচন্দ্র। কাঁদ্‌ছ কেন মা? (কোলে উত্থান)

যশীমাতা। গগনের চাঁদ হ'তে কোটী সুশীতল
সুধা দিয়ে গড়া তনু প্রেম রতন ধন
মুহূর্ত্তে মিশে যায় অন্তরে অন্তর, আনন্দে বিলয়।

ক্ষণকাল নাহি হেরে মোর নীলমনি নয়ন তারায়

দ্যুলোক ভুলোক ব্যাপি ঘেরিল আধার

অশ্রু ধারার প্রাণহীন সম অন্তর ধুলায় লুটায়।

কৃষ্ণচন্দ্র। মা! এখন নিধি পেয়েছ ত মা তবে চুপ কর।

যশীমাতা। আমায় ছেড়ে দূরদেশে কেমনে যাস্ আমার নীলমণি

কৃষ্ণচন্দ্র। দূরদেশে যাই নাই মা

সখাসনে বনভূমে ভোজনেতে ছিনু

হেন কালে মায়ের ক্রন্দন পশিল অন্তরে

সখাগণের প্রবেশ

সখাগণ। ঐ যে ঐ যে এইখানেই এসেছে—তবু ভাল। হঠাৎ দে ছুট, আমরা ত আর ভেবে বাঁচিনে যাই মার কাছে বলিতে হয়েছে (অগ্রসর হইয়া) দেখ মা তোমার ছেলে আজকের বন ভোজন সময় কি ভাবে পালাল বুঝি না মা! দূরে নুপুরের ধ্বনি শুনে যাই চমক ভাঙ্গল দেখি সখা নেই। ওমা ও কি যাদু জানে—ওকে নিয়ে শেষ আমরা বিপদে পড়ব মা! আমরা আর ওকে সঙ্গে করে খেলতে নিয়ে যাব না শেষ কোনদিন কোথায় চলে যাবে আমাদের দোষ হবে। ভাগিস্ আজ এখানেই এসেছে নইলে কি হত মা!

২য় সখা। তোমার ছেলের সঙ্গে খেলা করে খুব আনন্দ পাই, কিন্তু বড় ভয় হয় শেষ কি প্রাণ হারাব, থাকে থাকে কোথায় চলে যায়—বনে যায় বাঘের মুখে যায়, সাপের মুখে যায় আমরা ত খালি কেঁদে মরি।

যশীমাতা। এঁ! তোরা কি বলছিস্ এতদিন ত কৈ বলিস্ নি!

৩য় সখা। সে কি বলব মা একদিন একটা পাহাড়ের মত দেখতে, ভেটা ভেটা গোল বড় বড় চোখ, জোট পাকান খোচা খোচা কাটার মত মস্ত মস্ত চুল, বিকট দণ্ড এক রাক্ষস হাঁ করে আমাদের খেতে এসেছিল

সখা কি ভেলকি বাজী খেলে দিলে, সে একেবারে ধবাস করে পড়ে মরে গেল।

যশীমাতা। এাঁ! সে কি করে!

৪র্থ সখা। হ্যাঁ মা! শুধু কি তাই—আবার আমাদের কত রকমের ভয় দেখায় দেখে প্রাণ আত্‌কে উঠে। আবার হাস্‌তে থাকে, ও কোন দেবতা টেব্‌তা হবে—আচ্ছা মা—

যশীমাতা। (মাধবানন্দকে) হ্যাঁ গো এরা কি বল্‌ছে আমার ছেলেকে ভুতে টুতে পাইনি ত?

মাধবানন্দ। কি বল্‌ছ তুমি? জেনে শুনে তুমি অমন ধারা কেন বল্‌ছ।

যশীমাতা। না না আমার ছেলের কোনও অমঙ্গল না হয় তাই তাই—

মাধবানন্দ। সে না না'তুমি স্থির জেনো সে স্বয়ং ভগবান তার কিছুরই আবশ্যক লাগে না।

সখাগণ। মা এখন তবে আমরা খেলতে যাই সখাকে ছেড়ে দাওনা!

গীত

দাও গো দাও কালায় মোদের খেলি গিয়ে বনে
বনের রাখাল থাকি বনে, খেলি শুধু হরির সনে
চরাই ধেনু বাজাই বেনু, তরুর তলে সাজাই কানু
লতা পাতায় বেড়ে মালা, দোল দোলায়ে সাজায়ে দোলা
কত রকম মজার খেলা, মাখন চোরের লীলা পালা
কদম তলা করে আলা, ত্রিভঙ্গ ঠামে দাড়ায় কালা
ভুলতে নারি, কালায় ছাড়ি, কেমনে যাই বনে।

যশীমাতা—কীর্ত্তণ গীত

আমার শপথি লাগে, না যাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নিলমণি।

নিকটে রাখিহ ধেনু, পুরিহ মোহণ বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বালাই ধাইবে আগে, আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে যাইও, সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥
থাকিও তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়—।
ক্ষুধা পেলে চেয়ে খাইও, পথ পানে চেয়ে যাইও
ত্রিণাঙ্কুর না ফোটয়ে পায় ॥

বিলম্ব ক'রনা শীঘ্র এস

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রাজস্থান

পূর্ব্ব ঘটনার বার বৎসরে পরে ঘটনা

সুভাষচন্দ্র। বাবা এইবার আমি যুদ্ধে অগ্রসর হই।

বিজয় সিংহ। তৃতীয় দিবস সমানে সংগ্রাম চলে, জয়ের আশা খুবই কম। নূতন শক্তি কেহই সহায় হোল না বিপুল সৈন্য ও অস্ত্র শস্ত্রের আবশ্যক অপর মিত্র রাজ্যের সহায়তা পাব আশা ছিল কিন্তু সে আশা নিষ্ফল হয়েছে এখন আর কাকেও দেখছি না, বহু রাজ রাজেশ্বরদের সহায়তা পত্র

পাঠালুম। সবেই ভারতের স্বাধীন রাজা, কিন্তু ভীরু, কাপুরুষ, স্বার্থান্ধ, ভোগ প্র প। নাই ধর্ম্ম—তাই বিশেষ যুক্তি যুক্ত মনে করি না, আর ফলও হবে না।

সুভাষচন্দ্র। বাবা! আপনি অত চিন্তান্বিত হবেন না। এ পুত্র যতক্ষণ জীবিত আছে, শত্রুপক্ষের মহা অস্ত্র বিদ্যাবিশারদও এ রাজ্যের কিছুই হরণ করতে পারবে না; তবে যে দূরবর্ত্তী দেশগুলো লুটপাট করে শুষে খাচ্ছে—তাদের উপর অধর্ম্ম নীতি পোষণ করে পাশবিকতার পরিচয় দিচ্ছে, তার প্রতিশোধ তাদের নিতেই হবে।

দূতের প্রবেশ

সুভাষচন্দ্র। কি সংবাদ?

দূত। বিপুল সৈন্য যুদ্ধের সহায়তায় বিপক্ষের দলে ছুটে আসছে, সৈন্য-গণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হবার উপক্রম করছিল, সেনাপতির উত্তেজনায় সবে প্রাণের মত্ততায় যুদ্ধ করছে; কিন্তু জয়লাভ করতে হ'লে আরো কিছুর প্রয়োজন।

বিজয়সিংহ। নূতন সৈন্য বুহের ভিতর কালাপাহাড় কি মানসিংহ কাকেও কি দেখলেন?

দূত। আজ্ঞা হ্যাঁ, কালাপাহাড়, মানসিংহ এবং বহু হিন্দু ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাবলম্বী সৈনিক সেনাপতিও দেখলাম। কালাপাহাড় ও মানসিংহের নেতৃত্বে আস্‌ছে।

বিজয়সিংহ। হ্যাঁ দেখছি এবার জয়লাভ না করে আর তারা ফিরবে না, এই রকম আশা করে ও বল নিয়ে বেরিয়েছে। সুভাষ তুমি পরে যেও, এখনই যুদ্ধে যাওয়া আমার বিশেষ প্রয়োজন, বয়সে বৃদ্ধি হয়েছি বটে কিন্তু বার্দ্ধক্যের এই শিথিল দেহেতে প্রাণের ভিতর শিরা স্পন্দিত

হচ্ছে—অত্যাচারী শোষক রাজাকে বিনাশ কর্‌তে ধমনীতে ধমনীতে শোনিত ধারা তীব্রবেগে প্রবাহিত হচ্ছে—নিঃশ্বাসে গ্রাসিব, হুঙ্কারে কম্পিত হবে; নয়ন থেকে প্রখর বহ্নি ঠিক্‌রে বেরিয়ে সব ঝল্‌সে পুড়িয়ে দাও পুড়িয়ে দাও, অধর্ম্মের জয় হবে!

সুভাষ। বাবা বাবা, আপনি অধীর হচ্ছেন কেন? আপনি শান্ত হন। আপনি দুই পা অগ্রসর হতে না হতে রোষে ক্ষোভে নিজেকে ঠিক রাখ্‌তে পারছেন না। আপনি বাবা সুস্থ হন। (দেবপালের প্রতি) দেবপাল যাও ব্যূহ রচনা করে অবশিষ্ট সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখ। ক্ষণকালে মিলিব তথায়।

বিজয়সিংহ। স্নেহ ভালবাসায়, মোহে—কর্ত্তব্য ভোলা রাজস্থানের বৃদ্ধ মস্তিস্কের তাও কি হয়?

যাও যাও সুভাষ শীঘ্র যাও
অবশিষ্ট সেনা লয়ে হও অগ্রসর।
তোমারে হেরিলে সবে
প্রাণে বল ফিরে পাবে।
উন্মুক্ত কৃপাণে উত্তেজিত কর গিয়া
সৈন্যদল বলে—
বিলম্বে অনর্থ ঘটিতে পারে;
বীর চূড়ামণি! রাখ কীর্ত্তি
বংশের গৌরব—লহ অস্ত্র ধনুর্দ্ধর (অস্ত্র প্রদান)
নিজ হস্তে উচ্ছেদিবে সমূলে কণ্টক
সম্মুখ সমরে আজি হোক তব জয়
লহ আশীর্ব্বাদ।
আর দেবপাল তুমিও যাও।

দেবপাল। (যাইতে যাইতে স্বগত)

ধ্বংসিব সে অত্যাচারী রাজা—
বিনাশিব শত্রু সমূলে—
গ্রাসিব রাজ সিংহাসন—
কে রোধে দেখিব সমরে।
নিত্য চিরন্তন—রাজ্য সনাতন
ফিরাতে করিনু প্রাণপণ—
সে কার্য্য করিব সাধন,
মন্ত্রের সাধন না হয় শরীর পতন।
সত্য! প্রভু পেয়েছিনু বটে—
শুভ্র শিশির সিক্ত—ললাটে গরিমা দিপ্ত
অভিনব ভাবযুক্ত, ধূর্জ্জটী অসিরিক্ত
পলকে অনল তপ্ত, অসুর তাড়নে ক্ষিপ্ত
জ্বলে বদন মণ্ডল,
গণ্ড আরক্তিম! গভীর ও গম্ভীর।
মনে হয়—
দিব্য লোক হ'তে আসি
হয়েছে উদয়—বিধির বিধানে।
পেয়ে হেন প্রভু—হয়ে ক্ষত্রবীর
পারিব না সাধিতে সে কার্য্য প্রভুর—
প্রাণপণ করিনু আপন।

(প্রস্থান)

সুভাষ। (উন্মুক্ত কৃপাণ উর্দ্ধে ধারণ করিয়া)

জ্বলে বুক দেখি এই অহিংস আচার

উঃ! কি পাশবিক দুর্ব্ব্যবহার!
অসহনীয় পীড়ন।
স্বার্থতরে হানে প্রজাগণে।
ধর্ম্মরাজ্য শান্তির আলয়ে
অধর্ম্ম কণ্টক চাহে করিতে রোপণ।
চণ্ডনীতি পোষণে করে শোষণ
অনাচার বিপ্লবে সনাতন ধর্ম্মে দেয় বলি।
অহঙ্কারোন্মত্ত উদ্ধত রাজা—
তুমি চাও প্রজার রক্তে
নিবাইতে নিজ তীব্র ভোগের পিপাসা—
স্বার্থান্ধ! নির্ম্মম!—
রাজার আসন ক'রে অধিকার
চাও প্রজারে করিতে শোষণ—
কর প্রজা উৎপীড়ন—
পরিশ্রান্ত কর্ম্ম ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত্ত কৃষক
চায় যদি পিপাসার বারি
দাও তারে হলাহল—
একি পূর্ণ অধর্ম্ম!—
দেব দেব দেবাদি দেব! মহাদেব!—
বল্ দাও অন্তরে আমার
বিরাজ করগো মাগো ভৈরবী করালী
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে নৃত্য করি ফিরি ফিরি
খড়্গ হস্তে খড়্গপাণি!—
ছুটে ছুটে চল মাগো মোর সাথে সাথে

সন্তান! তোমার যেতেছে সমরে—ঐ—ঐ—
অট্ট অট্ট হাসিনী, ছুটিছে ঐ করালিনী
পদভরে কাঁপে মেদিনী, ভৈরব রব ভেদিনী
করালবদনী গর্ব্বিনী, তড়িৎ চকিৎ চাহনি
মাতঙ্গিনী ধেই ধেই ঐ উলঙ্গিনী
নাচিছে রণ রঙ্গিনী। (ছুটিয়া যাইতে উদ্যত)

(সম্মুখে বিমলার প্রবেশ—হস্ত ধারণ)

বিমলা। তুমি অমন ক'রে কোথায় ছুটেছ—একবারে ক্ষেপে গেছ যে, একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়।

সুভাষ। তুমি! তুমি!—তাই ত এতটা—তাত হবারই কথা।
শুনেছ প্রিয়ে! রাজ্য যায় বুঝি এবার।
দুর্ব্বল মুষ্টিমেয় সেনা মোদের —
সাধিয়া প্রতিবাদ, উপেক্ষিয়া অধীনতা
ধর্ম্মে আদর্শে রাজ্য করিতে স্থাপনা
বড় সাধ ছিল মোর—
বুঝি ভেসে যায়, উৎসাহ ভেঙ্গে আসে
প্রাণ নিভে যায়—মৈত্র রাজ
সৈন্য দল বল সবে, কেহ বন্দী—হত!
পরাজিত সবে রাজ কারাগারে।
ভাবিবার সময় নাই—
আসি তবে লইনু বিদায়।
আমিও যেতেছি পাছে

বিমলা। দাড়াও—আচ্ছা যাও

বীর্য্যবান পিতা মোর,
স্বামী মোর বীর চূড়ামণি
বীর বালা আমি বীরের রমণী
রাজস্থান করিতে উজ্জ্বল
ক্ষত্রিয় শোণিত শিরায় শিরায়
বহে ক্ষরধারে—উদ্দাম নৃত্যে
যুদ্ধ চাহে বারে বারে—
তাই হয়ে সব সঙ্গিনী
রক্ত কলেবরে ভেদিব মেদিনী
নাচিব এলোকেশী রণরঙ্গিণী।
ঐ ঐ শোন—
বম বম বম ববম ববম বম
হুঙ্কারে ঝঙ্কারে পৃথ্বি
কাঁপে থরে থরে—
ভয় কিসের, আমি আছি—
সহযোগীনি অর্দ্ধাঙ্গিনী তব।
অভয় লইয়া তুমি হও অগ্রসর
অভিনব নব রাজ্য অচিরাৎ
মিলিবে তোমায় আমায়।

(সুভাষ ক্ষণেক চমকি প্রস্থান)

বিমলার সহচরীগণের প্রবেশ

সকলে সমস্বরে

এস এস ভাই এস এস বোন
সবে মিলি আজ করি প্রাণপণ

নিজের দেশের আগুণ নিবাতে
দিব্য ভাবের জ্ঞানের শিখাতে।
ঐ হের সবে নাচিছে অসুর
অহঙ্কারোন্মত্ত উদ্ধত ক্ষুধাতুর
আসিছে গ্রাসিছে মায়ের রতনে
জাগো মা জননী দানব দলনে।
দিয়া জলাঞ্জলী স্বার্থ অভিমান
বীরের সন্তান হও আগুয়ান
মদে মাতোয়ারা বীর বেশে নারী
উন্মত্ত উৎক্ষিপ্ত অসুর সংহারী।
হেরিব মা তোরে রণরঙ্গিণী
খল খল হাসি নাচিবি উলঙ্গিণী
রুধীরা সিক্তা ভীমা করালিণী
আদ্যাশক্তি কালী কুলকুণ্ডলিণী।

বিমলা। দাও দাও আমায় রণসাজে সাজিয়ে দাও।

সহচরী। এস আমরাও সবে রণসজ্জা করি।

পাগলিনী

জাগ রাম রামিণী, বৃথা দিন যামিনী
কি যে ঘুম ঘোরে, কাটালি বিভোরে
দেখেও যে তা দেখনি।
আঁখি ফাঁকি আর, দিয়ে বার বার
ইন্দ্রিয় সম্ভার, রূপ অহঙ্কার
কি হবে কার?

দেশ ডুবে গেল, টেনে তারে তোল
তার সাথে তব ঘরণী, তোমার পারের তরণী।
যেদিন হতে অবহেলে, মোহমত্ত খেলাছলে
আপনা তুই পাশরিলি, সকল সেদিন হারালি।
তিলে তিলে আজ পলে পলে, বহুদিনের এই পতনের ফলে
মায়ের সম্মান আজি পদতলে
তোরাই মায়েরে ভাসালি
সকলের মাঝে হীন করে তারে হাসির লহর ছুটালি
লক্ষ্মী মায়েরে ছিন্ন বস্ত্রে ধূলায় রক্তে লুটালি।
কোথা ঘুরে মর, কার পায়ে ধর
নিজে হারা যারা, কোথা যাবে তারা
জ্বালাময় পরপার।

পঞ্চম দৃশ্য

(নদীতীর সংলগ্ন কালী মন্দির)

কৃষ্ণচন্দ্রের সখাগণ সবে গৈরিক বেশধারী। মঙ্গলারতি হতেছে—ভক্তগণ সুযন্ত্রে মিশায়ে স্তব করিতেছে।

খণ্ডন ভব বন্ধন জগ বন্দন বন্দি তোমায়
নিরঞ্জন নর রূপ ধর নির্গুণ গুণময়।
নমো নমো প্রভু বাক্য মনাতীত, মন বচনৈকাধার
জ্যোতির জ্যোতি তম হৃদি কন্দর, তুমি তমঃ গুণ ভঞ্জন হার।
[illegible] নভ মৃদঙ্গ

গাইছে ছন্দ ভকত বৃন্দ আরতি তোমার
জয় জয় আরতি তোমার—শিব শিব আরতি তোমার
হর হর আরতি তোমার।

জ্ঞানানন্দ। অনাচার, পাশবিক ব্যবহার, রাজার এবার
শুনেছ কি বার্ত্তা বন্ধুবর !
রাজ্য ছারখার, শান্তি নাই মানব মনে
দিবা নিশি জীবকুল করে হাহাকার
হতাশার আশা সম—কার আশে
চেয়ে আছে পথ—
দেবতার আশীষ মাগি চাহে ঊর্দ্ধপানে।
মোরা দেব সম সুখে দেবতারে লয়ে
কাল করিতেছি ক্ষেপণ—প্রাণ নাই মোদের।
প্রাণ সম ভ্রাতাগণ !
শান্তি কোথা ! শান্তি কোথা !
ছুটাছুটী উন্মাদ লক্ষণ—
দীপ্ত হলানল জ্বলে চারিধারে
অশান্তির প্রবল বহ্নি !
শোষিতেছে হৃদয় সবার
দগ্ধ ! পরিতপ্ত সবে
এসো যাই—পিপাসার্ত্ত, তৃষ্ণাতুরা
ভ্রাতৃদলে দিয়া দরশন—মরুভূমে
শীতল বারিধি বর্ষে করিগে সিঞ্চন।

কৃষ্ণ আগমন পথে—আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলসিছে

কৃষ্ণচন্দ্র। বিজলি চমকে ঝলকে ঝলকে

ভাঙ্গ ঘুম ভাঙ্গ নেশা পলকে পলকে
অপরূপ রূপ তার আধারে আলোকে
ঘন ঘন দোলায় দ্যুলোকে ভূলোকে।
আসিছে দেখা যায় সঘন মেঘভার
ঘন ঘোর ঘটা তার তিমির আঁধার
পথ নাহি দেখা যায় সে কুটীর দ্বার
কালা শুধু আছে ঢেকে এপার ওপার।
ক্ষণে ক্ষণে খল খল হাসে বিজলী
দেখি প্রাণ ত্রাসে কাঁপে কে এল ছলি—
ঝল মল বিভা তার, যেন অপরূপ রূপ যার
একি নেহারী!
আধারে আলো শুধু আছে তোমারি।

জ্ঞানানন্দ। এই যে আমাদের সখা আস্‌ছে। আমাদের সখা যেন কেমন তর! কি বলেন শুনি আয়।

কৃষ্ণচন্দ্র। যাও সখাগণ দিকে দিকে অভয়বাণী প্রচার করগে— স্বাধীন উন্মুক্ত স্থানে স্থানে অজ্ঞানী মায়া আবরণে ঘোর অন্ধকারে নিয়তই যন্ত্রণায় মরে—সবে উদ্ধার সখাগণ

(পাগলিণীর প্রবেশ)

পাগলিনী—ভাঙ্গা ঘুম নেশার রাশি
জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বুকের মাঝে বাজায় বাঁশী
ঐ যে তরুণ মেলা
ভাসিয়ে দে তোর ভেলা।

আজ যে ওদের বাণ ডেকেছে
জীবনের বাঁধ ভেঙ্গেছে
সমর রণে সব মেতেছে
সাড়ায় সাড়া গড়া
উড়িয়ে স্বরাজ ধড়া।
শিবির পথে মরণ রথে
তোরন দ্বারের উজল পথে
ছায়ার মত একই সাথে
যাত্রা হোল সারা
ঐ যে ধ্রুব তারা।
এঁকা বেকা ঝিলিমিলি
ঝলমল করে কেলি
মরণ কাঁটায় হ'তে বলি
আজ প্রেমের শীকল পরা
পথ যে উজল করা।

(ছুটিয়া যাইতে যাইতে) যা যা তোরা শীগ্‌গির যা

(প্রস্থান)

কৃষ্ণচন্দ্র সখাগণের প্রতি—

শক্তি ধরে যে জানতে পারে সে
ও যে সে যে কে ?
নিজ নামরূপ, প্রকৃত স্বরূপ, হেরি অপরূপ।
কিন্তু একি ! চারিধারে—
আশে পাশে ঘরে, কি যে ! মায়াঘোরে
ভোগের তৃষা, কামের পিপাসা।

মানবের অন্ধ আশা !
মরিচিকা হেন, লুব্ধ ভ্রমর যেন
এ নেশা কেন ?

(বিজয়ানন্দের প্রবেশ)

বিজয়ানন্দ। শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আজ কিংজনের সৈন্যগণ আমার ভ্রাতাগণকে পথি মধ্যে হ'তে ধরে নিয়ে গেল। কেন ? জিজ্ঞাসা করে যে, তারেও ধরে।

যশীমাতা। ধরে ধরুক তবুও যাও—
সাথে লয়ে অন্নবস্ত্র ভারে
যেবা যাহা চায় কারেও করোনা বিমুখ,
অনশনে জাগরণে পথিপরে
লুণ্ঠিত ধুলায়—কিবা বৈশ্য, কিবা শূদ্রে
নীচ শ্রেণী পাপযোণীভূত
অবিচারে স্ত্রী, পুত্র, শিশু সব লয়ে
আন মোর স্থানে—কাণ্ডারি
শ্রীমধুসূদন দিবেন সবারে আশ্রয়
খুলে দেছেন কুবের ভাণ্ডার
ভাবের রাজ্যে কিছু অভাব না হয়।
জেনো সবে কর্ম্মই জীবন মোদের
নিষ্কাম কর্ম্মে হয় চিত্তের শুদ্ধতা
চিত্তের শুদ্ধতা ফলে প্রেমভক্তিলতা
অঙ্কুরিত মুকুলিত হইবে যবে
সে আনন্দ ত্রিভুবনে কভু না মিলিবে।

কৃষ্ণচন্দ্র। অনাশক্ত নিষ্কাম কর্ম্মবীর! বিলম্ব করোনা সবে যাও শীঘ্র মাতৃ আদেশ পালনে তৎপর হও।

(অন্য সকলের প্রস্থান)

কৃষ্ণ। মধুঃ বাতা রিতায়তে মধুঃ ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ

(দূরে অট্টালিকাপরি এক সুন্দরীকে হঠাৎ সন্দর্শন ও চমকিত হইয়া)

এলায়ে কুন্তল দাম শূন্য গগনতলে
অট্টালিকাপরি থাকি বামে হেলে
কে গো ঐ উষা রাণী—এমন ভোরের বেলা
মৃদু মনোহর হাসি কি করিছে খেলা।
কুসুম কোমলবান দিবাকর হাসিছে
ঢল ঢল আঁখি তারা তায় সুধা পিতেছে
পরান ভিতরে যে রয়েছে কিরণ
মহা কিরণ সনে তার হতেছে মিলন।
দুলে দুলে ক্ষণে ক্ষণে
চমকি চায় জ্যোতি পানে
পলকে পুলক হানে, প্রিয়া প্রিয় পরশনে
বিজুরী সুধাকত, হিয়া ভরি উগারত
অবস দেহভার, ধৈর্য্য না রহে আর
মুরছ পড়ল ঘুমে, মহাঘোর ঘন ঘুমে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যুদ্ধস্থল

দেবপাল। শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পারলাম না—উঃ শতধারায় রক্ত ফেটে বেরুচ্ছে। দুটো হাতের ১টী দিয়েছি, তবু প্রাণপণ যুদ্ধ করেছি। বুকে পিঠে ২৪।২৫ জায়গায় ক্ষত হয়ে ধারা বইছে, বড় দুর্ব্বল হয়ে গেছি তবু প্রাণ নেবেনি। শেষ ১টী পাও গেল, শুয়ে পড়লাম আর পারলাম না। আমি মৃত মনে করে তারা প্রভু সুভাষচন্দ্রকে আক্রমন করতে ছুটেছে এতক্ষণ কি হোচ্ছে কে জানে? ঐ ঐ কারা সব আসছে এ দিকে —গাছতলার দিকে সরে গিয়ে মরার মত পড়ে থাকি, নাহলে যে প্রাণটুকু আছে—তাও যাবে।

মানসিংহ। সুভাষকে পরাভূত করতে গিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়ে পড়েছিল। উঃ! মন্ত্রী কালাপাহাড় সাহস করে অগ্রসর হয়েছিলেন, এই রক্ষে—না হলে সব গিয়েছিল। এত বড় যোদ্ধাত আমার নজরে এই প্রথম। (পিছন হইতে দেবপাল বল্লভ নিক্ষেপ করন) (আঘাতে মানসিংহ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন) উঃ! কে আছ শীঘ্র এস—আমায় বধ করলে।

(কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ)

অ্যাঁ কোন শালা! আয়ত দেখি—এ ত সব শালাই মরা—তবে কে মারলে—না শালাদের সব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মার যদি কোন শালা জ্যান্ত

থাকে ত আবার আর কারো প্রাণ নেবে। ঐ—ঐ শালা নড়ছে না! মার—শালা আবি জান নিকলায়া? (দেবপালের মৃত্যু)

মানসিংহ। যাও একজন দূত সম্রাটের নিকট সংবাদ দাও যে মানসিংহ যুদ্ধে আহত। প্রধান মন্ত্রী ফ্লরিশন ও সৈন্যবলের আবশ্যক হয়েছে, নইলে জয়লাভ অসম্ভব। চল আমায় শিবিরে নিয়ে চল।

[প্রস্থান।

কালাপাহাড়। না! ছল কর্‌তে হ'ল—আর পারি না বিপুল সৈন্য ক্ষয়! কেবল পিছু হটে আস্‌ছি—মানসিংহকেও আর দেখ্‌ছি না—কোথায় গেল?

(দূতের প্রবেশ)

মানসিংহ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে শিবিরে শুশ্রূষায় গিয়েছেন—আমি সম্রাটের নিকট সংবাদ দিতে চল্লাম—প্রাইম মিন্‌ষ্টার ফ্লরিসনকে যুদ্ধে আসবার কথা বলতে।

কালাপাহাড়। আচ্ছা, যাও! (দূতের প্রস্থান)

(স্বগত) মুখ দেখাবার আর কিছুই রইল না, বীরত্ব প্রকাশ করেছিলাম, সব নিষ্ফল হল। সময় থাকতে সংবাদ পাঠালুম দেখি শেষ কি হয়। নিজের এ পরাভবে নিজেকে নিজে শেষ করে দিতে ইচ্ছা হয়। ঐ আবার সিংহের মত ছুটে আসছে না আর পারি না, পালাই—না পালাব না দেখি যতটা রুখে রাখতে পারি।

(সুভাষচন্দ্র ও কালাপাহাড়ের যুদ্ধ)

সুভাষচন্দ্র। এইবার শেষ—সমূলে নির্ম্মূল, যাও কোথা বন্ধুবর? স্বধর্ম্ম ত্যাজি পরধর্ম্ম আশ্রয়ে, বিধর্ম্মীর পদলেহণে এত হীন হয়েছ। সত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র উদ্যত করিতে শঙ্কা নাহি তোর প্রাণে—দেখি তুই কত বড় পামর। (অস্ত্রাঘাত)

কালাপাহাড়। উঃ অসহ্য ! (পলায়ণ)

সুভাষচন্দ্র। যা পালাল শেষ কর্‌তে পারলুম না। সব লুকাল কোথা—চারিদিক শূন্য, রণস্থল—শ্মশান হেরি— অন্বেষণ করি ঝোপে আশে পাশে গাছের আড়ালে দেখি কেহ আছে নাকি।

(গাছের আড়াল থেকে সৈনিকদের বল্লম নিক্ষেপ)

(সুভাষ ঢালের দ্বারা পাশ কাটিয়ে সৈনিকদের শিরচ্ছেদ করণ)

(এমন সময় গাছের উপর হইতে জাল নিক্ষেপ করণ ও সব সৈনিক মিলি একেবারে ঘাড়ের উপর পতন)

(উভয় দলের সৈনিকদের যুদ্ধের পর সুভাষচন্দ্রকে শৃঙ্গলাবদ্ধ করণ)

সুভাষচন্দ্র। ভীরু ! নিরবে নিঃশব্দে অজ্ঞাতে লুকায়ে অধর্ম্মে বাঁধিলে মোরে—

ফ্রিসন। গৌরবান্বিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক তারে অসম্মান করেছেন—তার প্রতিশোধ। আপনি ত অতি ক্ষুদ্র—কত মহা মহারথি যার সঙ্গে সন্ধীসূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারলে নিশ্চিন্ত মনে করেন ! আপনি জানেন কি কোন শক্তিতে আমরা শক্তিমান—বুদ্ধি কৌশল, চাতুরী—ধর্ম্মযুক্তিই বা কি, আর অনাচারই বা কি ! আমরা চাই সিদ্ধি—কার্যে সিদ্ধি লাভ। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমরা আমাদের উদ্ভাবিত কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করে থাকি। জানি না ধর্ম্ম—কিসের ? অনাচার, অবিচারের কথা বলছ—বিচার ! সে ত আমাদের নিজেদের হাতে গড়া—আইন-কানুন তা ত আমরাই সৃজন করি।

সুভাষচন্দ্র। আপনারা বিচারশীল—সূক্ষ্মবুদ্ধি পরায়ণ কিন্তু আপনাদের হৃদয় অতি নির্ম্মম এবং আপনারা স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত। পর দুঃখে হৃদয় যাদের বিগলিত হয় না তারা মানুষ কিসের—যে রাজা প্রজার সুখ শান্তির দিকে লক্ষ্য করে না তার রাজাসন অলঙ্কৃত করা—মহা বর্ব্বরতা !

ফ্রিসন। বাক্যাড়ম্বর, উপদেশামৃত বহু আছে; ওসব পুথিগত, পকেটস্থ করে রাখবার জিনিষ। এখন আপনি আমার বন্দী—নিঃশব্দে চলুন, নইলে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

(কালাপাহাড়ের প্রবেশ)

ফ্রিসন। এই যে কালাপাহাড়, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমি যাচ্ছি রাজস্থানের বৃদ্ধরাজাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে, রাজ-বধূ ও রাজ্যের যত সুন্দরীকে শোভাযাত্রা ক'রে, মহারাজ কিংজনের রাজ-দরবারে নিয়ে ফিরতে। এই রাজকুমার সুভাষকে আপনি রাজ-কারাগারে রক্ষা করি আমার এ বিজয় যাত্রার সংবাদ মহারাজাকে দিতে ভুলবেন না। জয়লাভ মন্ত্রীবর আপনা হ'তেই সম্ভব হয়েছে। আপনিও বিশেষভাবে পরিশ্রান্ত। মহারাজাকে এই পত্রখানা দিবেন। আর মন্ত্রীবর! বিজয়ী মহা যোদ্ধার শ্রেষ্ঠত্ব সূচক সম্মান জনক গৌরব পদকে আপনাকে বিভূষিত করলাম। কার্য্য সম্পাদন ক'রে বিশ্রাম লাভ করুন।

সুভাষচন্দ্র। ধর্ম্ম দিয়েছ কালাপাহাড়! জাত! জাত দিয়ে এ জাতের গোলামী! ঘৃণাও করে না। কোটি কোটী প্রাণ, নিজের ভাই বন্ধু তুমি নিজ হস্তে উচ্ছেদ ক'রেছ। মাতৃ সন্তান হ'য়ে মায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রে মহা পাতকি হ'য়েছ, অনুতপ্ত হও বন্ধু! নইলে এর প্রতিফল পাবেই পাবে। সময় থাক্‌তে সাবধান হও।

কালাপাহাড়। (স্বগত) ধর্ম্ম দিয়েছি, অন্য ধর্ম্ম নিয়েছি—ধর্ম্ম দিয়ে ধর্ম্ম রক্ষা। ধর্ম্মের রক্ষক না হয়ে—নয় ধর্ম্মের ভক্ষক? স্বার্থ-প্রেরণায় ভক্ষক হয়েছি বটে।

(প্রকাশ্য) যখন নাম গেছে ডুবে

অকলঙ্ক চাঁদে যবে কলঙ্ক রটিল—

তবে ভাল করে জ্বালাই আগুন—
কেমনে নিভিবে তা না জানি উপায়।
থাকে যদি ধর্ম্ম সত্য—
থাকে যদি ঈশ্বর,
নিভাতে এ দীপ্ত হুতাশনে
ভয় কি তাহার।
সত্য অসত্য নাহি মানি
প্রাণ যাহা চাহে তাই করি আমি।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহারাজ কিংজনের রাজ দরবার

কালাপাহাড়। রাজাধিরাজ! একেবারে নির্ম্মূল। বলেছিলাম শত্রুপক্ষ হেসে উড়িয়ে দেব—সব ঠিক। রাজার তনয়কে ভয় করছিলেন, সে আজ কারাগারে বন্দী—রাজপুরী শত্রুশূন্য। ফ্লরিসন আপনার উপঢৌকন নিয়ে শীঘ্রই ফিরছে—অতুলনীয় সুন্দরী, রূপে ভুবন আলো করে আছে। সে সাগর ছেঁচা মণি মহারাজের জন্য সাদরে অভ্যর্থনা করে আনতে তাদেরই সম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্যও চতুর্দ্দোলা সবই আসছে। সে শোভাযাত্রা দেখবার মতই বটে, নয়নপথে উদয় হ'লে অনুভব করবেন। এ অধম দাসকে অন্তরের অন্তর থেকে তখন শত সহস্র ধন্যবাদ দিবেন; কিন্তু মহারাজ এবার শুধু ধন্যবাদ দিলে চলবে না—তারে উপযুক্ত প্রতিদানে বিভূষিত করতে হবে।

সম্রাট কিংজন। তার জন্য ভাবনা কি? কিন্তু আমার যেন ভাল বোধ হচ্ছে না। মানসিংহ আহত দেহে শিবিরে শয্যাশায়ী,

আপনিও জয় স্থিরতা করে ফিরে এলেন ; কিন্তু এখনও যে বিজয় সিংহ জীবিত ? সে খেয়াল হারা হননি ত ?

কালাপাহাড়। না মহারাজ ! সে বার্দ্ধক্যের গলিত দেহে পঙ্গু অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে দিনাতিপাত করে। সব সঠিক খবর নিয়ে তবে ফিরেছি—বেশী চিন্তান্বিত হবার কিছুই নেই। ফ্লরিশনের সঙ্গেও বহু সৈন্য—সবে শক্তিশালী রাজসৈন্য, সদর্পে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে—ভয় নেই কিছু মহারাজ !

কিংজন। না, তবুও আপনি যান একটু এগিয়ে দেখুন, আমি চারি দিকে যেন অমঙ্গল সূচক ইঙ্গিত দেখছি—প্রাণটা কেঁপে কেঁপে উঠছে—আপনি যুদ্ধে ক্লান্ত হয়েছেন বুঝি—আচ্ছা, আপনাকে বিশ্রামের ছুটী দিলাম। অবিবাহিত প্রাণে কেবল সুন্দরী রমণীর প্রতিচ্ছবি দেখছেন—ভালবাসায় প্রাণ ভ'রে উঠছে না ! তাই উপঢৌকন উপঢৌকন করে ক্ষেপে উঠেছেন।

দূতের প্রবেশ

মহারাজ ! কে এক বীরবালা
এলোকেশী সাথে যোদ্ধ নারী বহু
আসিছেন তীরবেগে—
নাশিতে এ রাজ্য—রাজগর্ব্ব ভরে।
শোভাযাত্রা লণ্ড ভণ্ড ধ্বংশ,
রোধিতে তাহার সাহস নহিল কাহার।

কালাপাহাড়। অ্যাঁ ! নারী যোদ্ধ !
কি কথা পশিল শ্রবণে,
একি আবার—আশ্চর্য্য
বিপদ জাল উদিল সহসা !

কিংজন। একি বিড়ম্বনা মন্ত্রিবর !
কেবা তারা বীরবৃন্দা সবে ?
কোথা হতে আসি হইল উদয়
কেই বা সে বীরবালা !

দুত। রাজবধূ হেন লয় মনে।
আর যত বীর বৃন্দা সবে—
রাজ লক্ষ্মী রাজপুত বালা
রাখিতে রাজার সম্মান
দিতে প্রাণ পুর্ণাঞ্জলি স্বদেশ কারণ
বরি নিতে স্বামী সাথে অমর মরণ
স্বাধীনতা তরে সুখ ত্যজি বীরাগণ
রণ মূর্ত্তিতে আজি রণে প্রহরণ।

কিংজন। (ফ্লরিসনের চিঠি পাঠান্তর)
হেথা, সবদিক রক্ষা মোর কার্য্য
ক্ষণকাল তরে সপিলাম আপনায়।
শ্রান্ত আপনি, আমিই যেতেছি স্বয়ং—
বীরবৃন্দা সনে যুদ্ধে হইয়া বিজয়ী
হইব গৌরবে ধন্য।
রমণী কি জানিবে যুদ্ধের চাতুরী !
হতে পারে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা
হয়েছে স্বামীর গুণে।
অস্ত্রধরা শিখিলেই হবে উপযুক্ত হেন
নাশিবে রাজদলবলে, বৃথা আশঙ্কা।
ভীরু ! কাপুরুষ ! সবে—জানিলাম এবে।

(দূতের প্রতি) রয়েল ব্যাটাালিয়ান রিজার্ভে যা আছে অগ্রসর হতে বল আমি যাচ্ছি। (দূতের প্রস্থান)

কিংজন। (যাইতে যাইতে) এদিকে বিপক্ষীর দলে সরসে ফুল দেখিয়ে দিচ্ছে। আর আমাদেয় মন্ত্রীবর সুন্দরী রূপসীর ও শোভা-যাত্রার উৎসবের কল্পনায় মোহাবৃত। ধিক কালাপাহাড়! ধিক আপনায়! আর যেন বেতালে না পা পড়ে খুব সাবধান—। আমি আর বিলম্ব করবো না। কালাপাহাড়! কর্ত্তব্যের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। আপনি ক্লান্ত, আমি চল্লাম।

(প্রস্থান)

মেরীহাটের প্রবেশ

মেরীহার্ট। (স্বগত) দেখলাম রাজা স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হলেন; আর শুনলাম মহাযোদ্ধ বীর রমণীরা আমাদের সৈন্যদলবল এমন কি মানসিংহ ও ক্লরিসনকে পর্য্যন্ত নিঃশেষ করেছে। এ মহান যুদ্ধে দেখি মন্ত্রীরে হেথায় নিরবে।

(প্রকাশ্যে) আপনি হেথা নিরবে চুপ করে বসে আছেন যে। যুদ্ধ হতে রাজাকে ফিরতে বলুন, আমার আদেশ আপনি পালন করুন। আর আপনি থাকতে তিনি যুদ্ধে গেলেন যে। তিনিও একবার আমার সঙ্গে দেখা করবার অবসর পেলেন না। আপনিও কোন খবর পাঠালেন না—তা বেশ?

কালাপাহাড়। অ্যাঁ! কি করব! তিনি উন্মত্ত হয়ে নিজেই ছুটলেন—

মেরীহাট। এখন আপনি আমার আদেশ পালন করুন—যান।

কালাপাহাড়। কি করি, আদেশ রাজার

সব দিক রক্ষা ভার সমর্পিলেন।

কহিলেন মন্ত্রিবর !—রাজবধূ—
রূপসী ! সুন্দরী ! সে বীর রমণীরে
অক্ষত দেহে ছলে বলে কৌশলে
আনিতে কি পার ?—মোর সন্নিধানে।
সুযোদ্ধসনে দিও রণ—
ক্লান্ত দেখি সুযোগ বুঝি বাঁধিবে তখন।
সৈন্য বিপুল তাতে যদি হয় ক্ষয়
ক্ষতি নাই তাহে।—
ভাবিতেছিলাম রাণী !—
সম্ভবে কি হেন ! কভু যুদ্ধস্থলে—
যুদ্ধকালে—উত্তেজনা বশে
সে আদেশ লঙ্ঘে যদি—
পূর্ব্বে সমাধান করা বিবেচ্য আমার।
শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটিলেন নিজে
বোঝ কিছু না মানিল মোর—

মেরীহাট। প্রহরীগণকে নিয়ে দুর্গ রক্ষা আমি করছি।
মন্ত্রীবর ! আপনি যান
রক্ষা করুণ রাজার জীবন।
বিনাশ সে শত্রু রমণীরে—
প্রাণহারা যেন নাহি হয় মোর পতি।

কালপোহাড়। সে রমণী বীর প্রস্থ !
ক্ষত্রিয়াণী !—ডরে নাক যমে
ক্লান্ত কভু হয় নাক অহোরাত্র রণে
সমূলে বিনাশ পাব প্রাণ হারা হব !

স্বামী তরে সে নাশিতে পারে—ব্রহ্মারে স্বয়ং
সতীসাধ্বী রাজপুত রাণী—!
সে বধূর ক্ষাত্র তেজ পূর্ণ বর্ত্তমাণ।
কোনদিকে দৃষ্টি নাই তার—
উদ্দণ্ড চণ্ডী যেন গ্রাসিছে মেদিণী।
কেবা রাজা কেবা প্রজা—উচ্ছেদি সমূলে—
ভগ্ন করি দুর্গের প্রাচীর
মুক্তকরি সাথে লয়ে স্বামীরে তাহার
রাজ্য সংগঠণ পুনঃ সকলি সম্ভব
স্বাধ্বী! পতিপ্রাণা রাজপুত রাজ ললনায়
আশঙ্কা হতেছে—সম্মুখ সমরে।
তাই যাই নাই এখনও—
আসুন দুর্গশিরে করি আরোহণ
রণস্থল করি নিরীক্ষণ।

দুর্গশিরোপরি কালাপাহাড় ও মেরীহাট

কালাপাহাড়। দেখি মহারাজ ও তাহার সৈন্যগণ সবেই বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত ও সন্ত্রস্ত। কি করি—রাজার জীবন সঙ্কটাপন্ন। বড় যোদ্ধা হ'য়েও আজ ভয় আমায় আকুড়ে ধরেছে।

নারী সনে যুদ্ধে হস্ত উত্তোলন
কভু না আসে আমার—
তায় দীপ্তিময়ী দেবী না মানবী!
কভু ইষ্ট প'ড়ে মনে অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে—
দূর হ'তে প্রণমি তাঁহারে,

কিবা চণ্ডী খেলিছেন রণে।
—না—না! ভয়—না! কৌশল?

মেরীহাট। এখনও রাজা জীবিত আছেন, যান তিনি বিপদাপন্ন—আর বিলম্ব করবেন না। স্বামীরে বাঁচান আমার।

কালাপাহাড়। প্রাণ যাবে আশঙ্কা আমার।
কৌশলে করিব বন্দী।
প্রাণে ভোগের পিপাসা
অবিবাহিত আমি—মৃত্যু বড় ভয় করি
রাজার প্রাণ হইবে নিঃশেষ নিঃসন্দেহ—!
রাণী! অসহায়া আপনি তায়—ঐ
তব মাধুরিমা বিহ্বল করিছে মোরে
কেমনে অসহায়া রেখে যাই সমরে
বিনাশিব শত্রু সুনিশ্চিত—কিন্তু
সুশীতলে! স্নিগ্ধে! সুহাসিণী
শুধু তুমি মোরে গুপ্ত প্রণয়ে
বেঁধে রেখো ঐ তব সুকোমল ডোরে
হৃদয় রাণী মোর হয়ো শেষ দিনে।

মেরীহার্ট। (স্বগত) রাজাধিরাজ ব'লে
স্বামী মোর চির দিন বড় অহঙ্কারী—
ভালবাসা কেমন না জানিনু কখন
যুদ্ধে বাহিরিলেন যবে—দেখা করা
বোধে একবার না আসিল তার
তবু তারে করি পূজা অহনিশি
হৃদয় দেবতা আমার।

(প্রকাশ্য)　কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে তোমার !
কালাপাহাড ! এত নীচ তুমি,
দূর হও ঘৃণ্য পশু !
মনুষ্যত্ব গেছে একেবারে—
যুদ্ধ কর বা না কর
আমি বধিব তোমায়।
লোভ-লুব্ধ ! সহাস্য বদন হেরি
চমকে পরাণ !
তোমারই ষড়যন্ত্র ! কু অভিসন্ধি !
নিশ্চয় তোমার—নহিলে
রাজা বিপন্ন সমরে—
তুমি হাসিছ হেথায় !
ত্বরা করে ছুটে যান—উদ্ধার তাঁহারে
রাজ কর্ম্মচারী ! উচিৎ কার্য্য অবশ্য
করুণ পালন—মিনতি আমার
কিছু দোষ না লইব বাতুল তোমার।
উপযুক্ত পুরস্কার দিব উপহার
তপ্ত আঁখি তব সুখে ভাসিবে তখন
রাজ্যের অতুল সুন্দরীর !
প্রিয়া সম্বোধন ! আর
রাজ ভোগে আছে যা দিব তা তোমায়

কালাপাহাড়।　প্রলোভন—এ কেমন ?
রাজারে বাঁচান দুস্কর ! এ যুদ্ধে
প্রাণ রক্ষা অসম্ভব আমার।

আসুক সে রমণী দুর্গের নিকট
কৌশলে করিব বন্দী
কারাগারে নিক্ষেপি বিনাশিব শত্রু।
মেরীহার্ট! যদি তুমি বোঝ ভাল
চাও সুখে থাকিতে—ধরায়
সঙ্গিনী হয়ো জীবন—নয়ন তারায়
সুখে কাল কাটাইব হেসে
রাজ্য নিষ্কণ্টকে তুমি আমি
করিব সম্ভোগ—কি চমকিছ কেন?
ক্ষণকাল থাক অন্তঃপুরে
অসূর্য্যম্পর্শা সুন্দরী! রাজ্যের উজ্জ্বল মণি
মেরীহার্ট! দেখি যেন সময়ে
সাধিতে পারি আপদ বিনাশ।

মেরীহার্ট। ভগবান শিরে কর বজ্রাঘাত—
কি করি এখন মাথা ঘুরে আসে
যুদ্ধবিদ্যা জানিতাম যদি
পারিতাম ছুটাইতে অশ্ব মহা তেজা
কার্য্য এখনই নিজে করিতাম শেষ,
ইচ্ছা শুধু প্রাণে জ্বলে মরে।
অস্ত্র বিদ্যা শিখি নাই ধরিতে না জানি—
জানিতাম যদি মন্ত্রিরে উপযুক্ত
শিক্ষা দানে পুরাইতাম আশ—
হেন চাটু কটু বাক্য কয়ে গেল মন্ত্রী মোরে
অবলা অসহায়া আজ রাজা হেথা নাই বলে

রাজ পরিষদ সবে মৃত্যুর করাল কবলে।
কি করি এখন। শ্রীভগবান—
রাজা যেন বাঁচেন সমরে।
তখন দেখিব মন্ত্রী উপযুক্ত শাস্তি!
প্রাণদণ্ড দিয়া জুড়াইব অন্তরের জ্বালা।

সম্রাট কিংজনের দুর্গ প্রবেশ পথ
দূরে দুর্গপ্রাচীরোপরী কালাপাহাড

কালাপাহাড়। ঐ—ঐ—দেখা যায় এল বলে!
এবে প্রস্তুত হও সব সৈন্যগণ
ফ্লরিসণ বেঁধে ছিল ফাঁদে
স্বামীরে তাহার এই জালে
গুপ্ত ধন মোর সম্বল এবার
কালরূপী অব্যর্থ সন্ধান
দেখি রক্ষিতে পারিব কি এই—
রাজ্য সিংহাসন—বদ্ধ করি জালে তারে।
প্রচ্ছন্নভাবে সবে কর অবস্থান।
জাল বদ্ধ করনে সফলকাম হও যদি
তবে সম্মুখীন হয়ো সবে।
এই আজ্ঞা—নহে যাবে প্রাণ—
সাবধানে থেকো।　　(সবে লুক্কায়িত হইল)

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। যুদ্ধক্ষেত্র খুঁজিলাম তন্ন তন্ন করি
পতিত হত সব যত যোদ্ধবৃন্দে

সন্ধান না পাইনু স্বামীরে আমার।
কোটী প্রাণ ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল
যবে—জ্ঞান হারা চণ্ডমূর্ত্তি মোর
কোপে পড়ি ধ্বংস হোল—রাজ রাজাধিরাজ!
আর যত যোদ্ধবৃন্দ রাজকুল
রাজ পরিষদ সবে বরি নিল অমর মরণ
সেই রণ মূর্ত্তিমতি এই অমরীর হাতে।
শূন্য এবে—শূন্য চারিদিক।
দূরে—ঐ দেখা যায় দুর্গোপরি কারা ওরা!
দেখি শেষ চেষ্টা—সব করিব নিঃশেষ
বন্দী স্বামীরে মোর করিব উদ্ধার
পুনঃ সত্য রাজ্য সনাতন করিব স্থাপন।

(বিমলা দুর্গদ্বারে ছুটিয়া প্রবেশে উদ্যত—প্রাচীরের উপর হইতে জাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক আবদ্ধ করণ)

কালাপাহাড়। বাঁধ বাঁধ পাঁচজনে জালরজ্জু রাখ আকর্ষিয়া অস্ত্র-শস্ত্র নিতেছি কাড়িয়া।

বিমলা। অনিয়মে কৌশলে বাঁধিলে মোরে
দুষ্ট পামর কে তুই?
যুদ্ধস্থলে অগ্রসর হতে
সাহস নহিল তোর।
অন্যায় চাতুরী!
অস্ত্র কেন নিতেছ কড়িয়া,
এই কি বীরের কার্য্য?
যুদ্ধ দাও সম্মুখ সমরে।

কালাপাহাড়। বিচলিত হবেন না রাণী—আপনি নিঃশব্দে প্রহরীগণ সাথে আমার সঙ্গে আসুন, কোনও অনিষ্ট ক'রব না।

বিমলা। আমায় বন্ধন মুক্ত ক'রে দিন।

কালাপাহাড়। আপনি আমার বন্দিণী! এইরূপে বন্দি না ক'রলে আপনাকে রোধ করে সাধ্য কার—চল প্রহরীগণ একে আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এস, আর বৃদ্ধ রাজা বিজয় সিংহকে বন্দী করে রাজদরবারে আনবার জন্য তোমাদের প্রেরণ ক'রলাম কার্য্য সমাধান ক'রে ফিরবে, সঙ্গে অবশিষ্ট সেনা সবে যাও।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজ দরবার

(বিচারাসনে উপবিষ্ট কালাপাহাড় ও উভয় পার্শ্বে রক্ষীগণ)

বিজয়সিংহ। (স্বগত) একি দেখি প্রহেলিকাসম! রাজা হত। কালাপাহাড় রাজসিংহাসনে! অধর্ম্মে ছুটো রাজ্য একেবারে ধ্বংস—(প্রকাশ্য) কালাপাহাড় অধর্ম্মের সৃষ্ট করছ কেন? স্বাধীন রাজা মোরা, স্বাধীনতা হরণ করে পীড়ন করা পশুর ধর্ম্ম।

কালাপাহাড়। আপনি উত্তেজিত হ'য়ে কথা কইবেন না।

বিজয়সিংহ। কালাপাহাড়! তুমি বীর বটে। অধর্ম্মে বিশাল রাজ্য ধ্বংস করেছ—রাজাসনে বসবার সাধ কি এই ভাবেই মিটাতে হয়।

কালাপাহাড়। চক্রীর চক্রে কোন দিক দিয়ে কি ভাবে কি হয়ে গেল ভেবে উঠতে পারি না। এটা পূর্ণ সত্য বিশ্বাস করেন কি?

বিজয় সিংহ। বিশ্বাস! দেহে সে সামর্থ নাই, আর হাতেও অস্ত্র নাই' যে তোমার এই কথার প্রত্যুত্তর দেয়।

কালাপাহাড়। আপনি নিজেকে প্রকৃতিস্থ করুন। বিচলিত হচ্চেন কেন? শাস্ত্রই ত বলছে "নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যশাচীন" সবাই উপলক্ষ—যা হবার তাই হয়।

বিজয়সিংহ। আপনার মস্তিস্কের ভিতর সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রদীপটা দিন দিন মাজ্জিত হয়ে বেশ উজ্জল হয়ে উঠেছে দেখছি। তা বেশ ধর্ম্মযোদ্ধা বীব সাধু! রাজ্য সমেত যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞীকে প্রত্যার্পণ করে সাধুতার ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিন। দেখি প্রাণে ত্যাগের স্পৃহা কি ভোগের স্পৃহা!

কালাপাহাড়। আমি সাধুতা করব আর আপনারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন আর শত্রুতা করবেন। সৈন্যসংগ্রহ করে পুনরায় আমার উচ্ছেদ করতে ব্রতী হবেন কেমন?

বিজয়সিংহ। আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করলে কিছুই করব না। অধীনতায় কেন থাকব।

কালাপাহাড়। যদি অধীনতা স্বীকার করেন ও কর দেন তবেই সম্ভব—নচেৎ নয়।

বিজয়সিংহ। তবে আর ধর্ম্মবুলি আওড়াসনি—অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী, চরিত্রহীন লম্পট লম্পট! সতীর সতীত্বে হস্তক্ষেপ করতে মহারাণী মেরীহার্টকে কুবাক্য প্রয়োগে কদর্য্য ভাষায় আহ্বান করতে—আমার কুলবধূ রাজলক্ষ্মী, বীররমণী বিমলাকে অপমানিত, লাঞ্ছিত পদদলিত করতে যার কুণ্ঠা বোধ হয় না। পাপীয়সী—তুই আবার ধর্ম্ম কথা কস।

কালাপাহাড়। চুপ করে ঐ পাশে দাঁড়িয়ে থাকুন—খেয়াল রাখবেন আপনি আমার বন্দী।

বিজয়সিংহ। সব ত শেষ হয়েছে। ঐ ঐ বিমলা বুঝি! রক্তাক্ত কলেবর কেন?

(সহচরিগণ বেষ্টিত রক্তাক্ত কলেবরে বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। উঃ! ভুলেছেন কি শ্রীহরি আমার,
চির অভাগিণী দাসী তার
বল মাগে বল দাও—
লজ্জা মোর কর নিবারণ;
তুমিত রক্ষে ছিলে দ্রৌপদীর মান—
মান রক্ষা কর নাথ—
অবলার এ অপমান
বাজে না কি প্রভু প্রাণে।
রাজরাণী আজ অনাথিনী ভিখারিণী
জ্ঞান হারা মৃত প্রায়া—
স্বামী তার বন্দি কারাগারে,
পিতা! শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্মুখে আমার।
উঃ! আর সহ্য হয় না বাবা! বাবা!
(ছুটিয়া গমন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

বিজয়সিংহ। বুক মোর কাঁপে থর থর,
জিহ্বায় না জুয়ায় বাণী,
হস্ত পদ অবশ শিথিল—
সন্ধি খসে প’লে পড়ে
রুদ্ধ হয়ে আসিছে নিশ্বাস
উঃ—সহ্য করতে পারছি না—

এও দেখ্‌তে হোল ! বিমলা !
উঃ কি যন্ত্রণা—
সু—ভা—য বি—ম—লা আ—শী—র্ব্বা—(মৃত্যু)

(পাগলিণীর মত ছুটীতে ছুটীতে মেরীহার্টের প্রবেশ)

মেরীহার্ট। (স্বগতঃ) হেরিলে মন্ত্রীরে !
হিংসানলে জ্বলে ওঠে বুক,
বিষ জর্জ্জরিত অন্তর আমার,
প্রতিহিংসা প্রতিশোধ তরে
সদা খুঁজিছে সন্ধান।
(প্রকাশ্যে) রাজারে বিনাশি সমরে,
পশু সম আচরণ স্বইচ্ছা সাধন
করিতেছ মনসাধে—রাণীরে অবজ্ঞা করি
বিচারাসনে বসেছ কেমনে !

কালাপাহাড়। রাজকার্য্য অতি দুরূহ ব্যাপার,
নারী হ'তে কভু তা সম্ভব না হয়।

মেরীহার্ট। নারী হতে অসম্ভব ! হেন বাক্য
কহিলি তুই ! শক্তিময়ী যারা—
শক্তি হারা তারা—কে কহিতে পারে।
এক আত্মা নারী নরে সম বিদ্যমান।
সম অধিকারী সবে সম বীর্য্যবান
বাতুল তুই ! হেন বাক্য না কহিবি আর।

কালাপাহাড়। এ স্থলে এ ভাবে আসা যুক্তিযুক্ত মনে করি না আপনি অন্তপুরে যান—সবাই উন্মাদ বলবে।

মেরীহার্ট। উন্মাদ! কি কহিলি তুই
স্বেচ্ছাচারে ভ'রে ওঠে ভূমি
যদি কেহ সত্য তরে ঘটায় বিবাদ
উন্মাদ সে—ইহা প্রলাপ তোমার।
—উন্মাদ—সে ত তুমি—
রাজ্য লোভী—স্বার্থোন্মাদ,
সুন্দরী রূপসীর মোহে মুগ্ধ
প্রেম ছবি হের নিরন্তর—
প্রেমের স্বপনে গাথিছ মনমালা
বিড়ম্বনা তোমার—না আমার।

কালাপাহাড়। দেবী! যান অন্তঃপুরে
সুনিয়মে, সুশৃঙ্খলে—রাজ্য
সুশাসনে গড়ি পুনঃ হস্তে দিব তুলি—
যা গিয়েছে—গিয়েছে তা—ফিরবে না আর
যা আছে তা লইয়া তুমি হও প্রিয়তর।

প্রহরিগণ! মা যেন সুখে অন্তঃপুরে থাকেন সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে। আর ভিতরে তোমাদের রাণী মাকে রেখে এসো। বাঁদীগণকে এখানে একবার পাঠিয়ে দেবে।

মেরীহার্ট। (যাইতে যাইতে) কত বাড় বাড় দেখি—এত দূর স্পর্দ্ধা। (মেরীহার্ট ও প্রহরীগণের প্রস্থান)

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

কালাপাহাড়। (বিমলাকে দেখাইয়া)
দেখ, একে নিয়ে যাও—

সেবা দিয়া প্রাণে সঞ্জীবীত ক'রো
ললনায়—পুষ্পোদ্যানে মাধবী তলায়
সরোবর সমীপে রত্নাসন মঞ্চোপরি
সুখ সেবা কর গিয়া—
ললিত মালতী মালায় গন্ধ পুষ্প হারে
বিভুষিত করো, মিষ্টবাক্যে প্রবোধিও
ক্ষণকাল পরে আমি মিলিব তথায়।

চতুর্থ দৃশ্য

বন প্রান্তে নর্ম্মদা তীর সংলগ্ন পথ

কৃষ্ণচন্দ্র। সান্ধ্য গগন, সুদূর পাহাড় পারে, সে দিন অট্টালিকাপরি হেরেছিনু যারে—সেই বালা হাতে লয়ে ডালা, চলি গেল ধীরে, শ্রান্ত পথ ঠেলি আপন আলয় সুদূরে। অস্তমিতসূর্য্য—ক্ষীণ রবি রেখা শূন্য গগন ললাটে দিব্য বরণে আকাশ বঁধূর প্রাণে আঁকিয়া দিয়াছিল সিঁথে সিঁদুরের সিঁথা। দেখেছিনু—চমকিত বালা পথ নাহি চলে—রুদ্ধশ্বাসে রহিল দাঁড়ায়ে—অবাক বিস্ময়ে তন্ময়ে ভাবেতে বিহ্বল। শেষে কম্পিত চরণে গৃহপানে ফিরাল নয়ন। ভাবময়ী ভাবিনীরে বাসিয়াছি ভাল। কি জানি কেন না দেখিলে দহে প্রাণ অসহ মরম বেদনায়। চলে গেল যবে—শূন্য প্রাণ রহিল পড়িয়া এ তপ্ত মরুভূমে।

নদীবক্ষে স্নানরতা রাধা ও সহচরীগণ

গান

জীবনতারা জীবনহারা, বইছে উজান আজ
লক্ষ তরে, পক্ষ ভরে, হায়রে পথের মাঝ।
কেঁদে সারা, খুজে হারা, কোথায় ওরে প্রাণের তোরা
প্রাণ কে দিবি, প্রাণে নিবি, বিলিয়ে হব হারা।
আয়রে তোরা, আয়রে ত্বরা, আয়রে সকল কাজে
গন্ধে গানে, রসে প্রাণে, আয়রে সকাল সাঁজে।
রূপের হারে গলে ধরে, আঁখির ছলে ছলে
দেগো পরশ—সুধাসরস, প্রেম গভীর জলে।

রাধা। দেথ্ সখী তোরা স্নান কর, ঐ বনে বেশ ফুল ফুটেছে আমি গোটা কতক তুলে নিয়ে মালা গাঁথি—ঠাকুর পূজো করব—

(রাধিকার জল হইতে উত্থান ও অগ্রসর হইয়া পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ)

(দুর হইতে রাধাকে দর্শন করিয়া)

কৃষ্ণচন্দ্র। ঐ যে ঐ! সেই সুন্দরী—আহা কি সুন্দর মধুমাখা পিরীতি মুরতি। কোমল পদ্ম চরণ ধীরে আগমণ কোন দুরূহ দুরাশায়? হেথা কি মিলিবে সুপ্ত নেশায়! আশার ছলনায় ভ্রমিছ বনে বনে সাথে লয়ে যৌবন মাধুরী—ভরা বুকে প্রেমের কলস—আচ্ছাদনে লুক্কায়িত কুচযুগহার বিকাসোন্মুখ রক্তজবা সম—সুঠাম সুন্দর। সমাপিয়া জলকেলী, পথ বহিতেছ ছড়ায়ে সৌরভ মদিরা—অনাদৃত অর্দ্ধস্ফুট পুষ্প সুগন্ধ—হেন কোমলা বালা! অধীরা আকুলা চঞ্চল চাহনে ফিরে প্রিয়া অন্বেষণে। প্রথম মিলন লাগি—নয়নে নয়নে কাড়ি নিবে যেবা তার ভরা বেদনারই ভার—সেই মুখ চাহি উথলিছে সকল আবেগ। পূজা

পূর্ণাঞ্জলি সমর্পিতে তারে—ইঙ্গিতে, সঙ্কেতে—প্রতি অঙ্গের তরঙ্গে—রঙ্গে ভঙ্গে দিশে হারা নয়নতারা। বিরহ তাপিত দীর্ঘ তপ্ত নিশ্বাস জড়িত পীনোন্নত বক্ষ কম্পমান—সম্বরিতে নাহিক সম্বল—

(বৃক্ষান্তরালে অবস্থান)

রাধা। কানন মাঝে কুসুম মুকুল রঙ্গিল হোল আজি
ফুটছে তারা ভাবের পারা অপরূপের সাজি।
বঁধুর লাগি আজি আমার সকল আয়োজন
চঞ্চল অধীর হিয়ায় আমার আর কি প্রয়োজন।
মিশবে বলে প্রাণে প্রাণে উতল অধীর প্রাণ
আজ পাগলপারা দিশেহারা হারিয়েছে সব মান।
ঘরের বাহির তাই হয়েছে ধর্ম্মাধর্ম্ম ছুটে গেছে
হৃদয় কপট খুলে দিয়ে তাই যে ছুটেছে।
প্রেমের লাগি কুসুম মুকুল রঙ্গিল হয়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্র। প্রকৃতির মদনভরে বিবশা কিশোরী আবেগ-মাখা অনুরাগ নয়নে চায় শূন্যপানে। তরুণীর প্রেম বিহ্বলতা—ভঙ্গিম রঙ্গিম আলিস—অনুরাগসীমা হেরে মনপ্রাণ আকু পাকু করে। ঢুলু ঢুলু আঁখি—কেশ-পাশ লুটাপুটী খায়—বস্ত্রাঞ্চল খসি যায় পরশি লতায় পাতায়—আলু থালু বেশ। জনহীণ প্রান্তর, ঝিলি মিলি খেলে কাননে, নিরজনে নগ্ন সৌন্দর্য্য—ফাঁকে দিতেছে উঁকি—কটি তটে, উরুপরে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়। হেথা বৃক্ষাবলী ঘেরিয়া রচিয়াছে নিভৃত প্রেমেরই উদ্দীপ্ত রাগিণী। প্রেম আবেশে জ্ঞানহারা প্রাণ নবীনার—হৃদয়রতনমনির।

(রাধা পুষ্প চয়ন ও মালা প্রস্তুত করিতে করিতে)

সময় আজো হয়নি কি তার
এইভাবে কি দিবস যাবে,

ঝরছে মলিন পাপড়ি সকল
আর কি আমার পরাণ রবে।
শুকিয়ে গেল সকল মুকুল
প্রেমের লাগি বড়ই ব্যাকুল।
পরবে নাকি কুসুম হারে
আপন গলে তুলে,
নবীন হয়ে ফুটবে আবার
তোমার পরশ পেলে।

কৃষ্ণচন্দ্র। (বৃক্ষান্তরাল হইতে)

জীবন প্রভাত আজকে আমার মলয় পবন সাথে,
ভোরের হাওয়ায় কোকিল গানে কে যেন গো ডাকে।
চমক ভাঙ্গা লহর তুলে দুর দুরিয়ে পরাণ ঠেলে,
এক নিমিষে দেয় যে সেগো গভীর নেশায় তুলে।
তুমি আমার প্রাণের পরে এঁকে দিলে সুধার হারে,
ঝরা ফুলের বিলিয়ে দেওয়া বকুল গাছের সারে,
(তাই) প্রাণ যে আমার মাতে—কে যেন গো ডাকে।

গান

রাধা। হেরে স্বপনে প্রাণ জানে প্রাণ তুমি
চমকি ওঠে এই এলে তুমি এলে বুঝি,
পরাণ কহিছে কত ভালবাসা কথা
ভাল বেসে ফুলে জানাই সে ব্যথা,
পরাব তোমারে ফুলের মালা।
একবার এস মোর ও প্রাণ আলা॥

আজ ফুলগুলি সব সৌরভ ভরে ঢলে পড়ে বায়ুর চরণতলে
কেঁদে বলে ওরে সখা মিলাও বঁধু দলে।

(গীত)

কৃষ্ণচন্দ্র—দূর হইতে

মায়ারই কুহেলিকা ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ফিরিছে ভুবনে ভুবনে ঘুরনে ফিরনে জীবনে।
এড়াইতে সাধ করে যে বিবাদ
প্রতিকূলে যে গো বহনা কেবা কোন্ সে ললনা ?
আঁকা ললাট পরে দীপ্ত গরীমা
ক্ষীপ্ত তপ্ত বরণী ঝর বর ঐ তরুণী।
তোমারই অসীম শূন্য গগণে
গাহিছে কানন পাখি কি না জানি কি এ ফাঁকি।
এই আছে হায় মুহূর্ত্তেরই প্রায়
ভেসে যায় কোন সুদূরে তোমার স্রোতেরই জোয়ারে।
হেলে ঠেলে যাবে এই বাঁধা স্রোতে
হেন বীর বালা কেও আলা গাথিছে ও কার মালা ?
পতি প্রাণা সতী সীতা অরুন্ধতী
যার প্রেম মাগে স্বপনে প্রেমকুঞ্জ কাননে।
হেলায় হারাইয়ে আপন ভুলিয়ে
তাঁর সুখে যেগো মগনা সেই ত দিব্য বরণা।

রাধা। (হঠাৎ দর্শনে) ঐ সে না—স্বপনে হেরেছিনু ঐ মুখ না ?
ওগো পিপাসার জল তুমি শান্তির বারি,
একবার এস প্রিয় চাহ নয়ন নেহারি —

(দূর হইতে কৃষ্ণচন্দ্র)

ডাক দিলে গো কোন প্রাণে শূন্য গগনে
মর্ম্মরিছে প্রাণের বেদন গভীর গুঞ্জনে—
হাওয়ার সাথে ঝড়ের মাঝে তোমার আকর্ষণে
নিবীড় ঘন সুরের লহর মেঘের বরিষণে
লও হে প্রত্যুত্তর প্রাণ—এই ফুল বাণে।

(ফুলবাণ নিক্ষেপ)

রাধা। আমার এ দলিত হিয়ার পরতে পরতে
আর মের নাক ফুল বাণ
তুমি দিও না ধনুকে টান—

কৃষ্ণচন্দ্র: তৃণ হারে ফুল সারে কে তুমি সুন্দরী ?
আকুল নয়ণি ! পরাণ পুতলী কার হিয়ার হিয়ারী ?
প্রাণের আবেগে কেন হেথা ভাবেতে বিলীন
একাকিনী গাঁথ হার—মিলিতে কোন নবীণ ?
কভু চাও মেঘপথে ফেলে দীর্ঘশ্বাস
স্থির নহে একতিল ঐ তব নয়ন পলাশ !
উদ্বেগ অধীর ভরে মালা গলে ধরি
দু বাহু বাড়ায়ে তাহা পুনঃ করে করি
ডাক প্রেমভরে বুঝি প্রাণের সাথীরে
ভাসে বুক—আহা ! কিবা নয়ণ নীরে।

রাধা। উষার আলোয় বকুল বনে
কুসুম তুলি সঙ্গোপনে
করিনু যার পূজার আয়োজন
সেই সে তুমি—তাই যে কহি---

যখন দেখিনু ঐ শ্যাম রূপ রাশি
যে মোর প্রাণ নিল হরি—
তোমার মধু হাসি—
দেখে তোমার সজল দুনয়ন
সোহাগে কেমন হয়ে যে আমার মন।
হে নাথ জীবন সর্ব্বস্ব মম—
ঘিরেছে আমায় আজি অলস ঘুমঘোর
পাগল করো না মোরে ও মোর মনচোর

কৃষ্ণচন্দ্র। চকোর চাঁদের নেশা ছুটে দিবা ভাগে।
জ্ঞাত নহে ফুল্লদলে সৌরভে আকুল—
মধু মত্ত মাতঙ্গ বিহঙ্গের কুল।
ফুলের ভাষায় বিজ্ঞ নহে যে—
কেমনে জানিবে কি বেদনা সে !
বাজে প্রাণে প্রাণে—মুহূর্ত্তের অদর্শনে
তরুণ তরুণীর নব প্রেম পল্লব
মৃদু কম্পণে কম্পণে।

রাধা। নয়ন চকোর সুধা—
পানে বাড়িছে যে তৃষা—
বৃন্তচ্যুত করো না এখন।
বধিলে যদি অবলার প্রাণ
ফিরাও না প্রাণ—না রবে পরাণ
চাতুরী খেল না কান্ত।
অবশ দেহ ভার—
প্রিয়ে এত যদি ভালবাসা—

ভালবাসা প্রেম হাসা
মোরে ধরিতে কি হৃদে—পাবে ব্যথা
ব্যথিত কম্পিত মোর হতেছে চরণ।

কৃষ্ণ। নবীন কিশোরে খেলা ঐ ঘরে, রচিয়া সুন্দরে তুলিকার পদ্মে পলাশ পদ্ম ভারে। কুঠীর—পরম রমণীয়। মোহিণী! —মল্লিকা মালতী গোলাপ ঘেরি করিছে নৃত্য—ঐ বিস্তৃত উদ্যান। বকুল দলে ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে—সম্মুখে পুষ্করিণী, সলীল—স্বচ্ছ, ভাসে পদ্ম, শোভিছে সন্তরণে রাজহংস, শ্বেত বক। আছে সখা কপোত দম্পতী, ময়ুর ময়ুরী, শুক শারী—সঙ্গের সঙ্গিণী। নিরালা বনের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া কুহু কুহু কুহু কুহু—ডাকে—জর জর প্রাণ; গুঞ্জনে রত অলিকুল—। লতা বেড়ী বৃক্ষ গুলি সোহাগ বাঁধনে—আলিঙ্গনে চুম্বনে হেলিছে দুলিছে। নিকুঞ্জ বনে গুপ্ত মোর ঐ সুখ কানন। মদন-বাণে ক্ষিন্ন যদি ঐ তব সুকোমল পদ সুধা। চল মোর নিভৃত আলয়ে।

(কৃষ্ণচন্দ্রের ধীরে ধীরে গমন)

রাধা। দেহ কাঁপে থর থর—
ওগো! যেও না যেও না!—
নাওগো তুমি বুকে তুলে হৃদয় রতনে
সোহাগ ভরি দাও গো চুমো দগ্ধ পরাণে
অধর ভরা সুধার ধারে দাও গো সকল মধুস্বরে
ঝরছে বারি কাঁপছে পরাণ মরম বেদনে।

কৃষ্ণচন্দ্র। এস না প্রিয়ে এস! আমার সাথে সাথে এস।

রাধা। সজল ঘন, কাজল মেঘ,
ছল ছল আঁখি পাতে
ধীরি চলি যায়, ফিরি ফিরি চায়

পুলকে পরাণ কাঁপে।
যেও না—যেও না,
হেলায় ঠেলে মোরে যেও না
হৃদে ধরি লয়ে চল—
ঐ তব মদনালয়ে—
অগ্রসর হ'তে বল নাহি মোর।

কৃষ্ণচন্দ্র। প্রিয়ে! এস—এস।

(কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্থান)

রাধা আশা দিয়ে প্রাণে মোর
লুকাইলে কোথা হে প্রাণ সখা।
এই যদি ছিল মনে
কেন আসি দেখা দিয়ে
তৃষিত চাতকে বঞ্চিলে—
বধিলে অবলা প্রাণ।

গান

মোরে এমন করিল হরি
রহিতে নারি, পরাণে মরি, ক্ষণে উঠি, ক্ষণে পড়ি।
প্রাণ যে গো চায়, ধরিবারে তায়, বিকল হলেম আমি
মরমেতে মরি, পীরিতির জরি, হয়েছে যে ভাবি ভাবি।
ভাবিতে পারি না, নিঠুর সেজনা, এমন করিবে মোরে
বড় আশা দিয়ে, মধু বুলি ব'লে, বঞ্চিবে পুনঃ আমারে।
চিন্তি তারি মুখ, আছে কিবা সুখ, তাও নাহি আমি জানি
ছাড়িতে পারি না, এ পোড়া ভাবনা, হারা আমি তারে খুজি।

এসো প্রাণে ধর, প্রিয় গিরিবর তোমা পথ চেয়ে আছি যে
আঁখি নাহি ফিরে, প্রাণ চাহে তোরে, প্রাণের বঁধুয়া তুই যে।

সহচরীগণের প্রবেশ

জনৈক সহচরী। এখানে বসে বসে পাগলের মত কি গান গাচ্ছিস? চোখে জল কেন? এই বুঝি তোমার মালা গাঁথা হচ্ছে? কেন সখী কাঁদছিস কেন বল?

রাধা। ভাই! সেদিন সেই যাকে দেখে অবধি আমার প্রাণ অস্থির হয়ে রয়েছিল, তোদের বল্‌ছিলুম, সে আজ এখানে এসে আমায় কত ভালবাসা—কত মিষ্টবাক্য—কি সুধামাখা চাঁদ পানা পীরিতি মুরতি কি মিষ্ট চাহনি তার—সবটা আমার প্রাণে কি যে স্বর্গীয় সুখ ভরিয়ে দিয়ে গেল সে সময়টা কি সুখময়ই বোধ হয়েছিল। আঃ কি সুধাবর্ষণ! অমৃত সিঞ্চণ! সে সুখময়কে আবার কেমন করে পাই সখী—দেখনা কোন্ দিকে গেল—

জনৈক সহচরী। আজ খোজ করবার সময় কই ভাই, বেলা হয়ে গেছে। রাণীমা বড় উদ্বিগ্ন হবেন। চল আজ বাড়ী যাই।

রাধা। দৈবে মিলাল সেজনে আনিল এ মধু উপবনে
ভাবে গাঁথছিনু মালা মারিল এ ফুলবাণে।
হায় (তারে) কোন বিধাতে গড়েছিল কোন তুলিকা দিয়ে
এনেদিল চোখের পরে বিঁধলো আমার হিয়ে।
নিমেষতরে এঁকে নিল হৃদয় পিঞ্জর খুলে গেল
পুলক ভরা প্রেমের মাঝে কি জানি কি হল!
কিসে পরশ কোন স্বরগের কোথায় নিয়ে গেল
কেঁদে সারা তাই যে আমি ঘুরি বনে বনে।

পঞ্চম দৃশ্য

নর্ম্মদা তীর সন্নিবর্ত্তী বনমধ্য প্রান্তর

জ্ঞানানন্দ। চঞ্চলা প্রকৃতি সংযম বিহীন
হেরি চারিদিকে সবে তৃপ্তিহীন।
সংসার মাঝে বিভব প্রলয়
ঘটে অহঃরহঃ নাহি তার লয়।
ধর্ম্ম ভ্রষ্ট পতিত জাতি
আসক্তি কামনায় নষ্ট ধর্ম্মরীতি।
না মানে উপদেশ অর্থোন্মত্ত
সদা নারী মদ নেশায় উন্মত্ত—

আর স্থির থাকা চলে না। একদিকে নিজেদের সমাজের—গৃহের পঙ্কোদ্ধার করতে হবে। অপরদিকে চণ্ডনীতি পেষণকারী দুর্নিতি পরায়ণ রাজাকে ধ্বংস করতে হবে।

(যশীমাতা ও আশ্রমবাসীগণের প্রবেশ)

যশীমাতা। হাহাকারে প্রপীড়িত জীব লক্ষ লক্ষ
দুর্ভিক্ষে অনশন ক্লিষ্ট ছিল সবে
পেয়ে আশ্রয়—শিক্ষা, পরিপুষ্ট দিনে দিনে
শ্যামল ধরা নত আজি ফল শস্যভারে
চরকা পূজিছে আজি সবে ঘরে ঘরে।

পাগলিনীর প্রবেশ

পাগলিনী। রক্তে ভাসিছে কিন্তু দেশের সন্তান
এত নহে সময় করিতে ভোগ বিলসন।

বিদেশী বর্জ্জন—বাহিরে গর্জ্জন
শুধু তর্জ্জনে কিবা প্রয়োজন।
ধর শক্তি ধর—ঘর আলো কর,
জ্ঞান, শক্তি, প্রেম—জীবনের হেম
সবে জানো এই সার।
ঘরের বরণী—নহে ভোগের তরণী
তারা দিব্য কর্ণধার।
জাননা কি সবে সুজলা মাতৃভূমি
আজ তোদের দোষে অন্ধকার।
কেন এ ঘুম ভাঙ্গেনা
ওরে পুরুষ জাগনা—
ওরে চির অবিনাশী তোরা
দেহ তরে মিছে ভাবনা
প্রাণ যে কভু নিভে না।

যশীমাতা। কে মা কে তুমি?

পাগলিনী। আমি—আমি! কি জানি আমি কে? তাই ত আমি কে—রক্ত লোলুপ পিশাচি—পিশাচি! প্রস্থান।

যশীমাতা। কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে না! ঐ দেখ আমার কেমন সব বীর ছেলেরা আস্‌ছে।

(তীর ছুড়িতে ছুড়িতে বীরবেশে কৃষ্ণের সখাগণের প্রবেশ)

(সকলে সমস্বরে গান)

রক্তনিশা ভোরে ডাকিছে কারা ওরে
মানব কল্লোল উতল কল রোল

নিগিল হাহা স্বর পশিল ঝঞ্ঝা রব
ধ্বনিয়া ওঠে রনি স্বাধীন দেশ বাণী
ছিড়িয়া বন্ধন দলিয়া মরণ
আজি মুক্তি ক্রন্দন দিয়া রক্ত চন্দন
বিজয় সঙ্গিতে টুটিছে শঙ্কা
জাগরে জাগ আজি বাজুক ডঙ্কা।

জনৈক আশ্রমবাসী। আচ্ছা আপনারা সব সাধু, ভক্ত, ধার্ম্মিক, তবে আপনাদের এ বেশ কেন?

জ্ঞানানন্দ। যন্ত্রবৎ চালিত নিয়মে চল্লেই যদি সাধু হয় তবে রেল গাড়ীর চেয়ে সাধু কে? পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে সমাগত রীতি নীতির অখণ্ড অনুসরণই যদি ধর্ম্ম হয় তবে বৃক্ষের চেয়ে ধার্ম্মিক কে? সবে চৈতন্য শালী হও। কেওই নিয়মকে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু চৈতন্যশালী জীব তা পারে। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ সে জীব তত বড়—সেথায় সুখ তত অধিক। ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা—তাই তিনি সর্ব্বোচ্চ।

আশ্রমবাসীগণ। শিক্ষা কাকে বলে মহারাজ। কেই বা প্রকৃত মানুষ এবং সেই মানবের জগতের প্রতি কর্ত্তব্যই বা কি?

জ্ঞানানন্দ। বই পড়ে নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জন করলে শিক্ষা হয় না। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্ত্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাই শিক্ষা। কিন্তু যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ পুরুষানুক্রমে বলপূর্ব্বক নিরুদ্ধ হয়ে এখন লুপ্তপ্রায় হয়েছে? যাহার শাসনে মানুষকে যন্ত্রবৎ পশুভাবাপন্ন করে ফেলেছে সি.কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা—চৈতন্য শক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও ভাল। জীবের বন্ধন খোল—যতদূর পার বন্ধন

খোল—কাদা দিয়ে কাদা ধোয়া নয়। বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কবে কার কেটেছে? আমার মূল মন্ত্র হচ্চে—ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি এবং সুখ স্বাচ্ছন্দের একমাত্র সহায়। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়" এই মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হও—তবেই তোমরা আমার পতাকা বহন করবার উপযুক্ত।

বিজয়ানন্দ। আমরা আমাদের মহাপুরুষ মহাত্যাগী মহর্ষিগণের পবিত্রতা, সঙ্কল্পের একনিষ্ঠতা, তাহাদের স্বার্থত্যাগ এবং যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু মহৎ তৎ সমুদায়ের উপর আত্ম-সমর্পণরূপ তাহাদের জীবনের মহান গুণাবলীর অনুকরণ করিতে পারি—অনাসক্ত নিষ্কাম, নিরভিমাণী হইয়া ধীর নম্রতার সহিত তাহাদের পদানুসরণ করিতে পারি—সত্যকে আশ্রয় করিয়া চলিতে পারি—তবেই ত আমরা মানুষ—নচেৎ মানুষ কিসের?

কৃষ্ণচন্দ্রের আগমন

কৃষ্ণচন্দ্র। কেমন মানুষ! এইবার সব পরিচয় পাওয়া যাবে। নিজের দেশে নিজেরাই মনুষ্যত্ব মনুষ্যত্ব করে লম্ফ ঝম্প করে চিৎকার দিলেই মানুষ হয় না। যুদ্ধ করে রাজত্ব জয়লাভ করতে, দিগ্বিজয়ী হতে, মানুষ হয়ে জন্মেছ—মানব নামের অক্ষুন্ন মর্য্যাদা বজায় রাখতে—একটা দীপ্তি, একটা অনুভূতির ক্ষেত্রে নিজের প্রাণ মনকে ডুবিয়ে দিতে—উজ্জ্বল আলোকের মাঝে আত্মভোলা হতে যদি পারিস্ তবে জানব মানুষ তোরা। এক অপূর্ব্ব শোভন আনন্দ ধাম নন্দন পথে উদয় হ'য়ে তীব্র কটাক্ষ করে আমায় বলে—মানুষ হয়ে জন্মেছিস কেন? আত্মসুখে ভুলে রইলে যে? অধর্ম্ম বিপ্লব, অন্যায় অবিচারের তাণ্ডব নৃত্য—সব নিরবে পশুর মত হজম করছিস, তোদের দেহে কি প্রাণ নেই? রাজার শাসন ও শোষণে চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হাহাকার—তুই তার

কি করলি ? তোর জীবনের একটী মুহূর্ত্তও কি তার জন্য ভেবেছিস্—তোর শরীরের রক্তবিন্দুর এক কণাও কি তার জন্য পাত করেছিস্—না করে থাকিস পশুর অধম ঘৃণ্য কীট তোর স্থান নরকেও নাই। ধর্ম্মই মনুষ্যত্ব—ধর্ম্ম রক্ষাই বীরত্ব। ধর্ম্ম হতেই আমাদের উৎপত্তি, ধর্ম্মই জীবন এবং সোপান। এ যে সে ধর্ম্ম নয়, এ ধর্ম্ম তার বিশাল বক্ষ বিস্তার করে সকলকে আহ্বাণ করছে—সত্য যদি উপলব্ধি করতে চাস, প্রাণের বাসনা যদি মিটাতে চাস—জ্ঞানে, প্রেমে, আনন্দের গভীরতা—জীবনের স্বার্থকতা যদি লাভ করতে চাস, ত আয়, এখনে পূর্ণ হবে—সব মিলবে, এমন কিছু মিলবে যা কোন জগতে কোন কালেও কোন জাতিতে আবিষ্কার করা ত দূরের কথা এরূপ কোন বস্তু আছে বলে তাদের বোধ গম্যই হয়নি। আমাদের সূক্ষ্মশরিরী বায়ুভুক্ত শূন্য বিহারী ঋষি, মুণিগণের লব্ধ জ্ঞানের গভীরতা কতটা সে পবিচয় শুধু সেইই কেবল উপলব্ধি করতে পারে, যে তাদের নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে তত্ত্বানুসন্ধানে যত্নশীল ও অভ্যাসপরায়ণ। শাস্ত্র কি আমাদের খেলনা ভেবেছ। আমাদের সনাতণ ধর্ম্ম—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, প্রেমধর্ম্ম তারে যে ঘৃণা করে তারে শুধু বলব—তুমি বাতুল! তুমি বাহির হতে অন্তরের তত্ত্ব সমালোচনায় প্রবৃত্ত—সে সন্ধান কেমনে পাবে। ধর্ম্ম বলে বলিয়াণ যে সেই মানুষ। অর্থ বলে নয়, লোক বলে নয়, সাদা কালো চামড়ায় নয়। ধর্ম্ম আচারে, ব্যবহারে; লোক শিক্ষায়, কর্ম্মে, লক্ষণে—তার পরিচয়। নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও পরহীতব্রতই পরম ধর্ম্ম। তার স্থান অধিকার করেছে স্বার্থপর সর্ব্বস্ব লুন্ঠনকারী ভোগলিপ্সু সয়তান। এ সয়তানের উচ্ছেদ করতেই হবে। ধর্ম্মতরে প্রাণ দিছে যারা—আর যারা প্রণে মরে আছে—রক্ষিব তাদের। দুষ্টেরে দমিব আমি শিষ্টেরে পালিব। ভক্তের পূজা যেনো আমা হ'তে বড়।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।
(বলিতে বলিতে কৃষ্ণচন্দ্রের নিজমূর্ত্তি ধারণ)

জ্ঞানানন্দ। অথ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো,
নমোঽস্তু তে দেববর ! প্রসীদ
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং,
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ।

কৃষ্ণচন্দ্র। কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো,
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ।

কৃষ্ণচন্দ্রের সখাগণ। ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম,
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ !
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং,
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যং—
অদৃষ্ট পূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা,
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে
তদেব মে দর্শয় দেব ! রূপ !
প্রসীদ দেবেশ ! জগন্নিবাস !

যশীমাতা। বীর সন্তান সবে লহ আশীর্ব্বাদ—

সাফল্য মণ্ডিত হোক জীবন সবার
রণশিক্ষা সমাপণ চরিত্র গঠিত এবে।
(কৃষ্ণপ্রতি) পূর্ণ হল বাঞ্ছা স্বরূপ দর্শনে তোর।
তোমা সবে পাঠাতে সমরে মাতা আজি
আসি ধরি সঙ্গে যাবে তার।

কৃষ্ণচন্দ্র। চল আমরা রাজস্থানের বীর বধূ বিমলাকে, কালাপাহাড়ের লাঞ্ছনা, নিপীড়ণ—সে সিংহ কবল হ'তে উদ্ধার ক'রে আনতে যুদ্ধের প্রথম জয় যাত্রায় অগ্রসর হই। সুভাষ কারাগারবাসে বিবশ, মলিন। রাজরাণী মেরীহার্ট লাঞ্ছিতা। বিমলা জীর্ণাশীর্ণা, রক্তকলেবরা। উদ্ধার সাধনে হে মহামায়া তোমার যোগমায়ায় ভূতলের দিক দিশা কালরাত্রি ঘন অমানিশায় আচ্ছন্ন করে দিও। আবশ্যক কালে নির্দ্দিষ্ট খণ্ডভূমিতে আলোক সম্পাতে কার্য্যোদ্ধারের সহায়তায় নিযুক্তা রহিও। বিশেষ কার্য্য চরণে সপিনু।

(বীর সেনাগণের সমস্বরে গান)

উড়াও আজ শিখিপুচ্ছ নিশান দরিয়ায় জান আনচান,
গুমরি মরে কল্‌জি পিষাণ বন্ধন ভেঙ্গে কর খান্ খান্,
বহ্নি সিন্ধু প্রলয় বিষাণ জাহান্নামে যাক্ শয়তান।

পাগলিনী। আনো মাভৈঃ মাভৈঃ বিজয় মন্ত্র
ধ্বনিয়া ঝনিয়া গর্জ্জি তন্ত্র হেমশিখা আজ নবীণ মন্ত্র
বিশ্ব ধ্বংসী রুদ্র যন্ত্র।

বীর সেনাগণ। রক্ত পাথার রক্ত খেলায় রক্তোন্মত্তা আজি গো মাতায়
সম্বর রোষ দানব বিদ্বেষ গৌরি রূপে বাজাও শুভ শঙ্খ
বন্দে মাতরম্ বন্দে মাতরম্।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালাপাহাড়ের রাজপুষ্পোদ্যান

(কৃষ্ণচন্দ্র ও বীর সেনাগণ বাহিরের ফটক সন্নিকটে)

কৃষ্ণচন্দ্র। প্রহরী বেটারা আফিম খেয়ে ঝিমুচ্ছে, রাত্রিও অধিক হয়েছে। শালাদের কিছুক্ষণ বাদে আর সাড় থাকবে না। সেই সুযোগে বাগানের ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ কর্‌ব, সব সাবধান থেকো। উপযুক্ত সময় বুঝে তির নিক্ষেপ ক'রবে। [প্রস্থান।

ভিতরে

বিমলা। আমি এলেম পাছে দিব বলে প্রাণের ডাকের সাড়া
আজ বয়ে গেল দিবস রাতি কোথায় গেল তারা
নিয়ে এল আঁধার ঘরে নিবিড় অন্ধকারা
ঘনিয়ে এল নীল আকাশে ভরা মেঘের পারা
ওরে আমার হ'ল না যে কাজ যে হ'ল হারা।

১ম বাঁদী। মার বিমর্ষ বদন হেরে আমাদের প্রাণ কেমন হয়ে যায় যে মা!

বিমলা আজ কতদিন কাটল যে হায়
কাছে সে গো পায় না আমায়
পরাণ তাঁহার হতেছে যে কোন সাগরে হারা
ওগো পায় না আমায় তারা।

২য় বাঁদী। লক্ষ্মীমতি! অমন পাগলপানা কেন মা। আপনার স্বামী সুবন্দোবস্তে ভাল আছেন। সংবাদ পেয়েছি, আপনি উঠে বসুন। বেশ ভূষা পরিয়ে দিই, আপনাকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে আনব। ধৈর্য্যশীলা! ধৈর্য্য ধর। সাধ্বী। হতাশ হয়ো না। উঠুন, সান্ধ্য বায়ু সেবনে সুস্থ হয়ে উঠবেন। ভগবান আপনাকে রক্ষা করবেন—শক্তিমতী করবেন।

বিমলা। ভেবে সারা হলেম আমি সেই মুখেরই লাগি,
দিবস রাতি সকল কাজে তারেই আমি মাগি।
তারই আশে থাকি বসে, তার ভাবেতেই প্রাণ যে আসে,
প্রাণ যে কেঁদে বেড়ায় আমার পরাণ কাটির লাগি,
নাই বা হোল কাজ সারা মোর সে যে সকল কাজের কাজী।

(বিমলা শুইয়া পড়িল—বাঁদীগণ ফুলের মালা পরাইতেছে)

(বিমলা স্বপ্নোত্থিত হইয়া)

কোথা হতে কিবা যেন মরিচিকা সম
ভসিল নয়ণে আমার—সত্য, সখী!
স্বামীরে কি পাব পুনঃ ফিরে?
কিবা নিদ্রা বশে কি যেন দেখিনু
আশ্বাসিছেন শ্রীভগবান।
মৃত প্রাণে প্রাণ এল ফিরে,
বল্ না সখি এখন কোথায় তিনি?

১ম বাঁদী। তার কাছেই ত তোকে নিয়ে যাব বলে সাজাচ্ছি, আয়। (ফুলের বেশ করন)

বিমলা। আঃ! ভাল কিছু লাগে না মোর

এ সৌন্দর্য্য সম্ভার !

পুষ্পরাশি বৃথা কেন করিছ চয়ন—

গান

এ কি দেখি নিবীড় ঘন গা জড়ান ধূলো

পরাণ ঢেকে আছে তোদের গভীর আঁধার কালো।

থেকো না এ ঘুমের ঘোরে, ঘন ঘোর আঁধার ঘরে

আনো উষার আলো, প্রাণের প্রদীপ জ্বালো।

আমি প্রেম যমুনায় ডুব দিয়েছি, তোরা কে কে যাবি আয় লো

যমুনার জল বড়ই কালো, ডুবতে যদি পারিস ভাল—

(ও সে) আঁধার মাঝে কি যে আলো, কেমনে জানাব বলো

তখন দেখবি পরপারের আলো, প্রাণের প্রদীপ জ্বালো।

১ম বাঁদী। সবে মিলি আয়না খেলি সখীর সনে ভাই

২য় বাঁদী। মন যে তার হয় না শীতল কোথা লয়ে যাই

৩য় বাঁদী। সেবিতেছি প্রাণে প্রাণে প্রাণ ফিরে না পাই

৪র্থ বাঁদী। মোদের সখী নূতনতর কি করব ভাবি তাই।

কালাপাহাড়ের প্রবেশ

(স্বগত) রাজকোষে রত্ন যাহা ছিল

সেই রত্নে রচিয়াছি রাজ্য এ নবীন।

পরিপূর্ণ এবে রাজ্য ধন রত্নাগারে,

সুগঠিত সুরক্ষিত এ রাজভূমি।

সাধ্য কি কাহার অস্ত্র ধরে আর বার।

মন্ত্রী, ওমরাও, অমাত্যবর্গ, পার্শ্বরক্ষী,

সেনাপতি, কোটী সেনা এ রাজ্য রক্ষায়

নিযুক্ত রয়েছে সবে সতর্ক এবার।
অর্থে—সকলি সম্ভব। শুধু কি অর্থ!
না—তার সঙ্গে স্বায়ত্ত প্রতাপ
এ পৌরুষত্ব নিজের আমার।
(প্রকাশ্যে) বাঁদীগণ? ঘেরি ঘেরি নৃত্য গীতে
শীতল করিতে প্রাণ, এ নবীনার
গাও সবে রসময়ী প্রেমগীতি হার।

(বাঁদীগণের গান)

বরিষে জ্যোছনা স্নিগ্ধ আলোকে
তর তর জল ধারা পুণ্য এ লোকে।
রিম ঝিম রিম ঝিম কুঞ্জ কানন
ঝিকিমিকি রিকিমিকি করিছে কিরণ।
কেয়েলা দোয়েলা মৃদু মধু গুঞ্জনে
কহিছে প্রেমের কথা প্রতি কাণে কাণে।
মন্দ মলয় চলে হেলে দুলে দুলে
ঢলে ঢলে পড়ে আজি মদনেরই ছলে।
ময়ূর ময়ূরী সুখে পিতেছে নয়নে
সবে প্রেমে আছে ভ'রে আজি প্রিয়া সনে
প্রেমগলে বাঁধা বাঁধি, প্রেম খেলা প্রাণ সখি,
খেলিব নাথের সনে মদন লালসে,
তর তর জল ধারা জ্যোছনা হাসে।

কালাপাহাড়। বাঁদীগণ! অবসর লও

(বাঁদীগণের প্রস্থান)

(স্বগতঃ) পূর্ণ মোর মনোরথ—। কিন্তু একি হেরি!
হৃদয়ের একদিক্ শূন্য শ্মশান!
সত্বর সে বাঞ্ছা এবে করিব পূরণ!

হাসিবে কৌমুদী, কেতকী সৌরভ ভরে ছড়াবে মদিরা, গোলাপ নিকুঞ্জে ছুটে যাবে অলিকুল। ঐ কোমলা, সুশীলা, অহো কি সুন্দর!—যেন কোন স্বর্গপুরী সৃজিছে হেথায়। কমণীয় রূপের বিমল আলোকে চারিদিকে যেন হাসির ঝরণা বয়ে যাচ্ছে—কি মধুর তুমি! তোমার নয়নে স্নেহের বিজুরী, অধরে অমিয় সুধার রঙ্গিন উৎস! রক্ত রাঙা চিবুকে ভ্রমরা আজ গোলাপ ভ্রমে চুমু খেয়ে যাচ্ছে। আহা কি সুন্দর তোমার চাহনি। হরিন নয়ণীর নয়ন ছল এত ভেল্কি জানে তা কি আগে জানতাম। ঐ তার ফুল সাজে—মদনের রতিকেও আজ লজ্জায় মুক লুকতে হয়েছে, এ সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার মতই বটে; না—না—আমায় অধীর করে দিচ্ছে।

(প্রকাশ্য) প্রিয়ে! আজি মিটাও পিয়াস আমার!
সুধা গঞ্জিত রঞ্জিত রক্ত—
বিকশিত প্রস্ফুটিত কমল দলে
ভ্রমরা করে মধুপান।
লুব্ধ ভ্রমর—ক্ষুব্ধ চিত্ত আজি,
মধু অন্বেষণে ছিল এতকাল,
কারেও না করেছে গ্রহণ,
না পেয়েছে প্রাণের মতন।
তুমি মোর মধুময়ী, সুধাবর্ষিণী
আশার মুকুল! অয়ি চারুশীলে!
রাজত্ব, রাজসিংহাসন,
সবার উপরে এ রাজমুকুট সহ—

এ তৃষিত জীবন—বিকায়ে ঐ
অতুল পদতল রাতুল শতদলে।
শীতল করিতে চাহি প্রাণ—
অয়ি বিধুমুখী ! সুশোভনে !

বিমলা। মর্য্যাদা সম্ভ্রম সব গেছে বুঝি ভেসে।
বশীভূত হ'য়ে লালস—ইন্দ্রিয় তাড়ণে
মনুষ্যত্ব বিকাতে নারীর চরণে
উন্মুখ যে জন—শোভা নাহি পায় তার
সম্ভ্রম মুকুটসহ এ রাজ ভূষণ।

কালাপাড়। সর্ব্বারাধ্য, সর্ব্বেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ রাজন—
দাস খত লিখে যদি পারে
বিকাতে জীবন রাধার কারণ,
আছে ধরায় কোন জন—হ'তে মহান সে জন,
অধম না হয়, আমি—হীণ ছার !
মানি ত তুমি হলে ধরায় এবার
রাজ্যের সম্রাজ্ঞী, সর্ব্বেশ্বরী !—

বিমলা। অতুল ঐশ্বর্য্য আর রাজ্য বিনিময়ে
সতীর সতীত্ব—বিক্রয় !
কভু নাহি হ'তে পারে,
তুচ্ছ এ রাজ সম্পদ।
যার তেজ—জ্বলিত স্বলন !
কাঁপে ত্রিভুবন, টলে হরির আসন
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, যমের শাসন—
ব্রহ্মার সৃষ্টি নাশে শক্তি ধরে সে।

কালাপাহাড়। বৃথা অহঙ্কার বশে মুখে যাহা আসে
জীহ্বা তোর কহিছে প্রলাপ।
দর্পহারী ! চূর্ণ করিতে এ গর্ব্ব
কাল বিলম্ব না করিবে এবার।

বিমলা। সতী আমি অক্ষুণ্ণ প্রতাপ আমার !
পশুরাজ সিংহ যখন ভ্রমে বনে বনে
অনিষ্ট আশঙ্কা কভু নাহি পড়ে মনে
দুর্ব্বল মূষিক সম কীট হেন হ'তে।

কালাপাহাড়। পশুরাজ কেবা কোন জন ?
পায়ে দলে চলে যায়,
যা ইচ্ছা সে করে এ ধরায়,
পরিচয় !—মহত্ব তাহার,
রাজগর্ব্ব ভরে দুর্ব্বলের প্রতি
সে দৃষ্টি নাহি করে।
স্বাভাবিক উদার প্রকৃতির বশে
শিকারীর করায়ত্ত কীট, আশ্রিত জনেরে
সে ভ্রূক্ষেপ না করে।
এক অঙ্গুলি সম্পাতে
যে গর্ব্ব হয়ে যায় খর্ব্ব
গর্ব্বিণী ! তুমি মোরে উপহাস কর।

বিমলা। উপহাস ! শুধু হাসি বচনে তোমার
এত আড়ম্বরে কোন প্রয়োজন।
কোন শক্তে শক্তিমান হে দানব
দেব, দৈত্য, দক্ষ, যক্ষ, দানব, মানব,

সার ছুটা ছুটী—নিষ্ফল জীবন।
কভু গর্ব্ব না হয়েছে খর্ব্ব—সতীত্বের মান—
সতী, সীতা, সাবিত্রীর জীবন প্রমাণ।

কালাপাহাড়। দানবে করেছে খর্ব্ব
করিবে খর্ব্ব পুনঃ মানবে এবার। (ছুটিয়া ধরিতে উদ্যত)

বিমলা। হা! হা! হা! অসুর লোলুপ!
নিজ মৃত্যু কেন আজি আনিছ ডাকিয়া,
কভু না পারিবে—কোটী জীবনেও নহে।
সতীর জাজ্জ্বল্য কীর্ত্তি প্রথিত ধরায়।

কালাপাহাড়। এইবার রক্ষা কর সতীত্ব তোমার।
আর দেখি কে রক্ষা করে
লহ শরণ ঈশ্বরে তোমার!
যাঃ এ কি হ'ল!—
হঠাৎ চন্দ্রালোক কোথায় লুকাল!
ঘন ঘোর ঘটাচ্ছন্ন চৌদিকে আঁধার
কিছু নাহি দেখি আর নয়নে আমার।
(বীর সেনাগণের তীর নিক্ষেপ)
কোথা হ'তে ছুটে আসে ঘন ঘন শর,
বিঁধিছে গায়, রক্তে ভাসিছে অঙ্গ
শুষ্ক হ'য়ে আসে জিহ্বা বাক নাহি সরে
এ মায়া মরিচিকা!—না সতীর প্রতাপ!

বিমলা। সতীর প্রতাপ, মরীচিকা—ঈশ্বরের ইচ্ছা!

কালাপাহাড়। বড় যাতনা! উঃ! বড় যাতনা ক্ষমা কর—
ক্ষমা কর মোরে। (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

বীর সেনাগণের প্রবেশ

কৃষ্ণচন্দ্র। মা আমাদের সঙ্গে শীঘ্র চলে আসুন, আপনার কোন ভয় নেই।

বিমলা। কে ? তোমরা কারা !

কৃষ্ণচন্দ্র। সে সব পরে শুনবেন, বাঁচতে চান ত নিরবে চলে আসুন।

বিমলা। আমার স্বামী ?

কৃষ্ণচন্দ্র। বিলম্ব করবেন না শীঘ্র চলে আসুন, সে সব পরে শুনবেন।　　(বিমলা, কৃষ্ণচন্দ্র ও বীরসেনাগণের পলায়ণ)

মেরীহার্টের প্রবেশ

কিসের যেন ক্রন্দনধ্বনি কানে পৌঁছল। খস খস সড় সড় করে কাদের পদধ্বনি ! পাশ দিয়ে সব সরে গেল ; অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলুম না। এই জোছনা হাসছিল, এই বাগানে সখীদের নাচ গান হচ্ছিল—সব কোথায় মিলাল। হঠাৎ চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এলো। উৎফুল্ল রজণী এ কি বিভীশিকাময় হ'য়ে উঠল। বড্ড ভয় হচ্ছে—ওকি কে ? কে গুমরি উঠে ? ওখানে ও কে ? কাঁদে কেন ? প্রহরীগণ ! বাঁদীগণ ! কে আছ শীঘ্র এস

আলোক হস্তে প্রহরীগণের প্রবেশ

জনৈক দেশীয় প্রহরী। এঁ্যা কে ? রাণীমা ? এত রাত্রে ? কি হয়েছে মা ? এখানে বাগানে !

মেরীহার্ট। দেখত ওখানে ওটা কি নড়ছে ?

(সকলে অগ্রসর হইয়া)

প্রহরীগণ। এ্যা! ঐ রাজাবাবু যে—

মেরীহার্ট। সে রাজবধূ বিমলা ছিল না এখানে—আর বাঁদীগণ?

জনৈক পশ্চিমা প্রহরী। নাচ'গানা হুয়া ফীন পিছে শুনে গিয়া, উস্কো ছুটী মিলা হুয়া। হিয়া বিমলা বিবি ত থা, আভি দেখ্‌তা ত নেই?

রাণীমা। বেটারা আফিম খেয়ে ঝিমচ্ছিস বুঝি?

অপর প্রহরী। আরে রাজা বাবুকো আঙ্গমে সব বানবিদ্ধ হুয়া হ্যায়। রক্তনিকৃলাতা, এ কেয়া সব আশ্চর্য্য মালুম হোতা। (অঙ্গ হতে বান তুলিয়া লওন ও জল সিঞ্চন)

মেরীহার্ট। আঁ্যা!—বেশ হয়েছে। উপযুক্তই ফল? সবে সুরু হয়েছে—এখন হয়েছে কি? দেখ তোর শেষ কি হয়।

কালাপাহাড়। আমার প্রাণ থেকে প্রাণকে ছিনিয়ে নিলে কে? (ঈষৎ জ্ঞান লাভ করিয়া) ঐ—ঐ রাক্ষসি! ওই আমাকে খেয়েছে। ওরই ষড়যন্ত্র। প্রহরীগণ! যাও রাণীমাকে বন্দী ক'রে রেখে এস। ও রাণীমা নয় রাজ্যধ্বংসিনী শয়তানি। আজ আমাকে খেতে বসেছিল কোন্ দিন এ রাজ্য সব গ্রাস করবে। না বিলম্ব করো না—যাও

মেরীহার্ট। হা! হা! হা! রাক্ষসি! শয়তানী! এখন তা ত হবই। আমি না থাকলে এই মুহূর্ত্তেই তোর প্রাণবিয়োগ হ'ত, তা জানিস। নজর বন্দীতে থেকে সূর্য্যের ছাওয়া পর্য্যন্ত পরশ করতে পাই না। আমার ষড়যন্ত্র—না ভগবানের কালরূপ দণ্ড তোকে গ্রাস করতে আস্‌ছে।

কালাপাহাড়। (বিভীষিকা দর্শন) ঐ! ঐ! যাও যাও সব পালাও! না—না আমার মাথাটা একটু গরম হয়ে গেছে। প্রহরীগণ! আমায় খাবার জল এনে দাও—আর মেরীহার্ট! এই গভীর রাত্রে স্বাধীনভাবে এস্থলে কি অভিসন্ধিতে? বন্দিনীর কার্য্য বটে!

মেরীহার্ট। কর্ণে কার আর্ত্তনাদ আসিয়া পশিতে

ছুটে এনু উদ্যান ফটকে—দেখিনু
অন্ধকারে গা ঢাকি সরে গেল কারা
ছিল প্রহরীগণ ঘুমে অচেতন
ভয় পেয়ে ডাকিনু ওদের !

(জনৈক প্রহরীর জল লইয়া প্রবেশ ও কালাপাহাড়ের হস্তে প্রদান, কালাপাহাড় পান করনান্তর)

কালাপাহাড়। প্রহরীগণ ! বিমলা কোথায় ? কেমন সব পাহারা দাও। আর আমায় এ বাণ বিদ্ধই বা কে করলে ? তোমাদের কি পুষে রাখা হয়েছে শুধু ভাঙ্ খেয়ে ভুড়ি বাড়াবার জন্যে, আর আফিম খেয়ে ঝিমুবার জন্যে ? শীঘ্র সম্মুখ হতে সব দূর হয়ে যাও। সেনাপতি ও পার্শ্বরক্ষিদের আস্‌তে আমার আদেশ জানাবে।

জনৈক প্রহরী। যো হুকুম খোদাবন্দ !

কালাপাহাড়। এই বিবিকো বন্দি করকে লে যাও।

[প্রহরীগণ বন্দী করিতে উদ্যত]

মেরীহার্ট। খবরদার ! প্রাণদান করিনু তোর, এই ফল তার ! এতদূর অপমান ! বার বার সহ্য নাহি হয়।

(একটা বাণ কুড়াইয়া লইয়া বুকে বিদ্ধ করিতে উদ্যত)

জনৈক দেশীয় প্রহরী। (হস্তধারণ) কি করেন রাণী মা !

(হাত হইতে বাণ কাড়িয়া লইয়া)

চলুন রাজ অন্তঃপুরে,
পুরবাসিণী আপনি—
কেন এসেছেন হেথায় ?

মেরীহার্ট। শয়তান ! উঃ ! এত শয়তানি মোর সনে

প্রহরীগণ! ঐ কামাতুরে—
হিংস্র বর্ব্বরে, চিন নাই এখনও
মোর স্বামী মহান রাজনে—
কৌশলে পাঠায়ে সমরে
করিল নিঃশেষ জীবনের জীবনে আমার।
শেষ চায় করিতে—হৃদয় সঙ্গিনী তার,
নিষ্ফল প্রয়াসে—জীবন বিকাতে
এবার রাজ-বধূ বিমলা চরণে,
কল্পনার জালে রচেছিল মায়া—
সতীর প্রবল প্রতাপে উপযুক্ত শাস্তি!
এখনও জ্ঞান হয় নাই তোর—
ওরে নরভুক!

দ্বিতীয় দৃশ্য

নর্ম্মদা তীর কালী মন্দির

গান

বিমলা। কাটল যে হায় জীবন ফেলায় তারই শুধু আশে
সকল দিকে নয়ন পাতে সেই শুধূ ভাসে।
ঘুমের ঘোরে স্বপন মাঝে
পাই যে আমার হৃদয় রাজে
ভাঙ্গলে পরে চমকি উঠি, বড়ই বেদন বাজে
ভরম ভরি ভাজে হিয়া, মরম কহি কাকে,
প্রাণ যে কাঁদে শুধু আমার কাঁদে তারই আশে।

বিমলা। এ সব কি? কারা এরা? এ কোথা আমি! এ কি স্বপ্ন! না ইন্দ্রজাল! প্রেমের মুরতি ঐ বালক, ও কে? নবীন নিন্দিত রক্ত-কমল করে বাঁশী অধরে ধরি বাজাইছে বেণু, সুখে অন্তর আমার হয়ে যায় লীণ্—মুরলীর রবে জ্ঞানহারা হয়ে যাই। অমৃত বর্ষিণী ঢালে প্রাণে অমৃতের ধারা। ঐ যা সব শূন্যে মিলাল! কৈ আর ত কাকেও দেখ্‌ছি না। কৈ কিছুই ত শুনি না। ঐ কে আসছে না?

যশীমাতা। অমন করে কি দেখছ? কি ভাবছ দিদি?

বিমলা। এখানে কৃষ্ণ কোথা হতে এল? সে ত থাকে গোলকেতে বৈকুণ্ঠের উপরি দিব্য জ্যোতির্ম্ময় এটা কোন্ দেশ? কে তুমি? (চমকিত হইয়া) ঐ! ঐ! ঐ যে! শ্যামরূপ গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর। আবার মিলাল কোথায়?

যশীমাতা। আহা! মুখ শুকিয়ে গেছে, কিছু খাবে চল।

বিমলা। আগে বলুন কে আপনি? এ কোন দেশ?

যশীমাতা। আমার স্বামী এ দেশ গড়েছিল, তাই তিনি মারা যাবার পর তাঁর নামকরণে এ দেশের নাম হ'ল মাধবপুরী। এখানে এলে মানুষ দ্বেষ, হিংসা সব ভুলে যায়, এটা শান্তি নিকেতন।

বিমলা এটা বঙ্গভূমি ছিল বলে মনে হচ্ছে।

যশীমাতা। হ্যাঁ মা, আমরা উভয়ে সাধনা করতে রাজ্য ছেড়ে এই নির্জ্জন নদীতীরে মন্দির স্থাপনা করি।

বিমলা। কি উদ্দেশ্যে মা!

যশীমাতা। দেশের অশান্তি, রাজার অবিচার, এই সবে—প্রাণ বড় কাঁদত। এর প্রতিকারের কি কোনও উপায় নেই, তাই দেখবার জন্য ও শ্রীভগবানের করুণা পাবার জন্য আমরা এখানে চলে আসি।

বিমলা। আমি যার সঙ্গে এলেম সে কোথা গেল?

যশীমাতা। ঐ যে আসছে।

বিমলা। ও ছেলেটীর সঙ্গে আমার শ্যামের সঙ্গে বেশ তুলনা হয়। আমার শ্যামেরই মত মধুময় সে, দেখলে জুড়ায় আঁখি।

যশীমাতা। ও আমার ছেলে মা! এখন চল, কিছু খাবে চল।

বিমলা। কৈ আমার স্বামী এখনও এলেন না কেন?

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবেশ

কৃষ্ণচন্দ্র। মা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি নিশ্চয়ই আপনার স্বামীকে উদ্ধার করে এনে দেব। এখন দেহ রক্ষার জন্য কিছু আহার করুন। কতদিন খান নি—যান, আমার মার সঙ্গে গিয়ে কিছু জলগ্রহণ করুন। চিন্তা করে করে আপনি কেমন হয়ে গেছেন। অত ভাববেন না। শীঘ্রই আপনার স্বামীকে ফিরে পাবেন।

বিমলা। বৎস! স্বামী মুখ না দেখে জলস্পর্শ না আসে আমার।

কৃষ্ণচন্দ্র। আপনার স্বামী কুশলে আছেন। যৎকিঞ্চিৎ আহার গ্রহন করুণ, এতে কিছু দোয হবে না।

যশীমাতা। তোর স্বামীকে যদি দেখতে চাস ত কিছু খাবি চল। না খেয়ে মরে গেলে কি সে মুখ আর দেখা হয়ে উঠবে। নে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

জ্ঞানানন্দের প্রবেশ

জ্ঞানানন্দ। আমাদের সব সতর্ক থাকতে হবে। চারিদিক সুরক্ষিত করতে হবে, নইলে প্রভু কার্য্য সম্পন্ন করা অসম্ভব হবে।

কৃষ্ণচন্দ্র। প্রহরীদের হুকুম দাও, অচেনা লোক দেখলে আমার নিকট বন্দী করে আনবে। আর জঙ্গলের ধারে ধারে কড়া পাহারা দেবে। তারা সন্ধান করে আসবার পূর্ব্বেই আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে, তাদের রাজত্বে বীর দর্পে ঢুকে তাদের আক্রমণ করে—

সুভাষকে উদ্ধার করব। তোমাকে মন্ত্রীত্ব পদে অভিষিক্ত করব। সখ্যতাসূত্রে সন্ধিপত্র লিখিয়ে রাণীমাতা মেরীহার্টকে রাজাসনে বসিয়ে সৌহৃত্ত্বময় স্বাধীন রাজত্ব স্থাপনা করব। এই প্রতিজ্ঞা—প্রাণ যাবে ভঙ্গ না হবে। যাও জ্ঞানানন্দ যুদ্ধে অগ্রসর হও, সময়ে আমার সাক্ষাৎ পাবে। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নি বোধতঃ।

(জ্ঞানানন্দের প্রস্থান)

রণসাজে পাগলিনীর প্রবেশ

পাগলিনী। ঝম্পা জগ ঝম্প ঝোর
ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন্ ঝঞ্চনা ঝাঁঝর
ঝিম্ ঝিন্ ঝিম্ ঝিন্
রিনি রিনি ঝিম্ ঝিন্
রিনিকি রিনিকি ঝিনি
রিনি ঝিনি ঝিনি ঝিনি
ঝিল্লির ঝিমানী ঝিনি ঝিনি
রিনি রিনি ঝন ঝন ঝোর—
বিপ্লবের লাল ঘোড়া বিদ্রোহী মোর
রক্ত অশ্বের রক্ষী মায়াবিনী !
আজি ডাকে তোর।

কৃষ্ণচন্দ্র। স্বেচ্ছাচার ছন্দে নাচি
দুরন্ত উল্লাসে হাঁকি
দাব দাহে পুড়ায়ে অঞ্চল
দুর্যোগে খেল'—মৃত্যুখেলা, কেগো তুমি ?
ঝর্ণাঘরা ঘুর্ণনিয়া প্রিয়া !

পাগলিনী। এসেছে পুরবী বালা

ঝিমিকি ঝিমিকি ঝিন্
ঝমর্ ঝমর্ ঝন্, ঝনন্ ঝনন্ ঝন্
বন্ বন্ শন্ শন্ ঝন্
রক্তবসনা বিরহিনী এলোকেশী তোর।

কৃষ্ণচন্দ্র। পাগলিনী! কেশে ধূলি
চোখে তোর মায়ামণি ঝলে।

পাগলিনী। জলনাগনাগিনী ঘাঘরীর ঘূর্ণিবালা আমি
লাগাও ঘূর্ণি ধাঁধাঁ নয়নালোকে মোর!
হাসির হর্‌রা হানি ও মনচোর!

কৃষ্ণচন্দ্র। মায়াবিনী! মুঠি মুঠি ছুড়ে মার রাঙা পথ ধূলি
পদ্মবনে আলু থালু খোপা পড়ে খুলি।

পাগলিনী। রক্তে মোর শুনি আকর্ষিণী
দিকে দিকে প্রলয়ের বাণী
বিশ্ব, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা পদভরে ত্রাসে
রক্ত গঙ্গা নিপীড়িত লোহিত বিকাশে
তুমি মোরে পাগলিনী! মায়াবিনী! বল।
যমের আরক্ত ঘোর মশাল নয়ন।

কৃষ্ণচন্দ্র। শিরে মোর শিখিপুচ্ছ শ্রীঅঙ্গ ভূষণ
শনির অশনি ঐ নাগ শিরস্ত্রাণ
যাহা সৃজনের বুকে আনে প্রলয় বিষাণ.
অসি তব—বাঁশী মোর সৃজন কারণ।

পাগলিনী। বজ্র বায়ু দন্তে দন্তে ঝঞ্ঝনা ঝাপটে
ঘর্ষি চলি ক্রোধে—নিয়তি আমি
সৃষ্টি করিব রোধ এবে।

কৃষ্ণচন্দ্র। খল্ খল্ অট্ট অট্ট হাসিনী!
ওরে পাগলিনী! ঐ তোর তটিনীর—
নাচন সুখ লাগে মোর ভাল
প্রিয়ে! মোর এলো মেলো গান গেয়ে চল।

পাগলিনী। হে নবীন পরম পুরুষ
কণ্টক আশঙ্ক! ওরে নির্ভীক
ওরে বিদ্রোহধ্বজি! ধিক তোরে ধিক—

কৃষ্ণচন্দ্র। পাগলিনী প্রাণভরে পিয়ে নেরে
আজ মৃত্যু ঘন ক্ষীর।

পাগলিনী। পাষাণে পাঞ্জা বিলকুল ঢাক
মাথায় রুদ্র তাজ—
সখা! সুখের লালস শেষ করে দে
শেষ করে দে আজ।

তৃতীয় দৃশ্য

যুদ্ধস্থল—রাজপথ

জ্ঞানানন্দ। ত্রস্ত বিধ্বস্ত সবে। সৈন্যক্ষয় ও অসম্ভব হ'ল, কি করি এখন।

দূতের প্রবেশ

জ্ঞানানন্দ। কি সংবাদ বিজয়ানন্দ।

বিজয়ানন্দ। বিপক্ষের সেনা অহোরাত্র যুদ্ধে ঈষৎ ক্লান্ত। সকলে শিবিরে বিশ্রাম করছে। আমাদের পলায়োন্মুখ মুষ্টিমেয় সৈন্য দেখে নিদ্রা যেতে তাচ্ছিল্যভরে উপহাস করে।

জ্ঞানানন্দ। আমাদেরও সৈন্যব্যূহ ঐ ফিরে আসছে। দেখি কি উপায় অবলম্বন করি। (বীরসেনার প্রত্যাবর্ত্তন)

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবেশ

কৃষ্ণ। কি ভগ্নোদ্যম দেখি যে সবার।
যুদ্ধ ছেড়ে ফিরলে যে—
জ্ঞানানন্দ! কি কারণ?
শিকারীর করায়ত্ত কীট ভাবি
তারা অবজ্ঞাভরে সগর্ব্বে মনসুখে
শিবিরে করিতে বিশ্রাম—
সব করে উপহাস।
বিজীত গর্ব্বোন্নত ভাব সবাকার।
আর তোমরা কৃপাভিক্ষুক বন্দীসম
হেটমুখে ফিরিছ হেথায়।
সেনা বটে মোর!
উচ্চ শির অবনত করে
প্রাণে বেঁচে আছ।
আমার সৈনিক তোরা?
আত্মসম্ভ্রমহীন! ভীরু, কাপুরুষ!
মোর সৈন্য বলে পরিচয় দাও।
উপযুক্ত প্রতিদানে গর্ব্বিত রাজারে
শিক্ষা দিতে রক্তগঙ্গা বহিত যদ্যপি,
প্রাণ হ'ত নিঃশেষ সবার,
তবে নিভিত মোর ক্রোধাগ্নি কিঞ্চিৎ

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ সখা! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে!
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

জ্ঞানানন্দ। কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব দেখি।

কৃষ্ণচন্দ্র। অসম্ভব! হেনবাক্য উচ্চারিল
জিহ্বা তোর—জ্ঞানানন্দ!
জয় পরাজয়ের চিন্তা প্রাণে যার
সে সখা সম্মুখে আমার।
আত্মজয়ী হয় নাই যে
রাজ্য জয় কিসের আশায়,
আকাঙ্খার নিবৃত্তি নাহি যার মনে
সে আসে সৈনিক হ'তে সমর প্রাঙ্গণে,
সন্ন্যাসের অধিকারী হয়েছে যেজন
জিতেন্দ্রিয়, কর্ত্তব্য পালনে নির্ভীক
সেই উড়াবে নিশ্চয়
বিজয়ের গৌরব নিশান।
বাজে রণভেরি প্রাণের তরঙ্গে
ছুটে যাই চল সবে, জয়—
কিবা পরাজয়—কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য,
শুধু রক্ষা কর ধর্ম্মেরে আমার।
মানবেরে পশুত্বে ক'রো না বিলীন।
দেহ ছার—জীবন, যৌবন
নিষ্কাম কর্ম্মী ত্যাগী বীর ত্রিজগতে মহান
সবে আর্য্য বংশধর! রাখ আর্য্যের সম্মান,
অনার্য্য ব্যবহারে—

কালামুখ পোড়ায়ো না আর।

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব,

জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

খাঁড়া হাতে রণসাজে পাগলিণীর প্রবেশ

বাজাও বিষান, উড়াও নিশান, রক্ত ফোয়ারায় বহির বাণ।

খোল তোরণ, চল বরণ, ছুটে যা সবে বীর প্রাণ।

রক্ত সুরায় ত্রস্ত বিধাতা—বর্জ্জন নয় অর্জ্জন,

গৌরব যায় যায়, শির চায় আজ মায়।

হৈ হৈ রব, ঐ ভৈরব, জাগে মহাকাল,

ওঠা ওঁকার রণডঙ্কা, ঘুচে যাক সব শঙ্কা।

রণবাজা বাজা ঘন ঘন, ঝন্ রণ্ রণ্ ঝন্ ঝন্,

দমকি দমকি গমকি গমকি, ঘন রণকাড়া নাকাড়ায়।

দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিন্ দ্রিম্, দ্রামা দ্রিমি দ্রিমি

গম্‌কি গম্‌কি, বহ্নি ফিণ্‌কি চম্‌কি চম্‌কি

ঢাল্ তলোয়ার খান্ খান্, রণবাজা বাজা ঘন ঘন।

ওরে রক্ত রুদ্র উল্লাসে মাতি, কড় কড় বাজা রণবাজা।

বিষ নিঃশ্বাসে মারি ভয় আনে অরাজক আজি ঐ রাজা।

মম ধূর্জ্জটী শিখ করাল পুচ্ছে, বেঁধে উড়াব তারে ঘুরায়ে উচ্চে,

মম বিষাক্ত রিরি রিরি নাদ, সব বিশ্ব ঘোরার প্রনব নিনাদ।

রণ রঙ্গিণী নাচে সঙ্গিনী সাথে, ধক্ ধক্ জ্বলে জ্বল্ জ্বল্।

রণে কড় কড় কড়া খাড়া ঘাত, তাথৈ তাথৈ খল্ খল্।

আজি অগ্নি কেতন উড়াব, জাহান্নামে আজ চুষে খাব।

[পাগলিণীর প্রস্থান।

(বীর সেনাগণের সামরিক গান)

মাভৈঃ মাভৈঃ বজ্রশিখা জ্বলে ঐ মাভৈঃ মাভৈঃ
বাজ্‌রে বিজয় ধ্বনী ঝাজর ঝমর ঝম্
তাথৈ তাথৈ লালে লাল হোক আজ।
ওঠরে ওঠ, ছোটরে ছোট, ঘর ঘর সব দীপ জ্বালাও
আজ আমাদের খুন ছুটেছে, সামনে থেকে সব পালাও।
মার দিয়া ভাই মার দিয়া, দুশমন সব হার গিয়া
কেল্লা ফতে হো গিয়া, হিপ হিপ হুর্‌রে
হিপ হিপ হুর্‌রে দ্রাম দ্রাম দ্রাম
লেফট রাইট লেফট দ্রাম্ দ্রাম্ দ্রাম্।

(দূরে কালাপাহাড়ের সেনাগণকে আসিতে দেখিয়া)

কৃষ্ণচন্দ্র। ঐ ঐ কাল বিলম্ব নয় শীঘ্র চল। (বেগে ধাবিত হইল)

(কালাপাহাড়ের সেনাপতি ও সৈন্যগনের প্রবেশ)

সেনাপতি। দূত! সময়ে সংবাদ দিয়েছ তুমি—পুরস্কার নাও, ঐ ঐ—এল বলে, বাজাও রণভেরী—সবে অস্ত্র উন্মুক্ত কর।

(উভয় দলের বিপুল যুদ্ধে সংঘর্ষ)

জ্ঞানানন্দ। সব নিঃশেষ ঐ পালাচ্ছে—-সেনাপতি না?

কৃষ্ণচন্দ্র। শীঘ্র যাও পালাতে দিও না বন্দী করে আন।

(সেনাপতি কালাপাহাড় প্রদত্ত সমরজাল নিক্ষেপ, নিষ্ফল ও বন্দী)

কৃষ্ণচন্দ্র। সেনাপতি! তোমাদের সেই নরাধম বন্য পশুরাজ কোন গহ্বরে লুক্কায়িত।

সেনাপতি। তিনি আহত দেহে রাজ আসনে উপবিষ্ট।

কৃষ্ণচন্দ্র। সেই রাজদরবারে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

চতুর্থ দৃশ্য

কালাপাহাড়ের রাজ দরবার

(সিংহাসনে উপবিষ্ট আহত দেহে কালাপাহাড়—দুইপাশে পার্শ্বরক্ষী)

কালাপাহাড়। (স্বগত) বড় গেছে—খাঁচার পাখী, কত ক'রে সাধলুম। কোন দিক দিয়ে কি যে হ'য়ে গেল, সব আশ্চর্য্য! বড় আশ্চর্য্য! সন্ন্যাসীর দলেরা যে শেষ এই ক'রবে, তা ভাবতে পারিনি। তাদের ভেতরে ভেতরের মতলব তারাই জানত। কি ক'রে কোথা হ'তে কবেই বা এমন সব বীর যোদ্ধা হ'য়ে উঠল! ভাববার বিষয় বটে! আর এখন দেখছি, গেরুয়া টেরুয়া ও সব ভড়ং, সুন্দরী ভোগ, আর রাজা হওয়ার লোভ দেখছি ঐ সব সাধুগুলোর ভেতরেও ষোল আনা। তা যাই হোক, সেনাপতি ও সৈন্যবর্গ তাদের যে দমন ক'রতে বেরুল, আজ দু'দিন হ'য়ে কোন খবর নেই। মনটা বড় উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠছে। অন্য কোন শক্তি-শালী রাজা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে না ত? কি উপায় করি নিজেও আহত, আধমরা, রুগ্ন। দূতেরও দেখা দেই।

কৃষ্ণচন্দ্র ও সেনাপতির প্রবেশ

কালাপাহাড়। এই যে সেনাপতি মশায়! কে এই তরুণ যোদ্ধা? বন্দী ক'রে এনেছ বুঝি?

কৃষ্ণচন্দ্র। হ্যাঁ পশুরাজ—বন্দী! পার্শ্বরক্ষীগণ তোমাদের রাজন্‌কে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। (ছুড়িয়া শৃঙ্খল নিক্ষেপ)

কালাপাহাড়। এ্যা!—তবে কে? সেনাপতি! ঐ শৃঙ্খলে যুবককে——পার্শ্বরক্ষীগণ বধ কর। (পার্শ্বরক্ষীগণ বধে উদ্যত)

কৃষ্ণচন্দ্র। (বংশীধ্বনি করণ) খবর্দ্দার!

জ্ঞানানন্দ ও বীর সেনাগণের প্রবেশ

(বীরসেনাগণ চারিদিক হইতে আসিয়া পার্শ্বরক্ষীগণকে নিহত করণ)

কৃষ্ণচন্দ্র। জ্ঞানানন্দ! কালাপাহাড়কে বন্দী কর। (বন্দী করণ) বিজয়ানন্দ! এই সেনাপতিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। মেরীহার্ট ও সুভাষকে উদ্ধার করে আন্‌বে ও অপর কয়েদীদের কারামুক্ত করে দেবে। বীরসেনাগণ! আদেশমত কার্য্য পালন না কর্‌লে এই সেনাপতির শিরচ্ছেদ কর্‌বে। (বিজয়ানন্দ কয়েকজন বীর সেনা ও সেনাপতির প্রস্থান)

কালাপাহাড়। একি দেখি বালকে!

শ্যামরূপ—চক্রপাণি কেন?
ক্ষমা কর, গর্ব্বভরে করেছিনু হেলা,
আঁখি খুলে দেখি নাই কেবা সবে তোমা
পরধর্ম্ম গ্রহণে দোষী আমি
হেরি বিভীষিকা চৌদিকে আমার
ক্ষমা কর ভিক্ষা মাগে অপরাধী—
অধম এ দাস তোমার—একি দেখি!
দেখিয়া বালকে—
পূর্ব্ব ইষ্ট হতেছে স্মরণ।

কৃষ্ণচন্দ্র। উপযুক্ত শাস্তি ভাগ্যে আছে তোর—
মাতা মেরীহার্টে করেছ লাঞ্ছনা
বিমলারে কটুবাক্যে মর্ম্মপীড়া
দিয়েছিলে তুমি—মোর কিছু রোষ নাই,
অপরাধ ক্ষমে যদি তারা, ক্ষমিব আমি।

(বিজয়ানন্দের সহিত মেরীহার্ট ও সুভাষের আগমন)

মেরীহার্ট। একি দেখি! কে এই কিশোর বালক?

মাধুর্য্য মণ্ডিত অনুপম রূপ !
বিমল আনন্দ আসে হেরিয়া বালকে
দেব সম যীশু সম হেন মনে লয়।
বাঁচাতে অবলার প্রাণ, তাই বুঝি
এসেছেন অনাথের নাথ !
অনাথিনী—শরণাগত।

কৃষ্ণচন্দ্র। এই রাজ আসনে বসে এখন শান্তিতে মা আপনি রাজ্য সুশাসন করুন। এই সমস্ত সৈন্যগণ রাজ্য রক্ষা করবে, আর আমার প্রিয় সখা জ্ঞানানন্দ মন্ত্রিত্বের পদ অভিষিক্ত করবে। আপনি মন সাধে নির্ব্বিবাদে ইচ্ছামত আধিপত্য করুন, কেউ বাধা দিবে না।

জ্ঞানানন্দ। কি আদেশ মা আমি সন্তান তোমার।

মেরীহার্ট। কি মিষ্ট বাক্য। (কৃষ্ণ প্রতি) বৎস তোমার নাম কি

কৃষ্ণচন্দ্র। মা আমার নাম কৃষ্ণচন্দ্র এই জ্ঞানানন্দ আমার সখা।

মেরীহার্ট। ঐ মধুমাখা চাঁদ পানা মুখ দেখে
রাজ সিংহাসন তুচ্ছ মনে হয়।
মা বলে শূন্যে কোথা হতে—
কে যেন ডাকিল আমায় !
কি মধু বুলি—ভ্রম হতেছে
যেন কোথা লয়ে যায়।
বৎস ! রাজ সিংহাসনে
বাসনা নাহিক আমার।
তোর মা ডাকে আমার জুড়ায় অন্তর।
তোর বাৎসল্যে ডুবে রই
নিয়ে চল শান্তির আলয়ে—

ভাল লাগে না মোর রাজ দরবার।

এ রাজসিংহাসন,—পুত্রহারা আমি।

কৃষ্ণচন্দ্র। রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কিছুকাল এখন

তোমার বিধির লিখন—

জ্ঞানানন্দ পুত্র সম

এই পুত্রে বসায়ে সিংহাসনে

অবসর লই'ও তখন।

উপস্থিত কার্য্য—কালাপাহাড়ের বিচার।

মা যে আদেশ দিবেন

তাই পালিত হবে—বিচার করুন।

মেরীহার্ট। (স্বগত) সেই কামান্ধ, লুব্ধ, নরাকার পশু!

রাণী আমি! বন্দী করি আপন আলয়ে,

দুর্বৃত্ত কয়েছিল অকথ্য কথন—

হৃদে বিঁধে আছে সেই—

ব্যঙ্গতা ব্যঞ্জক অশ্লীল ভাষণ—

মোর স্বামী হন্তা ষড়যন্ত্রকারী!

(প্রকাশ্য) ঐ অসুর লোলুপে রাজপথে অর্দ্ধ প্রোথিত, সর্ব্বাঙ্গ লবণাক্ত করে হিংস্র নরভুক জন্তুকে দিয়ে দংশন করাও। নীচাসক্ত অবিবেকী কীটের ও অধম তুই তোর উপযুক্ত দণ্ড এই। (কৃষ্ণ প্রতি) বৎস! আর কি হ'তে পারে তুমিই ওর শাস্তি দাও। ওকে দেখ্‌লে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠে। যাও যাও ওকে সামনে থেকে——

কৃষ্ণচন্দ্র। জ্ঞানানন্দ! এই নির্ভীক দুরাত্মনকে সম্মুখ রাজপথে হস্তী পদতলে নিক্ষেপি প্রাণদণ্ড এই আদেশ। যাও নিয়ে যাও। আর মা আমি চল্লাম। অনেক কাজ আছে মোটেই অবসর নেই যে এই মহোৎসবে

যোগদান করি। বিলম্ব করলে অনর্থ ঘটবে। মা না খেয়ে পথ চেয়ে বসে আছেন, কে জানে বিমলা কেমন আছে। এই যে সুভাষ—

সুভাষ। (স্বগত) উঃ! মনে পড়ে সেই বাণী! কোথা তুমি?

অর্দ্ধাঙ্গিনী জীবনের সঙ্গী মোর।
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে প্রাণ কাঁদিত কারায়,
অভয় বাণী তোমার সৃজে ছিল
এ প্রাণে উৎসাহ দ্বিগুণ—
কিন্তু ভাগ্যলিপি, ভাগ্য লিপি!
যুদ্ধ ক্ষেত্রে না পাইনু সহায় তাহার
তবু ধরিতে এ ক্ষীণ হোম শিখা
পারে নাই তারা—
অস্ত্রে—অস্ত্রের উত্তর দিয়েছি সবার
ব্যর্থ হয়ে ভগ্নোদ্যমী পলাইল সবে
লুকায়ে জালে ফাঁদে নানান্ কৌশলে
করিল বন্দী শেষ।

কৃষ্ণচন্দ্র। তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী তোমা বিনে আধখানা হয়ে গেছে কেঁদে কেঁদে জীর্ণা শীর্ণা, বিরহে কেবল প্রাণটুকু আছে মাত্র। জীবনের সঙ্গিনীকে তোমার দেখ্‌তে চাও ত চল। এস শীঘ্র চলে এস।

সুভাষ। কোথা যাব? কে তুমি? এ সব কি?

কৃষ্ণচন্দ্র। যাদু! যাদু! (নিজেকে দেখাইয়া) আর এ হচ্ছে যাদুকর। কত ভেল্কি দেখবে সুভাষ চলে এস। প্রিয়া তোমার, তোমায় না দেখে মরে আছে।

সুভাষ। চল তবে যাই।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজপথ সংলগ্ন প্রান্তর

(বৃক্ষ নিম্নে জনৈক গ্রামবাসী তামাকু সেবনে মগ্ন জনৈক ভদ্রলোক আসিতে আসিতে ঘাড়ের উপর পতন)

বিধুখুড়ো। আরে বাপ্‌রে বাপ্‌!

রামদাদা। তোবা তোবা!—আরে এ্যা—এমন বেকুবের মত বসে এখানে কে হে তুমি!

বিধুখুড়ো। আরে একটু দেখে আস্‌তে হয়, একটু চোখ মেলে আসলেই এ বুড়োকে আর কষ্ট দিতে হ'ত না। বলি এমন অবেলায় কোথায় যাওয়া হচ্চে?

রামদাদা। আরে খুড়ো যে! তা আপনিও কি নেশায় দম দিয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। বেশ! বেশ! বসে বসে তামুক খান—তামুক খান! তামুক খেয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে এ গাছ ও গাছ ক'রে বেড়ালেই চলবে ভেবেছেন। কেমন?

বিধুখুড়ো। কেন হে! কেন বাপু! অত কড়া কড়া কথা কও। আমার চৌদ্দপুরুষ এই ক'রে ক'রে কাটিয়ে গেল। আরে নব্য ছোকরা—তুই এর মৌজ কি জানবি?

রামদাদা। মৌজ ফৌজ ওসব আর চলবে না। খুড়ো মৌতাত ভুলে যাও। নেশা ক'রে ওসব মোহে ডুবে থাকার চেয়ে গাধা বাঁদর হয়ে জন্মানও ভাল।

বিধুখুড়ো। এ্যা তুই আমায় গাধা ব'লতে চাস, দুদিনের ছোকরা।

রামদাদা। আরে খুড়ো ক্ষেপ্‌ছ কেন? ক্ষেপ্‌ছ কেন? বুড়ো হয়েছ, একটা সামান্য কথায় তোমায় এত বিচলিত করে দেয়,

আর তুমি বলছ তুমি মানুষ। আচ্ছা বলত খুড়ো, এই বুড়ো হ'য়ে চুল পাকতে চলেছে, তুমি এ জীবনে করলে কি ?

বিধুখুড়ো। এ্যাঃ বেটা বলে কি ? তোদের মত হাজারটার জন্ম দিয়ে এখনও ছেড়ে দিতে পারি তা জানিস ?

রামদাদা। ছাগল, ভেড়া, বানর, তারাও ত তাই পারে। বলি তার চেয়ে বেশী কিছু করেছ ? যা কল্লে মানুষ বলে।

বিধুখুড়ো। আঃ! উনি আজ নব্য মানুষ এলেন। আমাদের বাপ ঠাকুদাদারা কেউ মানুষ ছিলেন না। আরে মানুষ কাকে বলে তার তুই কি জানবি ? সেদিনের ছোকরা এখনও গায়ে আতুড়ের গন্ধ যায়নি।

রামদাদা। বলি একেবারে জ্ঞানহারা। আতুড়ের সঙ্গে মনুষ্যত্বের সঙ্গে কি হোল। বুড়ো হয়েছেন কিছু জ্ঞানের চর্চ্চা, সদগ্রন্থ নিয়ে নাড়া চাড়া করুনগে যান, দু'চারটে সৎলোকের রঙ্গে মিশুন গে যান—আতুড়ের গন্ধ কাকে বলে বুঝতে পারবেন। সেটা আমাতে আছে কি আপনাতে বেশ করে মেখে আছে।

বিধুখুড়ো। ওহে কে যাও, এদিকে একবার এস ত হে— ছকোটা ধরত, বেটা নাতির বয়সী হয়ে শিক্ষা দিতে আসে, বেটার কাণটা মলে তিন থাপ্পড় দিই।

যদুবাবুর প্রবেশ

যদুবাবু। আরে ব্যাপার কি খুড়োমশয় এত ঝগড়া কিসের ? বাপের বয়সী হ'য়ে এখনও তোমার ছেলেমানুষি গেল না। নাও ওসব হ্যাবলামো রেখে নতুন জিনিষ দেখতে চাও ত আমার সঙ্গে চলে এস।

বিধুখুড়ো। এ্যাঃ! নতুন কি হে নতুন কি? আর নতুন দেখবার টেকবার আমার কিছু ইচ্ছে নেই। (রামদাদাকে দেখাইয়া) এই এক নতুনের ঠেলায় অস্থির আবার নতুন। না একেবারে মজালে, ডোবালে। যারে ডাকি যার সঙ্গে দেখা হয়—যা শুনি, সবাই নতুন কিছু দেখতে চায়। আমি ববা নতুন টতুন কিছু দেখতে টেকতে চাই না; তোমাদের ঐ নতুনের ঠেলায় গ্রাম ছেড়ে গাছ তলা সার করেছি, তবুও ববা এখান থেকে টানাটানি। না—না—আমি যাব টাব না। সরে পড় ববা সরে পড়।

রামদাদা। যদুবাবু ব্যাপারটা কি হে? তোমায় যেন বড় উল্লসিত দেখছি।

যদুবাবু। আঃ উল্লসিত হব না, বলছ কি? সে ছুঁচোটা একেবারে এইবার গেল।

রামদাদা। এ্যা! ছুচো! ছুচো গেল ত তোমারই বা কি, আর আমারই বা কি?

যদুবাবু। আরে বোঝ না সেই পাজী ছুঁচোটা।

বিধুখুড়ো। তবে কি এইখানে ধাওয়া করবে না কি ববা। গাছের তলায় বসে বসে ঝিমুই তাও শান্তিতে থাকতে দিলে না। এই এলো বুঝি, শালা কোন দিক দিয়ে ঢুকে, শেষ আমায় শেষ করবে। না হে বাপু তোমরা আমায় জ্বালিয়ো না, সরে পড়।

যদুবাবু। আরে না না, আর তাকে ধাওয়া করতে হবে না। সে ইন্দুর কলে ধরা প'ড়ে কিচির মিচির কিচির মিচির কর্‌ছে। তার প্রাণ নিয়ে টানা টানি, তুমি খুড়ো একটুতে অত আতকে ওঠ কেন বলত? আমাদের সঙ্গে থাক কোনও ভয় নেই।

রামদাদা। ব্যাপারটা কি ভাল বুঝতে পাচ্ছি না।

বিধুখুড়ো। যদি ধরাই পড়েছে, আগে মেরেই ফেল না ববা নিশ্চিন্ত হই। শেষ যদি পালায় ত এ বুড়োকে আর রাখবে না। একে চোখে ভাল দেখতে পাই না—যে পাজী ছুঁচোর ভয় দেখিয়েছ, মজালে ববা, একেবারে মজালে, এইবারে একেবারে মারা পড়ব দেখছি।

যদুবাবু। তা কি আর হয়! শালা যাবে কোথা? বজ্র বাঁধনে বাঁধা হয়েছে, শিকল দিয়ে পীছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে।

বিধুখুড়ো। তোমরা দেখছি আমায় অতিষ্ঠ করে তুললে। একটা আরে ছুঁচোকে শিকল দিয়ে পিছমোড়া ক'রে বাঁধবে কি হে? পাগলা হাতী টাতী নয় ত? এ বিষম সমস্যা—না না রহস্য করো না, আরে ছুঁচো মারতে কি কামান দাগতে হয় নাকি? তোমরা আমায় এত বোকা ঠাউরেছ—বজ্র বাঁধন বল্লে না? না মলুম পালাই পালাই! ছুঁচো হলে যা হয় রক্ষে ছিল, এ বুঝেছি বুনো পাগলা হাতী। এবার নিশ্চয় প্রাণ যাবে। কোথায় পালাই বাবা—ঐ, এল বুঝি গেছিরে—গেছি গেছি!

যদুবাবু। আরে পালাবে কোথা যেখানে যাবে সেইখানেই যাবে—বরং আমাদের সঙ্গে থাক তবু তোমায় খুড়ো বলে প্রাণ দিয়ে বাঁচাব।

বিধুখুড়ো। বেশ বাবা বেশ! তোমার মত ছেলে না হলে আর ছেলে।

রামদাদা। যদুবাবু! বলি এত হেয়ালী কেন? ব্যাপারটা কি শুনি?

যদুবাবু। আরে তুমিও জান না। মনুষ্যত্বের লেকচার দিচ্ছিলে না, কোন খবরই রাখ না।

রামদাদা। আমাদের দেশের কাজ নিয়ে থাকতে হয়, খবরের চেয়ে আমাদের কর্ত্তব্য এবং কর্ম্মই বরণীয়।

যদুবাবু। যেমন খবরাখবর হবে সেই মত ত কার্য্য করবে। হাওয়া

বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য ও কর্ম্ম বদলে যায়। যুগে যুগে তাই হয়ে আসছে।

রামদাদা। হ্যাঁ তা ত পড়েছি। আর কিছু কিছু অনুভবও হয়েছে। এই ক বছরে দেশের হাওয়াটা একবারে কি ভাবে যে বইছে, ঝড়ের মত সব পরিবর্ত্তন হয়ে যেতে বসেছে। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ অনেক সময় বিবেক বিচার করে ঠিক করে উঠতে পারি না।

যদুবাবু। আর বিবেক যেখানে হার মানে, সে কালের কাছে তুমি ক করবে বল? আমাদের দেশে একটা নতুন মানুষ—মানুষের মত মানুষ এসেছে। এখন দেখ্‌তে চাও ত আমার সঙ্গে চল।

রামদাদা। মানুষ আবার নতুন? আপনিও নতুন আমিও নতুন। প্রত্যেকটীই ত নতুন! তা আবার দেখ্‌তে যাব কেন? আমিও মানুষ সেও মানুষ? সে না হয় আমাকে দেখ্‌তে আসুক। আমার উপযাচক হয়ে যাবার দরকার? আমার মত্‌ হচ্ছে প্রত্যেকেই স্বাবলম্বী হ'ক।

যদুবাবু। শুন্‌ছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্তের পাপ হরণ করবার জন্য ধরাধামে কৃষ্ণচন্দ্র নাম নিয়ে এসেছেন।

বিধুখুড়ো। আরে এ্যা! বল কি? বল কি? তাই বুঝি যত যুবতী ছুঁড়ী, সুন্দরীরা আর ঘরে থাকৃতে চায় না। ঐ সেদিন থেকে রাজবধূ বিমলা সুন্দরীকে আর পাওয়া যাচ্ছে না, তাহ'লে তার সঙ্গে নিশ্চয়ই পয়ে আকার দিয়েছে কি বল?

যদুবাবু। তাহলে খোজ টোজ কিছু রাখা হয়। কিন্তু ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে একেবারে গেছ খুড়ো। চল চল দেখে জনম সার্থক করে নেবে চল।

রামদাদা। আরে যাও কোথা! তিনি যদি এসেই থাকেন তাতে

তোমারই বা কি আর আমারই বা কি। দেখে কি করবে খুড়ো তাতে ত আর মানুষ হবে না? যে বাঁদর বনে আছ তাই থাকবে। তার চেয়ে সৎসঙ্গ কর, সৎগ্রন্থ পড়, সৎচিন্তা কর, সৎকর্ম্ম কর—মানুষ হবে।

বিধুখুড়ো। ওহে বাপু সরে পড়, সরে পড়। এত করে বল্‌ছি সরে পড়—তবু নাছাড়। একেবারে জোঁকের মত গিলে বসেছে। নড়তেও চায় না আর বল্‌তেও ছাড়ে না।

যদুবাবু। রামদাদা তুমি ঠিক ধরতে পারলে না হে? তাঁর আসা যাওয়ায় দেশের দশের অনেক কিছু আসে যায় বই কি? তিনি না এলে এই দুর্বৃত্ত কালাপাহাড়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা কে করত বলত?

রামদাদা। কেন আমরাই করতুম।

যদুবাবু। ও সব রাখ হে। আর বড়াই দিয়ে কড়াই ভাঙ্গতে হবে না। অমন তোমার মত দেশকর্ম্মী কত ভেসে গেল—কালাপাহাড়কে রুখতে যদি তোমরাই পারবে তবে তাঁকে আর আস্‌তে হবে কেন?

বিধুখুড়ো। হ্যাঁ যদুবাবু বলত হে বলত? হ্যাঁ বেটার ভারি বুদ্ধি হয়েছে, আমাকে শিক্ষে দিতে আসে। শুনছ হে বুদ্ধিমন্ত! তোমার ও সব বুদ্ধি টুদ্ধি আর চলবে না, ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখ হে, ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখে দিয়ে যদু বাবুর কাছে কিছুদিন শিক্ষে কর।

রামদাদা। আচ্ছা যদুবাবু! দেশ থেকে সব সুন্দরীদের যেদিন ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন কে রুখে দাঁড়িয়েছিল বলুন? কে কারাবরণ করে নিয়েছিল।

যদুবাবু। রুখে দাঁড়ালে আর কারাবরণ করে নিলে, কি হবে বল? তাতে ত আর তাকে আঁটতে পারনি। বিশ্বাস কর—রামদাদা! ঐ

নরদেহধারী শ্রীভগবানরূপী বালকটীর আসা যাওয়ার সঙ্গে দেশের অনেক কিছু আসে যায়।

রাম দাদা। কেমন করে বুঝবো বলুন।

যদুবাবু। এ আর বুঝ্‌তে পাচ্ছ না—এখানে পদার্পন করবামাত্র এ দেশের সুখ শান্তি বাড়ছে, দুষ্টের দমন হচ্ছে, প্রজারা সুখে পেটভরে খেয়ে ঘুমিয়ে বাঁচছে। ঘরের বউ ঝিরা আজ হাসিমুখে গালে পান তুলছে। এর চেয়ে আর কি চাও বল। এ রকম নররূপী নারায়ণকে দেখ্‌লে পাপমুক্ত হবে, স্বর্গধামে যাবে, জীবন ধন্য হবে।

বিধুখুড়ো। তাইত তাইত ঠিকত। আরে শোন্‌ রেগো শুন্‌ছিস্‌।

রাম দাদা। আমি স্বর্গধামও চাই না—আর আমি পাপীও নই। আমার তিনি কি করবেন? কোটী কোটী বারও যদি ধরাধামে আমায় জন্ম নিতে হয়, আমি ভায়েদের জন্য তা নেব—আমি মুক্তিও চাই না স্বর্গধামও চাই না। তবে চাই শক্তি—তাও আমায় লাভ কর্‌তে হ'লে সাধন করতে হবে। তবে আমি তাঁর পেছু ছুটব কেন? তাঁকে আমার পিছু ছুটাব, তবে ত না আমি দেশমাতৃকার সন্তান।

যদুবাবু। তোমার ভাই তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে। বিশ্বপ্রেমিক লোক তুমি, তোমার ভাব তোমাতেই থাক ভাই। আমি দীনহীন, পতিত—পতিত পাবনের কৃপা ভিখারী দাস, তাই আমি চল্লাম। তুমি না যাও থাক। কি বিধুখুড়ো তুমি যাবে নাকি?

বিধুখুড়ো। চল দেখে আসি, জনমটা সার্থক হোক।

যদুবাবু। আরে বিধুখুড়ো বুঝেছ! আমাদের মন্ত্রীমহারাজ—যিনি রাজা কিংজনকে কৌশলে যুদ্ধে পাঠিয়ে শেষ করে রাজত্ব অধিকার করে বসেছিলেন। যিনি রাণী মেরীহার্টকে হস্তগত করতে না পেরে অন্তঃপুরে নজর বন্দীতে রেখেছিলেন। যিনি রাজস্থানের রাজবধূ বিমলাকে নিকে

কর্‌বার জন্য লালায়িত হয়ে নত জানু হয়ে পায়ে ধরে কেঁদেছিলেন। বুঝেছ হে বুঝেছ! তার আজ প্রাণদণ্ড।

বিধুখুড়ো। এঁ্যা! সে আবার কি? প্রাণ ত ববা খাবি খায়, হাঁপায়, হাওয়ার মতন হয়ে শরীরে একদিক দিয়ে ঢোকে, আর একদিক দিয়ে বেরোয়। সে ত শুনি বায়ু, আবার দণ্ড হ'ল কি ক'রে হে।

যদুবাবু। তুমি সেকেলের লোক কিনা ওসব বুঝ্‌বে না। তাকে উরু পর্য্যন্ত রাস্তায় পুতে রাখা হবে বুঝলে খুড়ো এখন বুঝলে—

বিধুখুড়ো। ও হো হো হো তাইত ঠিকই ত বলেছ, ঠিক ত, সত্যি সত্যিই ত তা হ'লে প্রাণটা আজ দণ্ডই হ'ল। ঠিক বাঁশের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌বে কি বল?

যদুবাবু। আরে—ছো ছো আরে তা কেন!

বিধুখুড়ো। হ্যাঁ হ্যাঁ তা ত বটেই তা বটেই তা কেন? মানুষ ত? একটু নড়বে চড়বে—একেবারে কি বাঁশের মত? আর নেহাত দণ্ড না হ'তে পারে, না হয় ত্রিভঙ্গই হ'য়ে থাক্‌বে।

যদুবাবু। কি রসিকতাই কর খুড়ো। সেই যদি ত্রিভঙ্গ হবে— তবে আর তুমি আমি বাকী যাই কেন।

বিধুখুড়ো। বেশ! বেশ! আমরাও সব এক এক কদম তলায় কেষ্ট ঠাকুর হ'য়ে দাঁড়াইগে চল—কত রাধা এসে, আধা হবার জন্যে সাধাসাধি করবে।

রামদাদা। বুড়ো হয়েও এখনও ঘোড়া রোগ গেলনা খুড়ো। এখনও কেষ্ট সাজতে সাধ যায়।

বিধুখুড়ো। হ্যাঁ হ্যাঁ ওসব ধর্ম্মগত, বংশগত পূর্ব্ব পুরুষ থেকে বরাবর চলে আস্‌ছে কিনা? চলে আস্‌ছে। বংশ রক্ষা, বংশ রক্ষা—

যদুবাবু। তা খুড়ো তিন তিনটে বিয়ে করে একটাও বংশ রেখে

যেতে পার্‌লে না। আর বুঝি ঐরূপ ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়ালেই বংশ রক্ষা হয়ে যাবে—না?

রামদাদা। নাও হে নাও ওসব রাখ। যদুবাবু! এখন প্রাণদণ্ড কি ভাবে হবে তা শুনি।

যদুবাবু। হিংস্র নরভুক পশু অর্দ্ধ প্রোথিত কালাপাহাড়কে দংশন কর্‌বে।

বিধুখুড়ো। কি হিজি বিজি কিজি কর, সোজা ভাষায় বল না ববা! সোজা ভাষায় বল। ঐ হিং অং দংটা কি বল্লে বুঝতে পারলুম না।

যদুবাবু। আরে এও বুঝ্‌তে পার্‌লে না—কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে খেয়ে মেরে ফেল্‌বে এই আদেশ।

বিধুখুড়ো। এ্যা মানুষকে কামড়ে কামড়ে খাবে আর সে চুপ ক'রে বসে থাক্‌বে।

যদুবাবু। আরে ব'সে থাকবে কেন? কি শুন্‌লে তবে? শেকল দিয়ে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে রাখা হয়েছে, আর পোতা হবে।

বিধুখুড়ো। ও হো হো ঠিক ত, তা হ'লে পাঁজী ছুচোটাকে ঠাণ্ডা ক'রতে তা হ'লে কামানই ত দাগতে হ'ল। এতক্ষণে বোঝলুম, আর তোমার ঐ কথিত ফতিটা বাবা একবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও। বুড়ো হয়েছি কি না, সবটা একেবারে হজম ক'রতে পারি না।

যদুবাবু। এইত বল্লুম পুতে রাখা হবে। আর এই ধর না মানুষ খেকো কুকুর বা কোন জন্তু তাকে কামড়ে কামড়ে মেরে ফেলবে।

বিধুখুড়ো। ওরে বাপরে সে আবার বুঝি হয় নাকিরে? বাবারে বাবা আমায় ধর রামদাদা ধর—বুকটা উড়ে গেল বুঝি!

যদুবাবু। (বুকে হাত দিয়ে) না হে খুড়ো তোমার বুক কি উড়ে যাবার জিনিষ, ও যেমন ঠিক তেমনিই আছে।

রামদাদা। আচ্ছা খুড়ো তোমার বয়স কত হ'ল বলত ?

বিধুখুড়ো। এত বেশী আর কি। এই সাড়ে তিন কুড়ি আর জোর আড়াই বছর।

রামদাদা। তা হ'লে ঠিকই হয়েছে, বাহাত্তর বছর বয়সে বুড়োদের বাহাত্তুরে ধরে। তা খুড়োর আমাদের তার ওপর আধ ডিগ্রি বেশী চলছে। তাই বলি তা না হ'লে এমনটি হবে কেন ?

বিধুখুড়ো। বেটা হাটুর বয়সি, তোর বাবার বাবা আমি! কিছু বলি না ব'লে, যা মুখে আসচে তাই বলবি—বেরো গাধা।

যদুবাবু। আরে চট কেন খুড়ো চটো কেন ? আরে আরে ভুঁদোমামা যায় যে খুড়ো।

বিধুখুড়ো। আরে তাইত, আরে ডাক ডাক—আরে অ ভুদোমামা ভুদোমামা! আরে শোন শোন।

ভুদোমামার প্রবেশ

রামদাদ। ভুদোমামা তোমার ভুড়ি নিয়ে নড়তে পার না, মারা প'ড়বে যে, আরে ভিড়ে যেও না হে, ভিড়ে যেও না। এদিকে ফাঁকে এস!

যদুবাবু। রথ দেখা আর কলা বেচা দুইই সারা যাবে। ঘরে ব'সে ব'সে কি আর এই সব সুন্দরী মেয়ে ছেলে দেখা হ'য়ে উঠত, কি বল হে ভুদোমামা ?

বিধুখুড়ো। তাইত বলি কোন দিন নজরে ঠেকে না।

ভুদোমামা। ছেলে বুড়ো, বউ, ঝি, গ্রামের সবাই যখন দেখতে এলো, আমি আর কোন লজ্জায় ঘরের কোনে মুখ লুকিয়ে থাকি বলুন ?

যদুবাবু। কাতারে কাতারে লোক গাঁদি মেরে এই দিকেই আসছে যে ;

ভুদোমামা। আরে আস্‌বে না ত কি? ঘরে ব'সে ব'সে ঘোড়ার ঘাস কাটবে নাকি? এত বড় একটা ব্যাপার হচ্ছে দেখ্‌তে আসবে না?

যদুবাবু। আচ্ছা ভুদোমামা কোন জায়গাটায় পোতা হবে জান? বেটারা ত এই জাগাটায় এসে গাঁদি মারছে।

বিধুখুড়ো। যদুবাবু এ সব মোটা মোটা কাঠ আর শিকল যায় কোথা?

ভুদোমামা। যদুবাবু পোতা হবে কেন! এই সব কাঠ শেকলে বাঁধা হবে।

(কাঠ শেকল ও হাতী লইয়া কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ)

বিধুখুড়ো। বাবারে বাবা ওটা কিরে?

ভুদোমামা। আরে ভয় পেয়ো না খুড়ো ভয় পেয়ো না।

রামদাদা। এদিকে আসবে না, ভয় নেই, ওটা হাতি।

বিধুখুড়ো। হাতি! ও বাবা চোখ বুজ রে চোখ বুজ, হাতি বুঝি আবার দেখতে আছে! এখনি গিলে খাবে—গেলুম গেলুম!

রামদাদা। তোমার কোনও ভয় নেই খুড়ো, হাতিকে গাছে শেকল দিয়ে বেঁধেছে, আর আমরা তোমায় ঘিরে রইলুম।

বিধুখুড়ো। ঠিকইত ব'লেছিলুম, পাঁজি ছুচো হবে কেন? পাগলা বন্য হাতী—তা ত দেখছি ঠিকই হ'য়ে গেল। প্রাণটা আমার আছে ত ভুদোমামা?

ভুদোমামা। তোমার বড় ভয় খুড়ো?

বিধুখুড়ো। উঃ উনি আমায় সাহস দিতে এলেন। ওরে ভুদো আমরা না হয় গাছে উঠে পালিয়ে কাঁদব, তুই যে ভুড়ি নিয়ে নড়তে পারবি না, তোকে কে দেখবে? কি করবি বল ত?

ভুদোমামা। তা মরি মর্‌ব, একবারই মর্‌ব। তোমার মত ত হাজার বার মর্‌ছি আর বাঁচছি, এমন ত হবো না।

বিধুখুড়ো। আরে হাজার বার মরতে বাঁচতে পারলে ত বেঁচে যেতিস। তোর ও ভুড়ি নিয়ে বেঁচে থেকে হাপ ছাড়তে, দম ফেলতে, চলতে, ফিরতে, শুতে, খেতে, নাইতে, ঘুমুতে, উঠতে, বসতে, সুখই যদি নাই পেলুম, তার চেয়ে মরাই ভাল।

ভুদোমামা। আমার ভুদো ভুড়ি জন্ম জন্মই থাক। তোমরা এর সুখ কি বুঝবে।

বিধুখুড়ো। কে হে যদুবাবু তোমার মানুষ খেগো কুকুর দেখছি না কেন?

যদুবাবু। তাই ত সত্যই ত!

ভুদোমামা। আরে কুকুরে কি হবে?

বিধুখুড়ো। কেন কামড়ে কামড়ে খাবে।

ভুদোমামা। তা না হলে খুড়োর বুদ্ধি।

রামদাদা। সত্যি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না।

ভুদোমামা। আরে এও জান না!

বিধুখুড়ো। থাম্ থাম্ তুই ঘরের কোনে চিৎপাৎ হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌গে যা, খবরাখবরের তুই কি জানবি। বলি ও ভদ্দর লোক ভদ্দর লোক শুনেই যাও না হে।

জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ

ভদ্রলোক। কি মশাই?

বিধুখুড়ো। মশাই তোমার মাথা আর মুণ্ডু। বলি ব্যাপারটা কিছু জানেন?

ভুদোদাদা। আরে আমি জানি, আরে বলছি শোন না।

বিধুখুড়ো। থাম্ থাম্ তোকে আর ব'লতে হবে না, ভুড়িতে তেল বুলো গে যা—হ্যা কি বল ত হে?

ভদ্রলোক। কালাপাহাড়কে কাঠের উপর ফেলে, শেকলে বেঁধে, হাতি পায়ে উঠে, বুকের উপর দিয়ে হেটে, মাথায় পা দিয়ে—

ভুদোমামা। আরে আমি ত তাই বল্‌ছিলুম।

বিধুখুড়ো। এক্ষুনি একটু কাত মারলেই ডিগবাজি খাবি, নাকে সর্‌ষের তেল দিয়ে ঘুমোগে যা যা। (ভদ্রলোকের প্রতি) বল ত হে কি বলছিলে ?

ভদ্রলোক। মাথায় পা দিয়ে চলবে, একবার এ পাশ আর একবার ও পাশ।

বিধুখুড়ো। ওরে ববা ধপাশ ! ধপাশ ধপাশ ! এপাশ ওপাশ ধপাস হ'য়ে কেমন হ'য়ে যাচ্ছি যে বাবা—দেখো বাবা তোমাদের মন্ত্রী মহারাজ ঠিক থাকতে পারবে ত ?

ভুদোমামা। আরে খুড়ো মারা গেল নাকি ? দেখ দেখ !

রামদাদা। খুড়োমশায়ের কল্কের দমটা কিছু বেশী হয়ে গেছে দেখছি। এর চেয়ে একমাত্রা বাড়লেই সামলান দায় হবে।

যদুবাবু। আরে কি হোল কি হোল খুড়ো ? বলি অখুড়ো খুড়ো— খুড়ে আর কথা কয় না যে। নাও নাও, গঙ্গাযাত্রা ক'রে ফেলা যাক। আরে ভুদোমামা ধর ধর।

(রামদাদা যদুবাবু ভুদোমামা ভদ্রলোক সকলে খুড়োকে লইয়া গঙ্গাযাত্রা)

সকলে। বল হরি হরিবোল বল হরি হরিবোল (ভুদোমামার পতন)

যদুবাবু। আরে যা দেখ দেখ ভুদোমামা গেল বুঝি।

(খুড়োর উত্থান)

রামদাদা। ও যদুবাবু খুড়োকে দানোয় পেল নাকি ?

বিধুখুড়ো। আরে আমার ঘাড়ে যম চাপবে কি ? আমি গা ঝাড়া

দিতেই যম ভুদোমামাকে গিলে বসেছে, বলছিলুম ভুড়ি নিয়ে নড়তে পার না, বেরিয়েছ কেন, এখন কি করি বল ত ?

(হুম ফট করে ভুদোমামার ভুড়ি ফেটে প্রাণ বেরিয়ে গেল, ভুদোমামা খাড়া হয়ে দাঁড়াল)

রামদাদা। ভুদোমামা যে উঠে দাঁড়াল দেখছি, এ্যা !

ভুদোমামা। যম বেটা ভেতরে ঢুকে অবধি খাবি খাচ্ছিল ; ভাগ্যিস পেটটা ফাটিয়ে দিলুম শালা হাপ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচল।

ভদ্রলোক। ঐ দেখুন মশাই ঐ কালাপাহাড় ঐ রাণীমা।

যদুবাবু। রাণীমার পায়ে নতজানু হয়ে কালাপাহাড় কি বলছে।

কতিপয় ভদ্র মহিলার প্রবেশ

প্রথম মহিলা। পুরুষগুলো যখন মেয়েদের উপর ঝোঁক পড়ে তখন আর তাদের জ্ঞান গম্য থাকে না ; কিন্তু কারে পড়লে ঠিক মন্ত্রী কালাপাহাড়ের মতন, দুর্দ্দশা হয়। ঐ দেখনা পায়ে ধরে কাঁদছে, প্রাণ ভিক্ষা চাইছে।

দ্বিতীয় মহিলা। আমরা ত আর হেঁসে বাঁচি না। বলি মানুষে এমন বাঁদর হতে পারে ? এর চেয়ে যে ওর মৃত্যু ভাল ?

তৃতীয় মহিলা। যার ভিতর একটু মনুষ্যত্ব আছে তার কিন্তু ভাই এ সব আসবেই না। এদেশে ওই রাজা হয়েছিল না ? কেমন রাজা তা বুঝি না, রাজরক্তে বোধ হয় ওর জন্ম নয় কি বল ?

প্রথম মহিলা। শুনলুম ওটা বেজন্মা, তা বেটার ঠিক হয়েছে।

দ্বিতীয় মহিলা। আমরা হ'লে বেটার মুখে গোবর পুরে পচা নালায় মুখ ঘসড়ে, ছেড়ে দিতুম কি বলিস ভাই ?

তৃতীয় মহিলা। বেটাকে শুয়ের পাঁকে কপিকল দিয়ে চুবুনি

খাওয়ালে কেমন হ'ত বল দেখি ভাই ? বেটার স্বরতেও ভয় দেখেছিস, একেবারে যেন কেঁচো, আর কাঁপছে।

মেরীহার্ট জ্ঞানানন্দ ও কালাপাড়ের প্রবেশ

মেরীহার্ট। জ্ঞানানন্দ ! এদিকে নিয়ে এস, নাও শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন কর, বিলম্ব করো না।

কালাপাহাড়। প্রাণ ভিক্ষা ভিক্ষা মাগে
ক্ষমা কর অপরাধ—
চির কারাবাসী করে রাখ মোরে
সজীব আমি—
প্রাণে ঘন ঘন বহিতেছে শ্বাস
প্রাণনাশ ক'রোনা আমার।

মেরীহার্ট। কেন ভিক্ষা মাগ ঘৃণ্য জীবন দান,
ধরায় বেঁচে থেকে তোর কোন প্রয়োজন।
বীর যোদ্ধা রাজন্ তুমি !
জাগে প্রাণে তবু আতঙ্ক এখন—
বিভীষিকা দেখ মরণে।

কালাপাহাড়। আতঙ্ক নহে নারী !
আত্মঘাতী পাপে দোষী হবে তুমি
তাই সে পাপ হ'তে রক্ষিতে তোমায়
কহি বাক্য হেন—

মেরীহার্ট। সুচতুর তুমি !—
পাপের পঙ্কিল রথে করি আরোহন
নির্ভয়ে কাটালে সারা জীবন।

এখন ভয় মরণে—
বাজে রণভেরী মরণ দুন্দুভি
এখনও গেল না তোর ছল চাতুরী
মিথ্যা প্রবঞ্চনা !

জ্ঞানানন্দ। ইষ্টের শরণ লও—
নিজের রক্ষা নিজে করহ আপনি।
দেহ যাবে আজ নয় কাল,
তাতে কিবা আসে যায়—
আত্মারে আত্মমুখী করে রাখ তুমি
মরণের রণে জয়ী ভুবন বিজয়ী !
ঘোষিবে তোমার কীর্ত্তি।
শান্ত মনে শরণ লহ ইষ্টেরে
তোমার—কোন চিন্তা নাই।

কালাপাহাড়। ইষ্ট তুমি আর একজন
চলে গেছে দ'লে মোরে—
আঁখি খুলে দেখি নাই।
মোর ইষ্ট চক্রপাণি !
লইনু শরণ তাঁহার—
করহ এ জীবনে যা ইচ্ছা তোমার
এ জীবন তোমার, নহে ত আমার।
আত্মবলি দিতে যদি হয়—
আত্মায় আত্মোৎসর্গ করিলাম আমি।

মেরীহার্ট। (স্বগত) এ যে দেখি বড় জ্ঞানী—
মহাপুরুষ বাণী বলে।

প্রাণনাশ দণ্ড করি প্রত্যাহার
ইচ্ছা—ঘুরে ফিরে কুলহারা,
মস্তিষ্ক বিকৃত হতেছে আমার।

জ্ঞানানন্দ। কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র শুধু আছে বাকী
একমনে লহ শরণ ইষ্টেরে তোমার।

(কালাপাহাড়কে কাষ্ঠে শৃঙ্খলাবদ্ধ করন ও শয়ন)

মাহুত! হাতি চালাও! (শূন্য হতে) থামাও থামাও, বধ ক'রোনা বধ ক'রেনা।

পাগলিনীর প্রবেশ

পাগলিনী। বধ করতে হয় আমায় কর, প্রাণ নিতে হয় আমার নাও।

মেরীহার্ট। কে তুমি ?

পাগলিনী। আমি—কাঙ্গালিনী, বিরহিনী।

মেরীহার্ট। জ্ঞানানন্দ! আদেশ করিনু প্রত্যাহার
রেখে এস রাজ কারাগারে—
চিরনির্ব্বাসনে।

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নর্ম্মদা তীর—কালী মন্দির

গান

বিমলা। জীবন জুড়ে আছে ভরে, দুঃখ রাতের বোঝা
কাজের বেলা সাঁজ সকালে, দেয় তা মোরে সাজা।
ব্যাথা বাজে প্রাণে প্রাণে, পাইনে প্রাণ কাজে
প্রাণ বিহীনে সকলে মুই, মরি যে লাজে।
ঝর ঝরিয়ে অশ্রুধারা ঝরে নয়নে,
পলক বিহীন নয়নধারায়, বুক ভাসে বাণে,
হৃদয় বাঁধ ভাঙ্গলো অগাধ, সাধ ফুরাল মনে,
দরদ আমার বুঝে যেগো, সে আছে কোন খানে।
ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে, চাই যে উদাস প্রাণে
দরদী মোর কোন ফাঁকে গো, আসবে ব্যাথার টানে,
শূন্য ঘরে ব্যথার পূজা, মিটবে গো সেই ক্ষণে,
তোমায় আমায় কবে মিলন হবে প্রাণে প্রাণে।

যশীমাতার প্রবেশ

যশীমাতা। দিদি! দিদি! দেখ কারা সব আসছে।

(রাধা ও সঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

যশীমাতা। এ পথে কেমন ক'রে এলে মেয়েরা? কোন গ্রামে থাক? চারিধারে জঙ্গল, কে নিয়ে এল, কি নাম তোমার? (রাধাকে দেখাইয়া)

১ম সখী। আমরা বিন্ধ্যাচল বাসিনী। সখী আমাদের রাজ কুমারী রাধা সুন্দরী। কে এক অমৃত বর্ষিনী দূর থেকে বাঁশী বাজিয়ে আমাদের প্রাণ উতলা করে দেয়। আমরা সেই বাঁশীর স্বরে মোহিত হয়ে পথ ভুলে যাই।

২য় সখী। মন্দির দেখতে পেয়ে তাই মা এখানে মানুষের দেখা পাব আশা ক'রে এসেছি।

যশীমাতা। এ দিকে ত কোন পথ নেই। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসতে ভয় হোল না। আর বাহির থেকে মন্দিরই বা কেমন করে দেখতে পাবে—তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছি না? এখানে এসে না হয় বুঝেছ এটা মন্দির। আর বাঁশীর কথা কি বল্‌ছিলে না তুমি?

১ম সখী। হ্যাঁ মা! বাঁশী বাজছিল, নদীতে চান করতে এসে সখী আমাদের বল্লে চনা সখী ঐ বাঁশী বাজ্‌ছে।

রাধা। (সখী প্রতি) থাম থাম তোদের আর পেটে কিছু থাকে না?

যশীমাতা। তোমাদের সখী কি বল্‌ছে গো।

৩য় সখী। না মা কিছু না? এখন আমরা বাড়ী যাব। যদি কেউ একটু পথ দেখিয়ে দেয়—বড্ড ভয় হচ্ছে।

যশীমাতা। পথ দিয়ে যেতে গেলে দশ মাইল আর জঙ্গল দিয়ে যেতে হলে ৫ মাইল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে বড় ভাবনায় পড়লুম। তোমরা এতটা পথ শুধু বাঁশীতেই মোহিত হয়ে চলে এসেছ!

৪র্থ সখী। মা আমাদের কিছুই জ্ঞান ছিল না। খালি মনে হচ্ছিল ঐ

বুঝি ঐখানে বসে কে মধুবর্ষিনী সুধা ঢালছে একবার তাকে দেখে আসি!

যশীমাতা। কে সে? তাকে কি কোনদিন তোমরা দেখেছিলে তাঁর বাঁশী কি আগে কখনও শুনেছ?

৫ম সখী। না মা!

যশীমাতা। তবে যদি কোন মায়াবি ইন্দ্রজাল বিস্তার করে থাকে।

৬ষ্ঠ সখী। আমরা ত ইন্দ্রজালেই পড়েছিলুম।

অন্যসখী। এখনও যে সে ভয় কেটেছে মা তা কাটেনি, এই বনের মাঝে নির্জ্জনে তোমরা একাকিনী মেয়ে ছেলে এটাও যে ইন্দ্রজাল নয় কিনা—তাও ধাঁধাঁ লাগ্‌ছে।

যশীমাতা। আচ্ছা তোমাদের চান হয়েছে?

৫ম সখী। না মা।

বিমলা। সবায়ের এলো চুল রুক্ষকেশ আর পরিশ্রান্ত দেখছি।

যশীমাতা। তোমরা এই পাশের পুকুরটা থেকে চান করে এসে কিছু প্রসাদ পাও।

৩য় সখী। না মা আমাদের বড় ভয় হচ্ছে কেমন করে বাড়ী যাব।

যশীমাতা। ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ কর, সকলের ভয় কেটে যাবে, আর আমি আজকে যত রাত্রিই হোক তোমাদের সোজা রাস্তা দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে পৌছিয়ে দিয়ে আস্‌ব, যাও চান করে এস। তোমাদের মঙ্গল চাও ত বিলম্ব করো না। [রাধা ও সখীগণের প্রস্থান।

দেখ দিদি! ওরা চান করে আস্‌তে আস্‌তে যে দুধটা আছে মেরে ক্ষীর করে আনি, ভোগ দিয়ে সকলের হাতে দেবো আর তুই ওরা ফিরে এলে ফল মূল ও চরণামৃত যা আছে দিস্। (যাইতে যাইতে) বাছা যখনি যা কন্ন সব সত্যি হয়। বলেছিল তৃতীয় দিবস নিশাবসানে বিমলার

স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে ফিরবে। সে সময় উত্তীর্ণ, মনটা কিছু চঞ্চল হচ্ছে? মায়ের প্রাণ কিছুতেই বোঝ মানে না? জানি যোগেশ্বরের কাজে যোগীবর পাঠিয়েছেন তাকে, তিনি অবশ্যই রক্ষা করবেন। আমার ভাবনা বৃথা। সে নিশ্চয়ই কাজ শেষ করে আসছে। বাঁশীর কথাও শুনছি; বিলম্ব করব না। যাই—

(যশীমাতার প্রস্থান)

বিমলা। ঈষৎ চাহনে, হেরিলাম কোনে, ভাবের লতিকা মূলে
পক্ষ ভাসায়ে, অনিল আলয়ে, খেলিছে বিহগ কুলে।
নীল অম্বরে, মেঘ চলে ধীরে, শুভ্র জটার ভারা
ধরনী দীপ্ত, মেঘ ছায়া লিপ্ত, আতপ উজল পারা।
স্রোতে নদীপরে, শিকারের তরে, জেলিয়া নাবিক বায়
নীলবাস পরে, মুক্তাপাতি ঝরে, তরী ধীরি ধীরি যায়।
গাঙের বুকে দুলিছে তরণী, অনন্ত তরঙ্গ তায়
কভু ডুবে তরী, কভু বা ভাসিছে, লহরে লহরে ধায়।
তীরে বালু পরে, এ নদীর চরে, দাঁড়ায়ে ও কে পান্থ
খুজিছে কাহারে, চায় চারিধারে, তিল এক নহে ক্ষান্ত।

কৃষ্ণচন্দ্র। ঐ জীর্ণকায়া দেবতা সম্মুখে। প্রিয়তমা তোমার নিরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করছেন, আমি আর যাব না, তুমি যাও প্রিয়তমায় দরশন দিয়া শীতল কর উভয়ের তাপিত জীবন। উভয়ের মিলন হউক আনন্দে বর্ষন। (স্বগত যাইতে যাইতে) প্রেমভরা ছলছল আঁখি পড়িতেছে মনে; অন্তরের অন্তর হ'তে করিছে আহ্বান। নর্ম্মদাতীরে উন্মনা পথ পানে আছে চেয়ে। প্রিয়তমা প্রিয়েরে বিশেষ কার্য্যতরে বজ্রসম শেলে বধিয়াছি প্রাণে, দরশন দিয়া জুড়াইব অন্তরে অন্তর। (কৃষ্ণের প্রস্থান)

বিমলা। কৈ? এখনও এলেন না কেন? আজ প্রত্যুষেই আমার

স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে ফিরে আসবেন বলেছিলেন, এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? আমার স্বামীকে না নিয়ে তিনি কিছুতেই ফিরবেন না; তিনি যাবার সময় এই প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছেন। আমি নিশ্চয়ই তার দেখা পাব। যত বিলম্ব হচ্ছে মন তত উতলা হচ্ছে; মুহূর্ত্ত যুগ বলে মনে হচ্ছে, বুক বাঁধছি, আবার ভেঙ্গে যাচ্ছে।

সুখে স্নেহে ভরা গর্ব্বে
পতি ভালবাসায় ছিল জুড়ায়ে
হতভাগ্য, ব্যর্থ, এ জীবন আমার।
আজ সে খুজে হারা তার প্রাণ প্রিয়ারে!
ঐ ঐ চমকি চকিৎ চাহিছে তড়িৎ
কেমনে বা প্রাণ ধরি রে
বেলা যে কাটিল প্রিয় না মিলিল
কোথা আছ প্রিয় মরি রে।

(অজ্ঞান মূর্চ্ছিত)

সুভাষের প্রবেশ

সুভাষ। ভ্রান্ত পথিক আঁধারে পথহারা
ছায়ালোকে নিস্তব্ধ প্রান্তরে
ঘুরি বনে বনে খুজে এলাম
প্রিয়ার নিরালা বাগানে।
ঝিল্লিরব মৃদু পল্লব কম্পনে
পুলকিত তরুশাখা—
পাতায় পাতায় খেলে সমীর
মেঘ বিন্দু বিন্দু তায় নিতেছে আশ্রয়
হত আশা! হত চেষ্টা! পথিকেরই

ভাঙ্গা বুকে প্রাণে
আনন্দে বাক নাহি সরে
পঙ্কিল পিছলে পদ
ক্লান্তি ভরে এলায়ে পড়ে

(বিমলার নিকট অগ্রসর হইয়া)

বিমলা ! বিমলা ! একি ! কথা কয় না কেন ?
বিভৎষ রাগিনী ! হৃদয় বীনার
ছিন্নতন্ত্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে খেলে কেন ?
কণ্টকিত প্রতি রোমকূপ,
ঘন ঘন শিহরণে গ্রন্থি
সন্ধিচ্ছেদে হতেছে ব্যাকুল।

(হাতে ও বুকে হাত দিয়া নাড়ী পরীক্ষা)

স্তব্ধ কম্পনে প্রাণ ক্ষণে নাহি চলে
ক্ষণে ঘন ঘন উঠিছে ত্বলিযা,
অবিশ্রান্ত প্রহর ব্যাপি এ পথিক
পথের পরশ লাগি দুনিবার
প্রকৃতির প্রতিকূলে বহিতে বহিতে
দুর্যোগ ঘটিল হেথায়।
প্রকৃতির সুশ্যামল সুকোমল বক্ষে
প্রিয়া মোর ঘুমে অচেতন
রহিত স্পন্দন—সুযোগে প্রকৃতি আজ
সাধ্য মত আয়োজিছে ডুবাতে ভাসাতে
মোর প্রিয়জনে অকুল পাথারে।

(বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বাতাস ও জল সিঞ্চন

বিমলা। (অর্দ্ধবাহ্য দশায়) প্রিয় ! তুমি এলে না তুমি এলে না।

সুভাষ। প্রিয়া, প্রাণপ্রিয়া !

বিমলা। কৈ ? কৈ ? প্রাণনাথ ! প্রাণনাথ !

সুভাষ। শুষ্ক মলিন হেরি বাক নাহি সরে।

বিমলা। এসেছ যদি প্রাণেশ ! প্রাণে এস
মোর প্রাণশশী হাসি হাসি প্রাণে এস।

সুভাষ। এই ত প্রিয়া কেঁদ নাক আর
ভাঙ্গে বুক দেখে আজ এ দশা তোমার
প্রাণময়ী ! প্রাণে এস (প্রেমালিঙ্গন)

বিমলা। প্রিয়তম ! প্রাণেশ !

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালীমন্দিরের পার্শ্বস্থিত উদ্যানসংলগ্ন পুষ্করিণী

রাধা ও সহচরীগণ

রাধা। দেখিতে আসা, মিছে কাঁদা হাসা
সারা রাতিদিন জীবনের ভাসা
বুঝিতে নারিনু কেন সেই আশা
দহিছে ভাল অন্তরে বাসা।
আর আসিব না ভালবাসিব না
ভুলিয়া থাকা ত কভু সহিল না।
রৌদ্র নিভে গেল, এ অলস বেলায় তরু মর্ম্মরে ঐ ছায়ার খেলায়

ভেসে চলে যায়—ঐ নিলীমায় ঐ ঐ সখী ঐ নীল নব ঘনে মিলায় নীলকায়া ঐ ঐ আবার বাজেলো বাঁশরী।

কীর্ত্তন

সুদূরে কেন বাজায়ে বাঁশরী, প্রাণ মন নাও হরি
তোমারই মুরতি ছায়সম ভাসে, আমার এ হিয়া ভরি,
নীলাকাশে ভাসে, প্রভাতে প্রদোষে, সম্মুখে বিভাবরী।
(আজি) ভাবের খেলায় ভাসায়ে এনে, রেখো না আড়াল করি
প্রবাসী আমি উন্মনা, উদাসী আজি দাসী রে,
প্রাণে মনে তোমার পরশ পাবার, প্রয়াসী আজি প্রয়াসী রে,
তুমি এস প্রাণে এস, প্রাণ মন প্রানেশ!
অধম দাসীরে ভাসায়ে নয়নে, কেমনে আছ পাশরি রে।

কৃষ্ণচন্দ্র। (দূর হইতে দর্শন)

রিম ঝিম আঁধার ঘেরা শ্যামল ছায়
বনের পাতায় করছে খেলা লুকিয়ে যায়
　　ফাঁকে ফাঁকে ঐ দেখা যায় ঐ যায়।
থর্ থর্ কাঁপছে সারা কাননে
ঝর্ ঝর্ ঝরছে বকুল আননে
　　ঝাঁকে ঝাঁকে তারি ফাঁকে ঐ ঝাঁকে।
দোয়েল দাদুরী বিহগ কলতানে
রঙ্গিল ভঙ্গিল তারস্বরে বিহানে
　　গানে গানে তারই পানে ঐ তানে।
নিঝুম সাঁজে খেলা লুকোচুরী
ভাব যামিনী আসে বিভাবরী
　　হরি হরি প্রাণহরি আহা মরি।

রাধা। কি শুনি কি শুনি!
সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া হ'তেছে শিথিল !
বাঁশীর স্বরে রাধা রাধা
আধ আধ ভাসা
মদন মদিরা মিশ্রণ।
সুরে ঢ'লে ঘুমায়ে পড়ি হায়
অলসে লালসে—
কোথা যাই কেমনে পাইব সন্ধান ?
কোন দিক হ'তে সখী !
আসে ঐ মুরলীর তান।
লহরে লহরে প্রিয়ার
বাঁশীর মোহিত লালনে
ছুটে যায় প্রাণ।
বেদন সুরে বাঁশী কেঁদে কেঁদে
কি কয় সখী ! কি কয় !
পলকে পলকে প্রিয়ার সুরের
পরশে ধৈর্য্য হারা হই।
কি করি ! কি করি সখী ?

(সখীগণের গান)

অত ভাবিস নালো সই
আঁধার ঘর আলো করা আসবে যে লো ঐ।
বেড়ে মালা, চাঁদের কলা, সাজিয়ে পরাণ ডাল—
হাসবো মোরা, ভাসবো মোরা, করব কতই খেলা
কি ভাবেতে ধাইব যে হ্যায় রংএ ঢুলে ঢুলে

ধরুব রে মোর প্রিয়ারে তার সুধার দুয়ার খুলে।
বিজন পথে প্রেমের কথা, কইতে নিরব প্রেমের ব্যথা
নেছে গেয়ে হেলে দুলে, প্রেমের অতল তলে।

(সকলের পুষ্করিণীতে অবতরণ)

কৃষ্ণচন্দ্র। (অন্তরাল হইতে) অপূর্ব্ব সব পারিজাত
নন্দনে যা বিরাজিত ছিল আমার বনে
বাহার দিয়ে রং বেরংএ সাজ্‌ল এখানে।
ফুলের গন্ধে ছড়িয়ে পড়া, মধুর স্বাদে পাগল করা
বাঁশীর টানে টেনে আনা পুলক ভরা প্রাণ,
পরাণখানি গলে পড়ে হেরে নয়ন বান
গাইছে এরা মন মাতান প্রাণ জুড়ান
যুঁই ফোটান ঘাস দোলান গান,
শুনে কেমন করছে যে পরাণ।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবেশ

(স্নানলীলা দর্শন)

কৃষ্ণচন্দ্র। দাঁড়িয়ে তুমি কাদের চরে, খেলার নেশায় ভুলে
থেকে থেকে চম্‌কে হেসে, ঝাঁপ দিলে যে জলে।
তোমার সখী ওরা বুঝি, কইলে কথা যাদের সনে
মৃদু হেসে চোখের কোনে, কাজল পরা নয়ন হেনে
লহর জলে তুলে।
গোপন প্রানের ভাষা ভাবে ব্যক্ত যেথানে
অঙ্গে ভঙ্গে জলের রঙ্গে তরঙ্গে হিল্লোলে
সাঁতার দিয়ে পলক মেলে প্রাণের পরশনে

'তারায় তারা খেলাহারা জড়িয়ে সখী গলে।
কইলে কথা নিরব ব্যথা সলজ্জ চাহনে
ঘন ঘন পলক বানে হেলে দুলে দুলে।
প্রেম ভাবে ডুব দিয়ে ডুব দিচ্ছ গভীরে
পরাণ খানি একদিঠি যে হারা আঁখির তারে।
যত মেলামেলি আঁখি, যত প্রেম দেখা দেখি
পুলক লাগে উতল হিয়ার, আর দেবে কি ফাঁকি।
অধর হিয়ায় সুধা ঢেলে, জল যে তুমি ত্যায়াগিলে
তোমার পায়ের বুকের কাঁপন, উদ্বেলিয়া তোমার চলন
চাহন শুধু বুকের উপর আমার পানে চেয়ে।

সখা। ঐ দেখ কে আসছে ভাই!

রাধা। ডাক না সখী! ওকে ভাবতে যে প্রাণ সুখে ভরে উঠ্‌ছে, কি যে সুখ, কত সুখ! সুখের অতলে ডুবে যাচ্ছি, দেখে প্রাণ অধীর হ'য়ে উঠছে।

(গীত)

লুকায়ে পালায়ে ছিলে এবে যদি দেখা দিলে
প্রাণ বঁধূ তুমি যেও না, তুাম যেও না
মোরে হেলায় ঠেলে তুমি যেও না
ডুবায়ে মোরে দুঃখ সাগরে তুমি যেও না
দুঃখণীরে দুঃখে ভাসায়ে তুমি যেও না
দুখিণীর দিন গেল ত দুঃখে, মোদের নাগর ছিলে ত সুখে
এখন প্রাণ নিধি যদি এলে দেখা দিলে বাঁচাও অধম অবলে।

কৃষ্ণচন্দ্র। চুপ চুপ এখনি মা এসে পড়বে।

১ম সখী। এখানে আবার তোর মা কে রে? ভৌতিক ত সবই

-ভৌতিক। থাকেন হাওয়ায় মিশে, চলেন নূপুরের তালে তালে নেচে, বাঁশীর সুর উঠিয়ে, হাওয়ায় গান গেয়ে, যুবতীর মন হরণ করেন, আজ আবার তোর মা কেরে মা !

কৃষ্ণ। তোরা এখানে কেন ? কি ক'রে এলি ?

১ম সখী। আয় না' এগিয়ে আয় সব ব'লব শোন।

কৃষ্ণচন্দ্র। না ভাই যাব না, মা এসে প'ড়বেন।

২য় সখী ! তোর মা কে আগে বল ? তোকে কিছু ব'লবো না কাছে আয়। ভয় কিসের।　　(কৃষ্ণের অগ্রসর হওন)

কৃষ্ণচন্দ্র। ঐ ঐ সামনের মন্দিরে ! আমি পালাই। তিনি দু'দিন দেখেন নি এখন যাই ভাই। মা দেখলে মনে কষ্ট করবেন। (যাইতে উদ্যত ও পশ্চাৎ হইতে দুই সখী হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জলে আকর্ষণ)

১ম সখী। যাবে কোথা আমাদের সখী যে কেমন হ'য়ে যাচ্ছে।

রাধা। রোজ রোজ বড় ফাঁকি দিয়ে প্রাণ শিকল কেটে পালিয়ে আস। আজ আর জল থেকে তোকে ছাড়ব না, আমাদের সঙ্গে খেলা কর্‌তে হবে।

কৃষ্ণ। বড় ভয় কচ্ছে, না ভাই তোরা ছেড়ে দে, এখুনি মা এসে পড়বে।

রাধা। এই নে ছেড়ে দিয়েছি, যা না যা, মার কাছে যা, কুলোয় শুয়ে দুধ খাবি ? মার আদুরের কচি খোকা ! কোলে শুয়ে দুধ খাবে মা মা ক'রে কাঁদছে ? আয় দুধু খাবি আয় (পলাইতে উদ্যত, হস্ত ধারণ) কেমন ক'রে পালাবে পালাও দেখি, আমি যেতে দেবো না।

কৃষ্ণচন্দ্র। দেখ ভাল হবেনা বলছি ? আমায় রাগসনি ?

সখী। কেন ? কেন ? তোকে কি আমাদের ভয় করে চলতে হবে নাকি ?

কৃষ্ণচন্দ্র। তোদের সব এখুনি কাপড় কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিব জানিস্।

সখী। ওঃ আমারা ত লজ্জায় মরে গেলুম।

কৃষ্ণচন্দ্র। আচ্ছা বেহায়া মেয়ে সব, তোরা সব এখানে এলি কি করে বলত ?

সখী। এই তোকে দেখবো বলে। আমাদের সখীকে প্রাণে মেরে প্রাণচোরা! লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে থাকৃতে তোকে কে শিখিয়েছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র। তোদের খপ্পরে না পড়েই যে জ্বালাতনটা হোচ্ছি। তা না পালিয়ে কেমন ক'রে থাকি বল ? তা কি আর কাকেও শেখাতে হয়।

সখী। ওঃ এতটা যাও যাও আর কথা কইতে হবে না—যাও।

কৃষ্ণচন্দ্র। নারে না তোরা রাগ কচ্ছিস কেন ? তোদের প্রিয় সখী অমন ক'রে মুখটা গোবদা করে রয়েছে কেন ? ওকে কি—

সখী। হাঁ ভাই হাঁ ওর সঙ্গে আর তোমার সঙ্গে যেন কেমন কেমন যেন কি ? ওর মুখরবী কালাচাঁদ কিনা তাই—

কৃষ্ণচন্দ্র। না ভাই মা আস্‌বে ইয়ে ইয়ে পালাই।

(পলাইতে উদ্যত হস্তধারণ)

সখী। মাথা গরম হয়েছে রে, মাথা গরম হয়েছে। বলে তোমাদের সখী অমন ক'রে আছে কেন ? আরে তুই অমন কচ্ছিস কেন ? নে নে বেশ করে মাথায় জল থাপড়ে দিই আয়।

কৃষ্ণচন্দ্র। এত করে বলছি ছেড়ে দে রাগাসনি।

সখী। এখন আর চালাকি চলবে না নে চুপ করে বস।

কৃষ্ণচন্দ্র। তবে রে—(বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ)

সখী। আরে দুষ্টমি করিসনি ? এখুনি তোকে লাঙ্‌টা করে ছেড়ে দেব। যেই পালাবি, আমরা হো হো ক'রে হেসে হাততালি দিয়ে নাচব।

রাধা। তোমার আবার আজ কি হোল? অমন করে বসে রইলে যে লজ্জা হচ্ছে বুঝি?

কৃষ্ণচন্দ্র। জারিজুরি সব ভাঙ্গছি দাঁড়া। (একহস্তে রাধার গলা জড়িয়ে ধরে অপর হস্তে সখীদের বস্ত্র টানিতে উদ্যত)

সখী। কি ঠাকুর! তোমার আজ বস্ত্রহরণ লীলা সুরু হল নাকি?

(হঠাৎ যশীমাতাকে দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত)

যশীমাতা। তোকে সারা বাগান খুজে বেড়াচ্ছি দুদিন দেখিনি একবার দেখা করে আস্‌তে হয় ত, মায়ের প্রাণ কেউ বোঝে না।

কৃষ্ণচন্দ্র। মা আমি এই পথ দিয়ে তোমারই কাছে যাচ্ছিলুম। এরা আমায় ধরে জলে খেল্‌তে টেনে এনে আট্‌কে রেখে দিয়েছে—আমার কিছু দোষ নেই মা এতগুলোর সঙ্গে আমি একা পারি?

১ম সখী। বিপদে পড়ে আলাপী লোককে দেখে মা আলাপ করছিলুম, ওর সঙ্গে যে আমাদের অনেক দিনের ভাব; দোষ করে থাকি ক্ষমা কর।

যশীমাতা। আচ্ছা সব জল থেকে উঠে এস (কৃষ্ণের প্রতি) তোর সঙ্গে কোন বালিকা কুমারীর আলাপ এ খবর ত আমি জানি না। মঠ নিয়ে আছিস যুদ্ধ নিয়ে আছিস এ সব যে নতুন শুন্‌ছি। তোর এ সব বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় ত আগে কোন দিন পাইনি। মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া কাপড় কেড়ে নেওয়া এসব কোত্থেকে শিখলি?

কৃষ্ণ। মা ওদের সঙ্গে আমর সঙ্গে অনেক দিনের ভাব কি না তাই আমিও বালক ওরাও বালিকা, কিছু অন্যায় করেছি মা?

সখী। দেখ মা! ঐ ছেলেটী হ'তেই ত আমরা পথ ভুলে এসে পড়েছি। ও মা আমাদের মন চুরি ক'রে নিয়ে ছিনি মিনি খেলে। প্রাণ

কেড়ে নিয়ে চাতুরী করে, বিশেষতঃ ও আমাদের প্রিয় সখীকে প্রাণে রেখেছে। যেন মা, তুমি বুঝি কিছু জান না। সখীর বাড়ীর সন্ধান ও সব জানে। তাই ওকে দেখে আমাদের প্রাণ ফিরে পেলুম।

যশীমাতা। তোমাদের সখীকে থর থর ও কাঁপছে যে, লজ্জা হয়েছে বুঝি! খুব সুলক্ষণা মেয়ে ত। সব চল, সাম্‌নে রাত ক্রমশঃ গভীর হয়ে আসছে। জ্ঞান নেই বাড়ী ফির্‌তে হবে! বাড়ীতে তোমাদের পিতামাতারা সব কত ভাবছেন। বড্ডই বিলম্ব করে ফেলেছ। প্রসাদ পেয়ে নেবে এস।

সুভাষ ও প্রসাদ হস্তে বিমলার প্রবেশ

(যশীমাতার প্রসাদ বিতরণ)

বিমলা। (সুভাষের প্রতি) দেখ প্রিয়তম! এই দিদির ভেতর কি একটা জিনিষ থেকে থেকে বিদ্যুতের মত চম্‌কে দেহটার উপর দিয়ে খল খল করে খেলে হেসে চলে যায়। আর কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখলে অবাক বিস্ময়ে জ্ঞানহারা হই। আমার ওদের ছেড়ে থাক্‌তে প্রাণ কেমন হয়ে যাচ্ছে। আর এই বালিকারা কি সরলার প্রতিমূর্ত্তি, আর রাজদুহিতা রাধায় ঔদার্য্য, গাম্ভীর্য্য, ও মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশ সুন্দরে মধুর। প্রাণ সকলকে চায়, ছাড়তে বুক ফেটে যাচ্ছে।

সুভাষ। আমারও একান্ত ইচ্ছা—এদের সঙ্গে যাই ; কিন্তু কি করি মাতৃ আজ্ঞা—দেবপূজা! এখন কেমন ক'রে যাই বল। নিজ নিজ সুখোদয় ত্যাগে কাতর হয়ো না। অবশ্য কর্ত্তব্য ঠাকুর সেবায় মোরা ব্রতী হই চল।

যশীমাতা। অধীর হয়ো না। দুদিনের মধ্যেই আবার দেখা হবে। এখন আসি।

(সকলের প্রস্থান)

বিমলার গান

যেওনা যেওনা মিনতি করি
আঁধারে আলো তোরা হৃদে আমারি
ক্ষণেক ভাসলে আজ অজানাভাবে
কাঁদায়ে যেওনা যেওনা চলে
যেওনা মন প্রাণ কেমন করে
এস ফিরে এস আঁধার ঘরে।

তৃতীয় দৃশ্য

বিন্ধ্যাচল—রাজ দরবার

গ্রাম্য দাদামশায়। রাত হ'য়ে গেল মেয়েদের জন্য বড়ই ভাবনা হচ্ছে খোজ পেলেন মহারাজ?

রাজা হরশঙ্কর। চারিদিকে দূত ঘুরে ঘুরে সন্ধানও আন্‌তে পারছে না? কি করি? দুপুর থেকে সন্ধান করে তিনবার ফিরলে। কোনই চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। আবার গিয়েছে।

গ্রাম্য দাদামশায়। না মহারাজ এ বড় ভাল বুঝছিনা। কোনও রাজা মহারাজা বা কুমার টুমারের নজরে পড়েনি ত। একেবারে ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে একদম উধাও। এমন কি বয়স হয়েছে মহারাজ—সবাই কানাঘুসো করছে মেয়েদের যেমন বিয়ে দেয় না। কতই না কি যার যা প্রাণ যায় বল্‌ছে। তা এখন কি করে এই সব মেয়েদের খোজ করে বার করা যায় বলুন মহারাজ! আর ত বিলম্ব সয় না, রাত আটটা বেজে গেল।

রাজা হরশঙ্কর। প্রাণ অধীর হয়ে উঠছে আর থাকতে পারছি না চল আমরাও খুজতে বেরোই। তারপর যদি সন্ধান না পাই, সব রাজা মহারাজাদের পত্র দিয়ে জানাবো যে, যদি কেউ মেয়েকে নিয়ে গিয়ে থাকে ত তার অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা—অগত্যা তাই করতে হবে। এখন একবার শেষ চেষ্টা—প্রাণে বেঁচে আছে জান্‌লেও সুখী হব।

(যাইতে উদ্যত)

গ্রাম্য দাদামশাই। মহারাজ এই যে দুত।

দূতের প্রবেশ

দুত। মহারাজ! সন্ধান পেয়েছি—দেখে এলাম দক্ষিণ পথ দিয়ে আসছে। সঙ্গে একটী রমণী ও একটী বালক আছে, তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে।

হরশঙ্কর। কতদুর! কতদুর! আরে তুমি তাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে এলে কেন? যদি আবার না পাও—তারা তোমায় দেখেছে?

দুত। আপনারা অত্যন্ত চিন্তান্বিত ও চঞ্চল হয়ে আছেন, সংবাদ পেলে সুস্থির হবেন ভেবে, দেখতে পেয়েই ছুটে চলে এসেছি।

হরশঙ্কর। চল চল দেখি কতদুর?

দুত। এই এল বলে বেশী দুর নয়।

হরশঙ্কর। আঃ! প্রাণ ফিরে পেলুম এতক্ষণে বিধি মুখ চাইলেন।

দাদামশায়। সবাই আছে, গাঁয়ের মেয়েরাও সব আছে। বেশ ভাল করে দেখে এসেছ?

দুত। হাঁ দাদামশায় সব সব।

দাদামশায়। কোথায় গেছলো সন্ধান পেলে?

দুত। রাণী মা, মহারাজা ভেবে ভেবে পাগলের মত হয়েছিলেন;

অত খোজ করবার সময় পাইনি। ঐ ঐ ঐ সব আস্‌ছে, দেখুন রাণীমা! ঐ আপনার মেয়ে।

রাধা, সহচরীগণ, কৃষ্ণ ও যশীমাতার প্রবেশ

দুর্গাবতী। এস মা আমার! এতক্ষণ কোথা ছিলি, কি হয়েছিল তোদের। তোদের না দেখে আমার প্রাণ কেমন হয়ে আছে যে। আঁখি সব ছল ছল কর্‌ছে, আহা মুখ শুকিয়ে গেছে গো বাছাদের দেখে প্রাণ ফাটে।

হরশঙ্কর। এরা কারা! ছেলেটী ত বড় সুন্দর? তোমার নাম কি?

কৃষ্ণচন্দ্র। আমার নাম কৃষ্ণচন্দ্র উনি আমার মা।

দুর্গাবতী। তোমাদের পরিচয়!

যশীমাতা। আমার স্বামী মিথিলার রাজা ছিলেন। দৈবাদেশে রাজ্য ত্যাগ করে, নির্জ্জন প্রান্তে নর্ম্মদাতীরে, এখান হতে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী জঙ্গলের পারে দেবকার্য্যে কুড়ি বৎসর যাবৎ কাটিয়ে দেহ রাখেন।

দুর্গাবতী। তোমার ছেলের চাঁদ পানা মুখ দেখে ভাল বাসতে ইচ্ছে করে। ওকে নিয়েই সব যন্ত্রনা ভুলে আছ না মা।

১ম সখী। এই বালককে যা তা মনে করবেন না।

হরশঙ্কর। তা দেখেই মনে হচ্ছে।

২য় সখী। এই বয়সে দিগ্বিজয়ী বীর!

৩য় সখী। রাজস্থানের বন্দী যুবরাজ সুভাষ ও যুবরাজ্ঞী বিমলাকে ঐ বালকই কালাপাহাড়ের সিংহ কবল থেকে মুক্ত করে আনে।

দুর্গাবতী। তারা এখন কোথায়?

যশীমাতা। শিব পূজায় ব্রতী হয়ে শিবমন্দিরেই আছেন।

হরশঙ্কর। একা এই বালক হতেই এ সব সম্ভব হয়েছে ?

৪র্থ সখী। শুধু কি তাই—রাণী মেরীহাট নজর বন্দীতে মনের পীড়ায় দিনাতিপাত করতেন এই বালকের গুণে সে আজ রাজরাণী।

৫ম সখী। আর এর বহু পখা বহু বীর সেনা সেই রাজ্য রক্ষা কর্‌ছে—জ্ঞানানন্দ মহান বীর এই বালকের প্রাণাপেক্ষা বন্ধু।—সে মন্ত্রীত্বের পদ অভিষিক্ত করেছে।

৬ষ্ঠ সখী। আর সেই দুর্বৃত্ত কালাপাহাড়কে হস্তীপদতলে নিক্ষেপি প্রাণদণ্ডের আদেশ এই বালক হতেই সম্পন্ন হযেছে।

দাদামশায়। আর তোমাদের এখানে এনেছে কেমন ? বা! বা! সাবাস ছেলে।

দুর্গাবতী। হ্যাঁ মা! সুভাষ ও বিমলাকে সঙ্গে করে আনলে না কেন ?

যশীমাতা। সেখানে একটা রাজ্য গঠন করবার প্রয়াসে আছে।

দুর্গাবতী। কি রাজ্য মা!

যশীমাতা। সেই রাজ্যের নাম হবে মাধবপুর শিবরাজ্য।

দুর্গাবতী। আচ্ছা ঐ নামের স্বার্থকতা কি ?

কৃষ্ণচন্দ্র। আমার বাবার নাম আর আমরা শিবের ভক্ত কিনা মা!

দুর্গাবতী। আমার মেয়েদের সঙ্গে আপনাদের দেখা কি করে হোল—

যশীমাতা। শিব মন্দিরের সামনে ওরা কি করে যে গেল ওরাই জানে। জিজ্ঞাসা করলে ওরা ত বলে আমরা জানি না। আমাদের ইন্দ্রজালে এখানে এনেছে। জঙ্গলের ভিতর থেকে কেবল বাঁশীর সুরে সুরে ওদের ঐখানে টেনে নিয়ে গেছে ওরা বলে।

দুর্গাবতী। তোমার ছেলে বুঝি বাঁশী বাজাতে জানে।

যশীমাতা। হ্যাঁ মা! মাঝে মাঝে একটু একটু বাজায়—তা আমার ছেলে ত সে সময় যুদ্ধে; ওকে দোষ দিতে পার্‌বেন না।

হরশঙ্কর। থাক! আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। কারও দোষ নেই মা! এ শ্রীভগবানের ইচ্ছা। বহুদিন থেকে আমার মেয়েটীর পাত্রের সন্ধান করে করে হয়রান হয়ে গেছি। আমাদের পছন্দ হয় ত মেয়ের পছন্দ হয় না, এখন বুঝতে পেরেছি বনের ভিতর সযতনে সে রত্ন লুকায়িত ছিল। বিধি আজ সময়ে ঠিক মিলিয়ে দিয়েছেন। দূত! যাও পুরোহিত ও গুরুগৃহে ত্বরায় সংবাদ দিয়ে এস। বিবাহের জন্য সমস্তই বহুদিন থেকে জোগাড় আছে। আজ আমি এই বীর বালকের হাতে রাজ্য ও রাজকন্যা সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হব। (দূতের প্রতি) আর আমার জুড়ী নিয়ে সুভাষ ও বিমলাকে আজ রাত্রেই এখানে এনে হাজির করবে যাও।

যশীমাতা। শিবপূজা ফেলে—তাদের আসা অসম্ভব।

গুরুদেবের প্রবেশ

গ্রাম্য দাদামশায়। আসুন আসুন শ্রীগুরুদেব আসুন। নমস্কার।

গুরুদেব। কি সংবাদ মহারাজ!

হরশঙ্কর। মেয়ের বিবাহ ঠিক হ'য়ে গেছে।

গুরুদেব। কোন্ রাজপুত্রের সঙ্গে মহারাজ! দেখতে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর। কে? কোথায় সে পাত্র?

দাদামশায়। অতি সুন্দর—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। দেখতে হবে—নজরে কিছু কম আছেন গুরুদেব?

গুরুদেব। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মহারাজ! কিন্তু শুধু রূপ দেখলেই ত চলবে না।

হরশঙ্কর। ভারত জয়ী অদ্বিতীয় বীর।

গুরুদেব। ঐ বালক! ভারত জয়ী বীর! কি বল্‌ছেন মহারাজ! ঠিক বলছেন না আমার সঙ্গে চাতুরী কর্‌ছেন। বেদ-বেদান্ত কিছু পড়া শুনা আছে বাপু—শিক্ষা লাভ কতদুর হয়েছে।

হরশঙ্কর। গুরুদেব ও সব কথায় আর কাজ নাই আমি ঠিক করে ফেলেছি ওর সঙ্গে বিবাহ একেবারে সুনিশ্চিত।

পুরোহিতের প্রবেশ

পুরোহিত। রাণীমারও ঐ মত নাকি?

রাণীমা। এতে আর অমত করবার কিছু নেই।

পুরোহিত। কোন দেশে বাস হে বাপু তোমার?

হরশঙ্কর। আর থাক্ থাক্! বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন নেই, যা করবার শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলুন।

পুরোহিত। আজ্ঞে আজ্ঞে কি করতে হবে কন।

হরশঙ্কর। ঐ বালককে আমি কন্যা সম্প্রদান করছি, সব আশীর্ব্বাদ ও মন্ত্র পাঠ করুন।

গুরুদেব। এত শীঘ্র মহারাজ!

হরশঙ্কর। হাঁ এখুনি তোমরা যে, তোল গোল পাকিয়ে একটা হট্টগোল বাঁধিয়ে তুল্‌বে তা হ'তে দিচ্ছি না।

পুরোহিত। আমাদের কর্দ্দদা মহারাজ?

হরশঙ্কর। আচ্ছা কাল সকালে কাছারি বাড়ীতে নায়েবের কাছে পাঠিয়ে দিও। এখন ও সব থাক।

দুর্গাবতী। যাও মেয়েরা সব ফুল নিয়ে এস ত।

(সহচরীগণের প্রস্থান)

গাঁয়ের মোড়ল। যাই যাই গায়ের লোক ডেকে আনি গিয়ে। রাজকন্যার বিয়ের আনন্দে, দেশে মহা ধূমধাম পড়ে যাবে ; যাই ছু'ট খবর দিয়ে আসি। (প্রস্থান)

পুরোহিত। হাঁ হাঁ বাবা গোত্তরটা একবার ?

হরশঙ্কর। ওসব গোত্তর টোত্তর লাগবে না।

পুরোহিত। এ্যা সে কি ? সে কি কথা ?

হরশঙ্কর। হাঁ হাঁ, আপনাদের মন্ত্র টন্ত্র কিছু পড়তে হবে না। আপনারা চিরসুখী হও, আয়ুষ্মান হও, কুলপ্রদীপ উজ্জ্বল কর এই ব'লে আশীর্ব্বাদ করুন—আর কিছু লাগবে না।

পুরোহিত। না মহারাজ এমনতর গর্হিত কাজ আমরা কর্‌তে পারি না! কি হে ? গুরুঠাকুর! কি বল্‌ছে শুন্‌ছ!

গুরুদেব। নাঃ, এইবার গুরুশাপে বংশ লোপ পাবে দেখ্‌ছি! মহারাজের মস্তিষ্কটা কিছু বিকৃত হয়েছে।

হরশঙ্কর। হ'য়ে থাকে ত আর কি কর্‌ছি বলুন ? কিন্তু আমার বাক্যে যা কার্য্যেও তাই ; প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হবে না।

গুরুদেব। তবে গুরুমর্য্যাদাই যদি নাই দিলেন—তাতে রাজগুরু আমি !

হরশঙ্কর। মর্য্যাদা এতে ত দেখছি খুব বাড়বে—কারণ, আপনারা এই কার্য্যে যদি সহায় হন—তবে এত বড় একটা উদারতা সঙ্কীর্ণের গণ্ডী ভেদ ক'রে ফুটে উঠবার সুযোগ পাবে।

গুরুদেব। হাঁ মহারাজ। সবই জানি সবই বুঝলাম। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষ থেকে যে প্রথা চলে আস্‌ছে, তাকে ভাঙ্গি কেমন ক'রে বলুন।

হরশঙ্কর। আপনি না পারেন আমার এ কাজ আটকাবে না।

গুরুদেব। তা আজকালকার দিনে কিছুই অসম্ভব নয়। বেশ, যদি

আপনি বুঝে থাকেন এতে দেশের মঙ্গল হবে! দেশের রাজা আপনি। দেশের পরম হিতৈষী বান্ধব রাজার মত কেউ নয়। তা মহারাজ এ কার্য্য সুসম্পন্ন হ'তে পারে কিন্তু এক কাজ করতে হবে।

হরশঙ্কর। কি কাজ করতে হবে গুরুদেব!

গুরুদেব। ও ছেলের গোত্রটী কিন্তু বলতেই হবে।

কৃষ্ণচন্দ্র। আমরা জাতিতে গোলা আমার বাবা সে দেশের রাজা ছিলেন—আমি এখন রাখাল রাজা।

পুরোহিত। আরে ছ্যা ছ্যা!

গুরুদেব। কেমন ক'রে বিবাহটা সম্ভব হয় বলুন? ক্ষত্রিয় ঘরের রাজকুমারী!

দাদামশায়। আরে যাও যাও গুরুঠাকুর যাও—তোমাকে আর নাক সেঁটকাতে হবে না। এই সোনার চাঁদ ছেলে কে কোথায় পায় তার ঠিক নেই—উনি বলেন গয়লা—আর তোমরা যে গয়লারও অধম। গয়লা কি চামড়ায় লেখা থাকে নাকি?

গাঁয়ের মোড়ল। বামুন, চাষা, ঐ পৈতের আর চামড়ায় নয়, গুনে গুনে "গুনকর্ম্ম বিভাগশঃ" পড়েছেন কি গুরুদেব!

গুরুদেব। হাঁ হাঁ লেখা ত আছে।

গাঁয়ের মোড়ল। তবে আর কি? ওর কার্য্যে ওর ব্রাহ্মণত্ব, ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরত্বের পরিচয় দিচ্ছে আর আপনি গোত্তর গোত্তর ক'রে ক্ষেপে উঠেছেন।

গুরুদেব। আরে বাবা দেশের হাওয়া উল্‌টে যেতে বসেছে এখন কি আর কেউ আমাদের পুঁচবে।

গাঁয়ের মোড়ল। আর তুমি মন্ত্র না পড়, আশীর্ব্বাদ না কর—আমি করব—আমার সে তেজ আছে।

গুরুদেব। আরে পাপ হবে যে, বেটা নরকে প'চে মর্‌বি।

গাঁয়ের মোড়ল। তোমরা যে বেঁচে থেকেই প'চে মর্‌ছ। সে চোখ কি আছে? শুধু গুরু গিরি কর্‌লেই ত চল্‌বে না। আপনাতে জ্ঞানের বিকাশ কৈ?

গুরুদেব। তুই এত বড় পাষণ্ড পাপ ব'লে জিনিষ মানিস না।

মোড়ল। পাপ ঐ তোমাদের মত বুজ্‌রুক্‌গুলোর ভেতরই বাসা করে গুরুদেব।

গুরুদেব। বেটা এত বড় কথা বলিস এখনি ব্রহ্মশাপ দেব জানিস।

মোড়ল। পৈতে পর্‌লেই ব্রাহ্মণ হয় না। আগে ব্রহ্ম কাকে বলে সাধনা করে জানুন; তারপর শাপ দেবেন।

হরশঙ্কর। উপেন মোড়ল! হাঁ অতটা বাড়াবাড়ী।

মোড়ল। আপনার মত নিরীহ সাধু প্রকৃতি আজ রাজা তাই এই রকমের লোকগুলো প্রশ্রয় পায়।

দাদামশায়। উপেন যা বলছে, কথাটা নেহাৎ ফেল্‌বার মত নয়।

হরশঙ্কর। গুরুদেব ও পুরোহিত মহাশয় আমার একটা কথা রাখতে হবে।

গুরুদেব। আমি হলুম রাজার গুরু। আর তুই হলি গাঁয়ের মোড়ল। বেটার তেজ দেখেছ।

হরশঙ্কর। নির্বিঘ্নে এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হ'তে দিন।

পুরোহিত। উজ্জ্বল রাজকুলে! কেমন করে কালী দিই বলুন।

দাদামশায়। ববা ইনিও ত কম জান না দেখছি।

হরশঙ্কর। যা ভাবছিলুম তাই। শুভকার্য্য শীঘ্র যাতে সম্পন্ন হয়. ভাবছিলুম। কি রকম হট্ট গোলটাই না পাকিয়ে উঠ্‌ছে।

কৃষ্ণচন্দ্র। আমাদের আশ্রয়ে বিপন্ন অবস্থায় এরা গিয়ে পড়েছিল।

এখন কার্য্য শেষ। আর বিলম্ব করব না, কাজ আছে, তবে এখন আমরা আসি মহারাজ।

দুর্গাবতী। সে কি হয় বাবা। মেয়ে কেমন শুকিয়ে গেছে, ওকি আর বাঁচবে।

কৃষ্ণচন্দ্র। আমি এ সব গোলমাল ভাল বুঝছি না?

দাদামশায়। তোমাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান হয়? তুমিই এর উপায় কর।

কৃষ্ণচন্দ্র। আপনারা সত্য সত্যই যদি—এ বিবাহে কৃতসঙ্কল্প থাকেন। আপনারা স্বচ্ছন্দ মনে কন্যা সম্প্রদান করে—আশীর্ব্বাদ করতে থাকুন। উপর থেকে দেবতাদের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ ফুল বৃষ্টি পড়তে থাকবে। গুরু বা পুরোহিতের কাজে এই উপেন বাবুই উপযুক্ত "চতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।"

দুর্গাবতী। এত অতি উত্তম কথা। এস মা আমার। এস বাবা আমিই সে কার্য্য সম্পন্ন করব। মেয়ে বাপের? মেয়ে কি মার নয়? মা কি সম্প্রদান করবার অধিকারে অধিকারী নয়? কে আমার এ কার্য্যে প্রতিবাদ করে। তাই দেখব।

মোড়ল। এই ত চাই—এই না হলে মা। মায়ের মত মা আজ রাজরাণী বলে এখনও এ রাজ্যে বাস করি।

গুরুদেব। না, এ রাজত্বে আর থাকা চল্লো না। তোমাদের মেয়ে, তোমরা যা ইচ্ছে কর ববা, যা ইচ্ছে কর। মহারাজ বিদায় দিন তবে।

পুরোহিত। আমাদের পাওনা ছাড়ব কেন ঠাকুর? যাও কোথা আরে দাড়াও—

গুরুদেব। আর পাওনার দরকার নেই হে, মানে মানে সরে পড়া যাক।

হরশঙ্কর। তোমাদের পাওনার বিষয় কাল যাহোক বিবেচনা করা যাবে। এখন আপনারা আস্‌তে পারেন। (গুরু পুরোহিতের প্রস্থান)

(সহচরীগণের ফুল লয়ে প্রত্যাগমন)

(হরশঙ্কর ও দুর্গাবতী উভয়ে ফুলমালা দিয়া উভয়ের হস্ত বন্ধন করণ)

(উপর হইতে পুষ্পবৃষ্টি, শঙ্খ ও উলু ধ্বনি)

সহচরীগণের গান

আয়লো সখি সবে মিলি বাঁধি দুজনায়
আজি রং ফাগুয়ায় দেখি আয় কেমনে পালায়।
পরাইব ধড়াচূড়া গলে দিব বন মালা
রাধারে বসায়ে বামে দোলাব দোলা।
দেলো দে ফাগের ডালায় মাখাইয়ে মোদের কালায়
পিচকারী আনগো সবে রংএ রং ভ'রে।
পূর্ণিমা রজনীতে উৎফুল্ল মল্লিকাতে
রসে ভরা মোদের নাগর হাসি হাসি কর্‌ছে আদর
সোহাগে প্রেমায় আজি রং ফগুয়ায়।

(গায়ের মোড়ল ও বন্ধুবর্গের গান)

নবীন তরুদল, গুঞ্জন অলিকুল
গাহিছে মধুস্বরে গুঞ্জর গান,
মৃদু মধু শুনা যায় কোকিলের তান।
প্রেম গীতি হারে, পুষ্প ভারে ভারে
ভরিছে উঠেছে আজি কুঞ্জ কানন।
চন্দ্রকিরণ হাসি, বসন্তে মিলায়ে হাসি
করে আজি মধু বরিষণ

আজি এ মিলন নিশি, দশ দিশি ভাসি ভাসি
মধুর মধুর কিশোর কিশোরী পরাণ।
পূর্ণ্য হোক ধন্য হোক জীবনে জীবন।

(কৃষ্ণচন্দ্র ও রাধা ফুলদোলায় দুলছেন)
(আবির ও কুঙ্কুম ছুড়ে ছুড়ে সখীরা মারছে, পিচকারী ও রং দেওয়া হচ্ছে)
(সখীরা আবার ফুল ছুড়ে ছুড়ে মারছে আর বলছে)

কইতে কি চাও, কইতে বাঁধে, আভাসে যে শুনি
কুলু কুলু, আধ আধ, তোমার মধু বাণী।
সোহাগ ভরা, আদর করা, সুধার বুলি কৈ ?
মৃদু মৃদু, অমিয় গাঁথা, প্রাণে প্রাণে ঐ।
দোল দোলায়ে, দাওগো দোলা, ডুহুল বকুল বায়
মঞ্জুরিয়া ঝুর ঝুরিয়া, শতেক শত ধায়, (শীতল কিরণ ছায়)
পুলক ভরা ফুলের গায়ে মুরছা যাওয়ার মত
ফুল শয়নে সুখে ঘুমাও বরষ শত শত।

যবনিকা।